মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমেডিস
Materia Medica & Tissue Remedies

ডি.এইচ.এম.এস

দ্বিতীয় বর্ষ

ডাঃ জে. এম. নুরুল হক

বি.এইচ.এম.এস (ঢাঃ বিঃ)

এম. এসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি (প্রা.এ.ইউ)

সূচীপত্র ঃ

A. Materia Medica (Homoeopathic Drugs)

১। এসিড ফসফরিকাম (Acid Phosphic) ৩১
২। এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেনটালিস (Anacardium Occidentale) ৩৯
৩। ব্যাপটেসিয়া টিংটোরিয়া (Baptisia Tinctoria) ৪৩
৪। ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (Calcarea Carbonica) ৪৯
৫। ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকাম (Calcarea Phosphorica) ৫৭
৬। ক্যান্থারিস (Cantharies) ৬১
৭। কার্বো ভেজ (Carbo Vegetabilis) ৬৭
৮। কক্কিউলাস ইন্ডিকাস (Cocculus Indicus) ৭৫
৯। কলোফাইলাম থ্যালিকট্রোয়িডস (Caulophyllum thalictroides) ৭৯
১০। ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta) ৮৫
১১। কলচিকাম অটামনেল (Colchicum Autumnale) ৯১
১২। কলোসিন্থিস (Colocynthis) ১০১
১৩। ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসা (Dioscorea Villosa) ১০৭
১৪। ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়া (Drosera Rotundifolia) ১১১
১৫। হাইপেরিকাম পারফোরেটাম (Hypericum Perforatum) ১১৫
১৬। হেমামেলিস ভার্জিনিকা (Hamamelis Virginica) ১১৯
১৭। লিডাম প্লাষ্টার (Ledum Palustre) ১২৫
১৮। হিপার সালফিউরিকাস ক্যালকেরিয়াম (Hepar Sulphuris Calcareum) ১৩১

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস-২০২১

দ্বিতীয় বর্ষ। বিষয় কোড ঃ ২০২। সময়-৩ ঘন্টা। পূর্ণমান-৭৫

[দ্রষ্টব্য ঃ সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। (ক) হাইপেরিকামের পরিচায়ক লক্ষণগুলি লিখ। ১১৭
(খ) আঘাতে হাইপেরিকাম ও লিডাম পলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১১৭, ১১৮
(গ) হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ইহার অনুপূরক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১১৮

২। (ক) উৎসসহ ডায়াস্কোরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণাবলি লিখ। ১০৮
(খ) যৌনরোগে ইহার ব্যবহার লিখ। ১১০
(গ) ইহার ক্রিয়াস্থলসহ হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ। ১০৭, ১১০

৩। (ক) সাইলেসিয়ার ধাতুগত অবস্থা বর্ণনা কর। ১৯০
(খ) পুঁজের উপর ইহার কার্যকারিতা বর্ণনা কর। ২০৩
(গ) হাড়ের উপর ক্যালকেরিয়া কার্বের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২০৬

৪। (ক) উৎসসহ হেমামেলিসের পরিচায়ক লক্ষণাবলি লিখ। ১২১
(খ) রক্তস্রাবে হেমামেলিস ও কার্বোভেজের পার্থক্য লিখ। ২০৭
(গ) হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ইহার ক্রিয়াস্থল বর্ণনা কর। ১২৪, ১১৯

৫। (ক) হিপার সালফ এর ধাতুগত লক্ষণসমূহ লিখ। ১৩২
(খ) স্পর্শকাতরতা এর প্রধান নির্দেশক- ব্যাখ্যা কর। ১৩৪
(গ) শ্বাসতন্ত্রের উপর ইহার কার্যকারিতা লিখ। ১৩৪

৬। (ক) টিস্যু রেমেডি কি? বায়োকেমিক ঔষধকে টিস্যু রেমেডি বলা হয় কেন? ১৪৩
(খ) হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১৪৬
(গ) "প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ"-ব্যাখ্যা কর। ১৬২

৭। (ক) নেট্রাম ফসের পরিচায়ক লক্ষণাবলি লিখ। ১৭৭
(খ) ক্রিমি রোগে ও পেট ফাঁপায় ইহার ব্যবহার লিখ। ১৮০
(গ) "রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি মিউর ব্যবহৃত হয়"-ব্যাখ্যা কর। ১৭২

৮। সংক্ষেপে লিখ ঃ (ক) নেট্রাম মিউরের মাথাব্যথা, ১৮৩ (খ) ক্ষতে সাইলেসিয়া, ২০৩ (গ) হুপিং কাশিতে ড্রসেরা, ১১৩
(ঘ) পেটে বেদনায় কলোসিন্থ, ১০৪, (ঙ) গেঁটে বাতে কলচিকাম। ৯৪

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস-২০২২

দ্বিতীয় বর্ষ। বিষয় কোড ঃ ২০২। সময়-৩ ঘন্টা। পূর্ণমান-৭৫

[দ্রষ্টব্য ঃ সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। (ক) ধাতুগত লক্ষণ বলতে কি বুঝ? ক্যালকেরিয়া কার্বের ধাতুগত লক্ষণাবলি লিখ। ৫০
(খ) বাতরোগে ক্যালকেরিয়া কার্বের ব্যবহার লিখ। ২৯
(গ) ইহার ইচ্ছা-অনিচ্ছাসহ হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ। ৫৬

২। (ক) কার্বোভেজ এর চরিত্রগত লক্ষণাবলি লিখ। ৬৯
(খ) রক্তস্রাবে কার্বোভেজ ও হেমামেলিসের পার্থক্য লিখ। ৭২
(গ) "কার্বোভেজ অজীর্ণ রোগের মহৌষধ"-ব্যাখ্যা কর। ৭০

৩। (ক) কলোসিন্থিস এর নির্দেশক লক্ষণাবলি লিখ। ১০৩
(খ) পরিপাকতন্ত্রের উপর ইহার কার্যকারিতা লিখ। ১০৪
(গ) ক্রিয়াস্থলসহ অনুপুরক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১০১, ১০৬

৪। (ক) ক্যান্থারিস-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৬৩
(খ) স্ত্রীজননতন্ত্রের উপর ক্যান্থারিসের লক্ষণসমূহ লিখ। ৬৫
(গ) মূত্রতন্ত্রে ক্যান্থারিস ও ক্লিমেটিস ইরেক্টার এর পার্থক্য লিখ। ৩০

৫। (ক) হিপার সালফের মানসিক লক্ষণসমূহ লিখ। ১৩২
(খ) "স্পর্শকাতরতা হিপার সালফের প্রধান নির্দেশক"-ব্যাখ্যা কর। ১৩৪
(গ) শ্বাসতন্ত্রের উপর ইহার কার্যকাবিতা লিখ। ১৩৪

৬। (ক) বায়োকেমিক চিকিৎসা মতে "পীড়া ও স্বাস্থ্য" বলতে কি বুঝ? ১৪৪
(খ) "রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় কেলিমিউর ব্যবহৃত হয়"- ব্যাখ্যা কর। ১৭২
(গ) ক্যলকেরিয়া সালফের পুঁজের বর্ণনা দাও। ১৬০

৭। (ক) ক্যালকেরিয়া ফ্লোর এর চরিত্রগত লক্ষণ লিখ। ১৫২
(খ) "নেট্রাম ফস অম্লরোগের মহৌষধ"- ব্যাখ্যা কর। ১৭৮
(গ) শূল বেদনায় ম্যাগনেশিয়া ফসের ব্যবহার লিখ। ১৬৫

৮। সংক্ষেপে লিখ ঃ (ক) কাশিতে হায়োসিয়াস ২৯
(খ) মানসিক দুর্বলতায় এনাকার্ডিয়াম, ৪০
(গ) দুগর্ন্ধস্রাবে ব্যাপটেশিয়া ৪৫
(ঘ) ক্ষতে সাইলিশিয়া, ২০৪, (ঙ) হুপিং কাশিতে ড্রসেরা। ১১৩

১। বাতরোগে ক্যালকেরিয়া কার্বের ব্যবহার লিখ।

বাতরোগে ক্যালকেরিয়া কার্বের ব্যবহার ঃ

বাতব্যথা- ভিজা আবহাওয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়। তীব্র খোঁচা মারার মত ব্যথা, অনেকটা মোচড় দিয়ে টানার মত বা মচকে যাবার মত। সন্ধিস্থানের স্ফীতি, বিশেষ করে হাঁটুর সন্ধি। পায়ের তলায় জ্বালা বোধ ও স্পর্শকাতর। পায়ের পাতা ঠান্ডা এবং রাতে অসার। পুরাতন মচকে যাওয়া কুফল। হাতের তালুতে ঘাম। গেঁটেবাতজনিত অস্থিগুটি। পেশীর ভেতর ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা। পিঠে ব্যথা, যেন মচকে গেছে, খুব কষ্ট করে উঠতে হয়, অতিরিক্ত ভার তোলার কারণে। দুই স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে ব্যথা, এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া কষ্ট হয়। কোমরে দুর্বলতা ও বাতরোগ। লাম্বার ভার্টিব্রা বক্রতা। এর রোগী স্থূল, শিথিল মাংসপেশি ও শ্লেষ্মা প্রবণতা থাকে। মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায় এবং অল্পেই ঠান্ডা লাগে। ডিম খাওয়ার প্রবল আকাংখা এবং দুধ সহ্য করতে পারে না।

৩। সংক্ষেপে লিখ ঃ কাশিতে হায়োসিয়ামাস ২২

হায়োসিয়ামাসের কাশির লক্ষণাবলী ঃ

(i) শ্বাসরুদ্ধকর তড়কা। আক্ষেপ, এর ফলে রোগী সামনের দিকে মোচড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়।

(ii) রাত্রে শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি; বসে থাকলে উপশম। শুষ্ক কাশি, রাতে শুরু হয়, কাশিতে শরীর ঝেঁকে উঠে, কাশি শুলে বৃদ্ধি উঠে বসলে হ্রাস হয় (ড্রসেরা)। রাতে কাশি বাড়ে, খাবার খেলে, পান করলে, কথা বললে, গান করলে বৃদ্ধি (ড্রসেরা, ফসফরাস) (শুলে কাশি কমে-ম্যাঙ্গানাম-এসে)।

(iii) গলার ভিতর চুলকানি থেকে কাশি, যেন আলজিহ্বা অনেকটা বড় হবার মত অবস্থা।

(iv) কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে।

১। এসিডাম ফসফরিকাম
(Acidum Phosphicum)

১। এসিড ফসের প্রতিনাম/সমনাম, ফর্মূলা, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ এসিড ফস, এসিড ফসফরিকাম,
এসিড ফসের রাসায়নিক ফর্মূলা ও আণবিক ওজন- H_3PO_4 ও ৯৮.০০
উৎস (Source) ঃ খনিজ।
বর্ণনা ঃ এটি এক প্রকার অম্লীয় স্বাদযুক্ত বর্ণ ও গন্ধহীন তরল পদার্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৭১। এটি হাঁড় হতে নিষ্কাশন করা হয়। এটি পানি ও এলকোহলে সমান অনুপাতেই দ্রবণীয়। এতে ওজনে শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ৮৮ ভাগ H_3PO_4 বিদ্যমান।
প্রাপ্তিস্থান (Habitat) ঃ এটি ক্রুড আকারে খনিতে পাওয়া যায়।
প্রস্তুত প্রণালী (Preparation) ঃ তরল ঔষধের শক্তি ১/১০ বা ১x। শ্রেণী-এ। ফসফরিক এসিডের দানা থেকে তরলীকরণ করা হয়।

ফসফরিক এসিড	১১২ গ্রাম।
বিশুদ্ধ পানি	৯০০ মিলি।

এক লিটার মাদার টিংচার দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়।
ঔষধের ৯ম ক্রম থেকে শক্তিকরণ করেন।
পরীক্ষাকারীর নাম (Prover) ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এসিড ফসফরিকাম ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। এসিড ফসের কারণতত্ত্ব লিখ।

এসিড ফসের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ
ক) মূল কারণ ঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস।
খ) আনুসঙ্গিক কারণ ঃ (i) দুঃসংবাদ। (ii) ব্যর্থপ্রেম। (iii) অতিরিক্ত ভাইটাল ফ্লুইড ক্ষরণ। (iv) যৌন উত্তেজনা। (v) আঘাত। (vi) শক। (vii) অতিরিক্ত প্রোটিনযুক্ত খাদ্য এবং ফলমূল ইত্যাদি।

৩। এসিড ফসের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

এপিয়ারেন্স (Appearance) ঃ দেখতে হৃষ্টপুষ্ট, অতিরিক্ত ভাইটাল ফ্লুইড ক্ষরণ, যৌন উত্তেজনা, তাকালে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। শীত ও গরমে অত্যনুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness)ঃ শীতকাতর। মায়াজমেটিক অবস্থা-সোরিক, সাইকোটিক ও সিফিলিটিক।

৪। এসিড ফসের ক্রিয়াস্থল লিখ।

এসিড ফসের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন (Mind), নার্ভস (Nerves), মাংসপেশী (Muscles), পরিপাক (Metabolism), হাড় (Bones), সেক্সুয়াল অর্গান (Sexual organ), চেস্ট (chest).

৪। এসিড ফসের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) অমনোযোগী, সমবেদনাশূণ্যতা এবং ঔদাসীন।

(ii) স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাঁর চিন্তাসমূহ সংগ্রহ করে উঠিতে পারে না বা উপযুক্ত কথাটি খুঁজে পায় না।

(iii) কোন কথা বা বিষয় বুঝে উঠা বা উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য।

(iv) শোক ও মানসিক আঘাতের কুফল।

(v) প্রলাপ তার সাথে প্রচন্ড বিহ্বলতা (Delirium with great stupefaction)

(vi) সর্ব কাজেই উদাসীন।

(vii) এসিড-ফসের রোগীর মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা এবং নিশ্চেষ্টতা দেখা যায়।

(viii) শোক, দুঃখ, দীর্ঘকাল মাতাপিতা, ভাইবোন হতে দূরে বাস, ভগ্নপ্রেম, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন প্রভৃতি অবসাদজনক অবস্থা হতে চিত্ত-বিকার ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তখন এই ঔষধটি প্রয়োগে অল্পকালের মধ্যে রোগীর দেহ ও মনের সাম্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।

পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা। দেহে মাংস নাই বলে একটু কুঁজো হয়ে চলে।

(ii) দেহের তেজস্কর পদার্থের অপচয়। শোক ও দুঃখ বা তরুণ রোগের পর দুর্বলতা। সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতাসহ স্রাব প্রবণতা।

(iii) ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণা নিবারণ করে।

(iv) অল্প বয়সে চুল পাকে। চুল উঠিয়া যায়।

(v) সন্ধ্যার সময় মাথা ঘোরে। দাঁড়ানোর কালে বা চলার সময় বৃদ্ধি।

(vi) কান ভোঁ ভোঁ করে। ভাল শুনতে পায় না। শব্দ সহ্য হয় না।

(vii) নাকে চুলকানি, নাকের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করায় নাক হতে রক্ত পড়ে।

(viii) জিহ্বায় চটচটে মিউকাস জমে।

(ix) দিবসে নিদ্রাবেশ, রাত্রে নিদ্রার অভাব।

(x) ঠান্ডা দুধ খাবার ইচ্ছা। রসাল দ্রব্য গ্রহণে আগ্রহ।

(xi) টকদ্রব্য বা টক জাতীয় পানীয় গ্রহণের পর কোন উদর-পীড়া।

(xii) প্রস্রাবে শর্করা, ঘন ঘন প্রস্রাব। প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাব পানির ন্যায়, দুধের ন্যায়। রাত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবে ফস্‌ফেট থাকে।

(xiii) পানির মত মল হয়, তাতে ভুক্ত দ্রব্যের অংশ থাকে। পুরাতন উদরাময়ে বহুবার মলত্যাগ করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

(xiv) রাত্রে স্বপ্নদোষ। মলত্যাগকালে শুক্রপাত। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ। সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল।

(xv) সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য স্বাস্থ্যহানি। মাসিক ঋতুর (তাড়াতাড়ি হয়, প্রচুর পরিমাণে) পর হলদে প্রদরস্রাব (লিউকোরিয়া)।

(xvi) শরীরের নানা স্থান হতে চুল উঠে যায়।

(xvii) মস্তিষ্কের অবসন্নতা, তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু ডাকলে সাড়া দেয়।

(xviii) স্বপ্নদোষ, রাত্রে অনেকবার হতে পারে।

হয় না, রংধনুর মত বর্ণ দেখে। চোখ বড় মনে হয়। হস্তমৈথুনকারীর দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। দর্শনস্নায়ুসমূহ স্পন্দনরহিত বোধ হয়। মনে হয় যেন, চোখের গোলককে একসাথে চেপে ধরা হয়েছে এবং মাথার মধ্যে আকৃষ্ট হচ্ছে।

১১। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী ঃ

ফ্যাকাশে, মেটেবর্ণ, টানবোধ। মুখমন্ডলের এক পাশে ঠান্ডাবোধ।

১১। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের মুখগহ্বরের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের মুখগহ্বরের লক্ষণাবলী ঃ

ঠোট দুইটি শুষ্ক, ফাটা ফাটা মাড়ি হতে রক্তস্রাব, দাঁতের গোড়ায় ছড়ে যায়। জিহ্বা স্ফীত শুষ্ক, সেই সাথে চটচটে ফেনাময় শ্লেষ্মা। দাঁত ঠান্ডা বোধ হয়। রাতে অজ্ঞাতে জিহ্বা কামড়িয়ে ফেলে।

১২। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের পাকস্থলীর লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ঃ

রসাল দ্রব্যের আকাঙ্খা। টক ঢেকুর, বমিবমিভাব ও বমি। টক ভাব ও টক পানীয় গ্রহণের পর লক্ষণসমূহ দেখা দেয়। কোন ভারী জিনিস চাপানোর মত চাপবোধ তারসাথে খাবারের পর নিদ্রালুতা। ঠান্ডা দুধ পানের ইচ্ছা।

এবডোমেন (উদর) - এবডোমেন ফোলা ও নাড়ীর মধ্যে গেঁজে উঠা। স্প্লিনোমেগালি (প্লীহা বর্ধিত) (সিয়ানো)। আম্বিলিকাস অঞ্চলে (নাভি অঞ্চলে) সবিরাম ব্যথা। উচ্চ গড় গড় শব্দ।

১৩। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের মলের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের মলের লক্ষণাবলী ঃ উদরাময়, সাদা রং-এর, পানির মত অসাড়ে নির্গত, ব্যথাহীন, সেসাথে প্রচুর অধঃবায়ু, কিন্তু সেরূপ দুর্বলতা নয়। দুর্বল ক্ষীণাঙ্গ, রিকেট রোগগ্রস্ত শিশুর উদরাময়।

১৪। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের প্রস্রাবের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের প্রস্রাবের লক্ষণাবলী ঃ প্রস্রাব বারবার, প্রচুর পানিবৎ অথবা দুধের মত। ডায়াবেটিস। প্রস্রাবত্যাগের আগে,উদ্বেগ এবং পরে জ্বালা। রাতে বারবার প্রস্রাবত্যাগ। ফসফেটযুক্ত প্রস্রাব।

১৫। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের স্ত্রীরোগের লক্ষণাবলী লিখ।

স্ত্রীরোগ/ স্ত্রীজননতন্ত্র ঃ ঋতুস্রাব খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়। প্রচুর পরিমাণে, সঙ্গে লিভারে ব্যথা। চুলকানি, ঋতুস্রাবের পরে হলুদবর্ণের লিউকোরিয়া। স্তনে দুধ কমে, স্তন পান করাতে করাতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।

১৬। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

রেসপিরেটরী সিস্টেম ঃ মাথার অবসন্নতার পর বুকের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। স্বরভঙ্গ। বুকের মধ্যে সুড়সুড় করে শুষ্ক কাশি। গয়ের লবণাক্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর। কথাবার্তা বললে বুকে দুর্বলতা বোধ করে (স্টার্নাম)। বুকের পিছন দিকে চাপবোধ, তাতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্টকর হয়।

১৭। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের হৃদপিন্ডের লক্ষণাবলী লিখ।

হৃদপিন্ডের লক্ষণাবলী ঃ-

যে সকল শিশু-অতি দ্রুত বেড়ে উঠে তাদের বুক ধড়ফড়ানি। শোক ও হস্তমৈথুনের পর বুক ধড়ফড়ানি। নাড়ী অনিয়মিতও সবিরাম। পিঠ ঃ স্ক্যাপুলা দুইটির মাঝখানে বিদ্ধকর ব্যথা। পিঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করার মত ব্যথা।

১৮। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের হাত-পায়ের লক্ষণাবলী লিখ।

হাত-পা ঃ হাত-পা দুর্বল। জয়েন্টসমূহে অস্থি বেষ্টে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা। বাহুর উর্ধ্বাংশে এবং কব্জিতে খিলধরা। তীব্র দুর্বলতা। রাতে ব্যথা- যেন অস্থিগুলি চেঁচে ফেলছে। সহজেই হোঁচট খায় এবং ভুল পদক্ষেপ। অঙ্গগুলির মধ্যস্থলে অথবা সন্ধিস্থলে ভাঁজে চুলকানি।

৬। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা লিখ। ১৪
বা, এসিড ফসের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ বর্ণনা কর। ১৬

এসিড ফসের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ঃ (i) এসিড-ফসের রোগীর মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা এবং নিশ্চেষ্টতা দেখা যায়।

(ii) শোক, দুঃখ, দীর্ঘকাল মাতা-পিতা, ভাই-বোন হতে দূরে বাস, ভগ্নপ্রেম, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন প্রভৃতি অবসাদজনক অবস্থা হতে চিত্ত-বিকার ও স্নায়বিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

(iii) স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাঁর চিন্তাসমূহ সংগ্রহ করে উঠিতে পারে না বা উপযুক্ত কথাটি খুঁজে পায় না।

(iv) কোন কথা বা বিষয় বুঝে উঠা বা উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য।

(v) শোক ও মানসিক আঘাতের কুফল।

৭। প্রশ্ন ঃ যৌন দুর্বলতার কোন অবস্থায় এসিড ফসের বব্যহৃত হয় ?
বা, যৌন দুর্বলতায় এসিড ফসের ব্যবহার আলোচনা কর। ১৪, ১৬

যৌন দুর্বলতার নিম্নরূপ অবস্থায় এসিড ফসের বব্যহৃত হয় ঃ

(i) রাত্রে ও মলত্যাগকালে শুক্রপাত।

(ii) যৌনশক্তির অসম্পূর্ণতা, সঙ্গমকালে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে যায়। (নাক্স ভম)

(iii) প্রস্টেট গ্ল্যান্ড হতে প্রস্টেটিক ফ্লুইড বের হয়। নরম মলত্যাগকালেও বের হয়। সেমিন্যাল ভেসিকলে প্রদাহ। (অকজ্যালিক এসিড)

(iv) স্ক্রোটামের উপর একজিমা। পেনিসে প্রদাহ ও চর্ম ফোলাবোধ।

(v) হস্তমৈথুনজনিত রোগের ক্ষেত্রে এসিড-ফস বিশেষ উপযোগী।

(vi) যে সকল যুবক কৃত্রিম মৈথুন বা অতিরিক্ত মৈথুন ফলে হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছে, অথবা যাদের পুনঃপুনঃ প্রচুর পরিমাণে রেতঃপাত হয়, এক রাত্রে বহুবার স্বপ্নদোষ হয় এবং বক্ষঃস্থলে দুর্বলতা বোধ করে।

(vii) লিঙ্গোচ্ছ্বাস হবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা সামান্য পরেই শুক্রপাত হয়ে যায়।

(viii) অতিরিক্ত শুক্রপাতের ফলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

(ix) স্বপ্নদোষ- রোগী কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত সর্বাবস্থায়ই রেতঃস্খলন হয়। অনেক সময় দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হয়। মেরুদন্ডে জ্বালাবোধ করে।

(x) রোগীর কোমর ও পা অত্যন্ত দুর্বল, সর্বদা ঢলে পড়ার উপক্রম হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফসের সহিত এসিড ফসের পার্থক্য লিখ। ১৪
বা, উদরাময়ে এসিড ফস ও ক্যালকেরিয়া ফসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।১৬

উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফসের সহিত এসিড ফসের পার্থক্য ঃ

উদরাময়ে এসিড ফস ঃ

(i) উদরাময় রোগে দুর্বলতা প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এসিড-ফসের উদরাময়ে দুর্বলতা থাকে না।

(ii) শিশুরা বার বার মলত্যাগ করে, এক-একবার প্রচুর পরিমাণ পানির মত সাদাটে মলত্যাগ করে।

(iii) মলে গোটা গোটা ভুক্তবস্তুর কণা থাকে, পেট ফুলে ও পেট ডাকতে আরম্ভ হয়, মলের ভিতর কখনও বা পানিরমত হরিদ্রাভ।

(iv) দুর্বল, ক্ষীণ এবং অস্থিবিকৃতিযুক্ত শিশুদের উদরাময়।

উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফস ঃ

(i) রসালো ফল বা আপেলের রসোদ্ভূত সুরা পান করে উদরাময়।

(ii) দন্তোদ্গমকালে শিশুর উদরাময়।

(iii) মল সবুজ পিচ্ছিল, উত্তপ্ত পড়পড় করে বাহির হয়।

(iv) মলের সাথে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের মাথার লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের মাথার লক্ষণাবলী ঃ

মাথা ভারী, বিশৃঙ্খল। ব্যথা যেন কপালের পাশ চূর্ণিত হচ্ছে। মাথা নাড়ালে বা শব্দে বৃদ্ধি। পিষে ফেলার মত মাথা ব্যথা। মাথার তালুতে চাপবোধ। অল্প বয়সে চুল পাকে, পড়ে যায়। সঙ্গমের পর মৃদু মাথাধরা। চোখের কাজ করার জন্য মাথাধরা (নেট্রাম মিউর)। সন্ধ্যায় দাঁড়ালে বা চললে মাথা ঘোরা। চুল পাতলা হয়ে যায়।

১০। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

১। চোখের চারিদিকে নীলবর্ণ গোলাকার দাগ। চোখের পাতা প্রদাহিত এবং ঠান্ডা। চোখের পিউপিল প্রসারিত। দীপ্তিহীন দৃষ্টি। সূর্যালোক সহ্য

১৯। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের চর্মের লক্ষণাবলী লিখ।

এসিড ফসের চর্মের লক্ষণাবলী ঃ ব্রণ বয়ঃব্রণ, রক্তপূর্ণ ব্রণ। ক্ষত, তাতে তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ। জ্বালাকর রক্তবর্ণ উদ্ভেদ। শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিপীলিকা চলার মত অনুভূতি। চুল পড়ে যায় (নেট্রাম মিউর, সেলিনি)। শুক্রক্ষরণসহ কমোদ্দীপক স্বপ্ন।

২০। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের জ্বরের লক্ষণাবলী লিখ।

জ্বরের লক্ষণাবলী ঃ শীতভাব। রাতে ও সকালে প্রচুর ঘাম। মৃদু প্রকৃতির জ্বর, সেই সাথে স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং অচৈতন্যবৎ অবস্থা।

২১। প্রশ্ন ঃ এসিড ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি, তুলনীয়/অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ।

এসিড ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি ।

বৃদ্ধি ঃ গান বাজনায়, শব্দে, মানসিক বিষাদে,. সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে, কথা বললে।

হ্রাস ঃ ঘুমাইলে, বিছানার গরমে (পেটের ব্যথা), সঞ্চালনে।

এসিড ফসের তুলনীয়/অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম ঃ

তুলনীয় ঃ চায়না, নাক্স ভম, পিক্রিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, ফসফরাস। শোকজনিত রোগে- ইগ্নেসিয়া,

টাইফয়েড রোগে- রাস-টক্স, সিনা, ফস্ফোরাস, আর্নিকা, ওপিয়াম।

স্নায়বিক দুর্বলতায় -চায়না,

বহুমূত্র রোগে- ল্যাকটিক-অ্যাসিড,

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার অবসাদে—এসিড-পিক্রিক।

ক্রিয়ানাশক ঃ— ডাঃ ক্লার্ক বলেন—ক্যাম্ফার, কফিয়া, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

শক্তি ও মাত্রা ঃ ৩য় শক্তি থেকে উচ্চশক্তি এবং সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহার করা হয়।

ক্রিয়াকাল ঃ ৪০ দিন।

২। এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টালিস (Anacardium Occidentale)

১। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টালিসের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Anacardium Occidentale Linn

প্রতিনাম/সমনাম (Synonyms) ঃ কাজু নাট, ক্যাসিও নাট।

উৎস (Source) ঃ উদ্ভিদ। ইহা কাজু নাট বীজের বিচূর্ণ হতে প্রস্তুত করা হয়। গোত্র- এনাকার্ডিয়াসিয়া (Anacardiaceae.)

প্রাপ্তিস্থান (Habitat) ঃ আমেরিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, বিশেষ করে ওয়েস্ট কোস্ট কাজু নাট এর ক্ষুদ্র গাছ জন্মে।

ঔষধে ব্যবহৃত অংশ ঃ ফলের ভিতরের কালো তরল পদার্থ।

প্রস্তুত প্রণালী (Preparation) ঃ যেহেতু রস পানিতে অদ্রবণীয়, তাই কাজু নাট এর বিচূর্ণকৃত বীজের রস হতে স্ট্রং এলকোহলে তরলীকরণ প্রস্তুত করা হয়। ৩য় ক্রমের পর হতে ডিসপেন্সিং এলকোহলে উচ্চতম শক্তি প্রস্তুত করা হয়। (ক) মাদার টিংচার ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টালিস এর শুষ্ক রসের পাউডার ১০০ গ্রাম। স্ট্রং এলকোহল পরিমাণ মত, এক লিটার মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে প্রয়োজন।

২। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়ামের উৎস ও প্রুভার কে? ১৭

উৎস (Source) ঃ উদ্ভিদ। ইহা কাজু নাট ফলের ভিতরের কালো তরল পদার্থ হতে বিচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারী নাম (Prover) ঃ মহাত্মা ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এই ঔষধটি প্রুভ করেন এবং মেটিরিয়া মেডিকা পিউরাতে এ ঔষধের প্রকাশ করেন।

৩। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর কারণ লিখ।

কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ ক) মূলকারণ ঃ সোরা, সিফিলিস।

খ) আনুসঙ্গিক কারণ ঃ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, মানসিক আঘাত, ভয় এবং ক্ষোভ হতে রোগের উৎপত্তি।

৪। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অস্থি এর গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ এপিয়ারেন্স ঃ ফ্যাকাশে চেহারা, চোখের চারপাশে নীল রিং আকৃতিক দাগ। মেজাজ - অত্যন্ত উত্তেজিত এবং সামান্য কারণে অতিরিক্ত রাগ করে। মায়াজম- সোরা, সিফিলিস।

৫। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়ামের ক্রিয়াস্থল লিখ।
এনাকার্ডিয়ামের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন (Mind), নার্ভাস সিস্টেম (Nervous system), মাংসপেশী (Muscles), জয়েন্ট (Joints), স্টমাক (Stomach), স্কীন (Skin), হাতের তালু (Palms)

৬। প্রশ্ন ঃ উৎসসহ এনাকার্ডিয়ামের মানসিক লক্ষণ লিখ।
বা, এনাকার্ডিয়ামের মানসিক লক্ষণ বর্ণনা কর। ১৭

এনাকার্ডিয়ামের উৎস ঃ উদ্ভিদ।

এনাকার্ডিয়ামের মানসিক লক্ষণ ঃ

(i) স্মৃতি শক্তির লোপ।

(ii) নিজের ও অন্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব।

(iii) ব্যক্তিগণের অস্বাভাবিক আচরন থাকে, মারাত্মক ব্যাপারে হাসে এবং মারাত্মক হাসির ব্যাপারে গম্ভীর।

(iv) ভ্রান্ত বিশ্বাস দেহ ও মন পৃথককৃত।

(v) চিত্ত, বিভ্রম ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্তনশীল।

(vi) কতগুলো চিন্তা বা কল্পনা রোগীর মনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

(vii) অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, রোগী মনে করে যেন তার দুইটি পৃথক ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা শক্তি আছে।

(viii) অন্যমনস্কভাব, মস্তিষ্কের ক্লান্তি অনুভূতি, অতি সহজেই ক্ষুন্ন বা কুপিত হয়।

(ix) ব্যক্তিগণ অতীন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রবণশক্তি সম্পন্ন, বহুদূর হতে স্বর শুনতে পায় বা মৃত ব্যক্তিদের গলার আওয়াজ শুনতে পায়।

(x) বার্ধক্যজনিত মানসিক শক্তির খর্বতা, যাবতীয় নৈতিক সংযমের অভাব।

৭। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম এর নির্দেশক/পরিচায়ক লক্ষণাবলী লিখ।
এনাকার্ডিয়াম এর নির্দেশক/পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) অত্যন্ত ভীতি- সর্বদাই মনে হয়, কে যেন তার পিছনে আছে।

(ii) স্মরণ শক্তি হ্রাস, কোন জিনিস বা লোকের নাম মনে থাকে না।

(iii) রোগী সর্বদা নিজের রোগ দ্বারা আক্রান্ত থাকে, সে সঙ্গে অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

(iv) অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা করে মস্তিষ্কের রোগ, হঠাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ।

(v) মনে সর্বদাই উদ্বেগ, নিরাশভাব, অন্যের উপর, এমন কি নিজের উপরও বিশ্বাস রাখতে পারে না। মন সর্বদাই বিষন্ন, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ও শিথিলতা।

(vi) শরীরের স্থানে স্থানে টানা বাধা রয়েছে, এরূপ অনুভূতি।

(vii) সামান্য ব্যাপারে গম্ভীর ভার ধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাস্য করার মত এক প্রকার উন্মাদ রোগ।

(viii) অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, রোগী মনে করে যে তার দুইটি পৃথক ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা শক্তি আছে।

(ix) পেটের মধ্যে শূণ্যতা অনুভূতি, উদ্গার, বমি বমিভাব ও বমি। খাদ্য ও পানীয় বস্তু আহার বা পান করার সময় দম বন্ধ হওয়ার প্রবণতা।

(x) অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, পাকস্থলী খালি থাকলে ব্যথা হয়, আহারে উপশম।

(xi) মলদ্বারে চুলকানি, সরলান্ত্র হতে অতি সামান্য মাত্রায় রস নির্গত হয়, মলত্যাগ কালে রক্তস্রাব, ব্যথাযুক্ত অর্শ।

(xii) পুং জননেন্দ্রিয়ে উদ্দীপক, চুলকানি, উত্তেজনা বর্ধিত হয়। স্বপ্ন না দেখে বীর্যপাত।

(xiii) মলত্যাগকালে প্রস্টেট গ্রন্থি হতে রসস্রাব।

(xiv) স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে লিউকোরিয়া স্রাব, তার সাথে স্পর্শাধিক্য ও চুলকানি, ঋতুস্রাব পরিমাণে কম।

(xv) উপশম/হ্রাস- আহারে, পার্শ্বদেশে শয়নে এবং ঘর্ষণে।

(xvi) বৃদ্ধি - গরম পানি প্রয়োগে।

৮। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।
বা, এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর পাকস্থলীর লক্ষণাবলী লিখ। ১৭
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ
পাকস্থলীর পূর্ণতা ও ফোলাসহ অজীর্ণ লক্ষণ। পাকস্থলীর মধ্যে খালি খালি বোধ। ঢেকুর, বমিবমিভাব ও বমি। খাবার খেলে এই ডিসপেপসিয়া উপশমিত হয়। খাবার বা পানকালে শ্বাসরোধের ভাব। তাড়াতাড়ি আহার ও পান করা। এবডোমেনের- মনে করে যেন অন্ত্রের মধ্যে ছিপি আটকে রয়েছে। পেটের মধ্যে গুড়ুগুড়ু শব্দ করে, খামচে ধরে এবং মোচড়ায়। ইনটেস্টাইন (অন্ত্র) নিষ্ক্রিয়। ইচ্ছা ও বেগ থাকা সত্ত্বেও মল নির্গত হয় না। সরলান্ত্র শক্তিহীন বলে মনে হয়, যেন কিছু দিয়ে বুঁজে রয়েছে, মলদ্বারে চুলকানি, সরলান্ত্র হতে অতি সামান্য মাত্রায় রস বাহির হতে থাকে। মলত্যাগকালে রক্তস্রাব। ব্যথাযুক্ত অর্শ।

৯। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর হ্রাস ঃ আহারে, পাশ ফিরে শুলে, ঘর্ষণে।
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর বৃদ্ধি ঃ গরম পানির প্রলেপ দিলে।

১০। প্রশ্ন ঃ এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর তুলনীয়, অনুপূরক, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ।
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর তুলনীয়, অনুপূরক, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম ঃ
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর তুলনীয় ঃ রাস-টক্স, চেলিডোনিয়াম, প্লাটিনা।
এনাকার্ডিয়াম অক্সি এর অনুপূরক ঃ লাইকোপডিয়াম, পালসেটিলা, প্ল্যাটিনা।
শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ নাই।
ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ ক্লিমেটিস, ক্রোটন টিগ, কফিয়া, র‍্যানান বাল্ব, রাস-টক্স।
ক্রিয়াকাল ঃ ৩০- ৪০ দিন।
শক্তি ও মাত্রা ঃ ৬ষ্ঠ থেকে ২০০ এবং উচ্চতর শক্তি।

৩। ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়া
(Baptisia Tinctoria)

১। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার বোটানিক্যাল নাম ঃ
Baptisia tinctoria R.Br.
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ওয়াইল্ড ইন্ডিগো (বন্যনীল গাছ)
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার উৎস ঃ উদ্ভিদ। ইহা প্রকৃতিগতভাবে লিগুমিনোসি (Leguminosae) গোত্রের অন্তর্গত।
বর্ণনা ঃ এটি একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ, যার মূল কাষ্ঠল, আকারে ছোট, বাহ্যিক দিক দিয়ে কালো কিন্তু ভাঙ্গলে ভিতরে হলুদবর্ণের দৃষ্ট হয়। এর কান্ড গোলাকার, মসৃণ এবং বহুমাথা বিশিষ্ট। পাতা ছোট, একান্তর, ত্রিপত্রক বিশিষ্ট এবং পাতার কিনারা কিছুটা অন্ডাকৃতি। জুন হতে আগষ্ট মাসে উজ্জ্বল হলুদবর্ণের ছোট ছোট ফুল ফোটে।
ব্যবহৃত অংশ ঃ শিকড় বা মূল।
প্রাপ্তিস্থান ঃ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পাহাড়ে ও জঙ্গলে এই গাছ জন্মে থাকে।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ ঔষধের শক্তি ১/১০ বা ১x। মেসেরেশন এবং শ্রেণী-সি
উপাদান

শিকড় বা মূল (শুষ্ক ভিত্তিতে)	১০০ গ্রাম।
বিশুদ্ধ পানি	৩৫০ মিলি।
স্ট্রং এলকোহল	৬৫০ মিলি।

এক লিটার মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে। টিংচারে এলকোহলের মাত্রা- ৬৫% v/v। গাছের মূল হতে মূল আরক প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ থোম্পসন, W.H.Burt ইহা হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার অন্তর্ভূক্ত করেন।

২। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার ক্রিয়াস্থল লিখ।
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

মন (Mind), নার্ভস (Nerves), রক্ত (Blood), মিউকাস মেমব্রেন (Mucous membranes), ডাইজেস্টিভ ট্রাক্ট (Digestive Tract), বাম সাইড (Left side).

৩। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার কারণতত্ত্ব লিখ।
কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

ক. মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস

খ.উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/ Auxiliary cause) ঃ মদ্যপানজনিত বিশৃংখলা। পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগ, বমিবমিভাব ও বমি, পাকস্থলীতে ভারবোধ। নিদ্রাহীনতা।

৪। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার ধাতুগত লক্ষণ/ বৈশিষ্ট্য লিখ।
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

এপেয়ারেন্স (Appearance)- মুখমন্ডল রক্তিম, বিষন্ন, অন্ধকারময় লাল । মুখগহ্বর ক্ষতসহ দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা ঃ প্রচন্ড শীতকাতর। মায়াজম- সোরিক। খাদ্যে অনিচ্ছা, দুধের ইচ্ছা। ক্ষুধাহীনতা।

৫। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

এন্টেরিক ফিভার, উদরাময়, ডিসেন্টি, মাথাব্যথা, জিহ্বায় ক্ষত, ইউরিনারী ট্রাক্টে সমস্যা, গল ক্ষত, টনসিলাইটিস ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর। ১৭
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) চিন্তা করতে অক্ষম, মানসিক বিভ্রান্তি।

(ii) উন্মত্ততা- মন চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং মনের চিন্তাসমূহ গোলাটে হয়ে যায়।

(iii) নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্তি। মনে করে যেন সে খন্ডিত বা ডাবল হয়ে গেছে এবং ঐ খণ্ডগুলো একত্র করার জন্য সে বিছানার উপর ছটফট করতে থাকে।

(iv) প্রলাপ- বক্‌বক্ করে, কথার বিষয় পরিবর্তনশীল।

(v) সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

(vi) অবসন্নতা, তৎসহ আচ্ছন্নভাব।

৭। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।
বা, ব্যাপটিসিয়ার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ লিখ। ০৮, ১৭
ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্তি। মনে করে যেন সে খন্ডিত বা ডবল হয়ে গেছে এবং ঐ খন্ডগুলো একত্র করার জন্য সে বিছানার উপর ছটফট করতে থাকে।

(ii) প্রলাপ- বকবক করে, কথার বিষয় পরিবর্তনশীল।

(iii) গলক্ষত- কেবলমাত্র তরল খাদ্যদ্রব্য গিলতে পারে, সামান্য শক্ত খাদ্য গলায় আটকে যায়।

(iv) পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ও গলায় ক্ষত।

(v) ডান ইলিয়াকে অত্যন্ত টাটানী ব্যথা ও স্পর্শকাতর।

(vi) মানসিক ও শারীরিক অতিশয় অবসন্নতা।

৮। প্রশ্ন ঃ সংক্ষেপে লিখ ঃ দুর্গন্ধ স্রাবে ব্যাপটিসিয়া

দুর্গন্ধ স্রাবে ব্যাপটিসিয়া ঃ পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ও গলায় ক্ষত। দ্রুত অবসন্নভাব, সকল স্রাবে দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘর্ম ইত্যাদি। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা, কালচে ও রক্তমিশ্রিত। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব ক্ষত উৎপাদক, দুর্গন্ধযুক্ত। পিউয়েপেরাল ফিভার।

৮। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার গলনালীর লক্ষণাবলী লিখ।
গলনালীর লক্ষণাবলী ঃ টনসিলসমূহ এবং কোমল তালু কালচে লালবর্ণ। অন্ননালী সঙ্কুচিত। শক্ত খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ব্যথাহীন গলক্ষত এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

৯। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড জ্বরে ব্যাপটিসিয়ার লক্ষণাবলী লিখ। ০৮
বা, আন্ত্রিক জ্বরে ইহার ব্যবহার লিখ। ১৭
টাইফয়েড জ্বরে ব্যাপটিসিয়ার লক্ষণাবলী ঃ
(i) জ্বরে শীতবোধ, তৎসহ বাতজনিত ব্যথা এবং সমস্ত শরীরে স্পর্শাধিক্য।
(ii) দিনের প্রায় ১১টার সময় শীতবোধসহ জ্বর আসে।
(iii) অত্যধিক দুর্বলতা বিশিষ্ট জ্বর।
(iv) সমগ্র দেহে উত্তাপ, তৎসহ সাময়িক শীতবোধ।
(v) শ্বাস কষ্টকর। মনে হয় ফুসফুস প্রচাপিত রয়েছে।
(vi) দ্রুত অবসন্নভাব, সকল স্রাবে দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘর্ম ইত্যাদি।
(vii) কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে।
(viii) যে পার্শ্ব চেপে শয়ন করে সে পার্শ্বে থেৎলানো ব্যথা।
(ix) রোগী মনে করে তার দেহ খন্ডিত বা ডবল হয়ে গেছে এবং ঐ খন্ডগুলো একত্র করার জন্য সে বিছানার উপর ছটফট করতে থাকে।
(x) কেবল মাত্র তরল খাদ্য-দ্রব্য গিলতে পারে, সামান্য শক্ত খাদ্যও গলায় আটকে যায়।

১০। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার মুখগহ্বরের লক্ষাণাবলী লিখ।
মুখগহ্বরের লক্ষণাবলী ঃ বিস্বাদ, তিক্ত স্বাদ। দাঁত এবং মাড়ীসমূহ স্পর্শাধিক্য এবং ক্ষত। শ্বাস দুর্গন্ধময়। জিহ্বা মনে হয় জ্বলে গেছে, হলুদ-বাদামী, কিনারাসমূহ লাল এবং চকচকে। জিহ্বার মধ্য অংশ শুষ্ক এবং বাদামী বর্ণের তৎসহ শুষ্ক এবং ঝকঝকে প্রান্তদেশ, উপরিভাগ ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত। কেবলমাত্র তরল পদার্থ গিলিতে সক্ষম হয় এবং সামান্য শক্ত খাদ্য খেতে গেলেই দম বন্ধ হয়ে যায়।

১১। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।
শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ ফুসফুস মনে হয় প্রচাপিত রয়েছে, শ্বাস কষ্টকর, মুক্ত জানালা অনুসন্ধান করে। রাত্রে 'বোবায় ধরা' এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি হেতু নিদ্রা যেতে ভয় হয়। চেস্ট ক্যাভিটিতে সঙ্কোচন।

১২। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।
পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ঃ কেবলমাত্র তরল পদার্থ গিলিতে পারে, অন্ননালী আক্ষেপ হেতু বমি। পাকস্থলীর রোগ হতে জ্বর। ক্ষুধাহীনতা। নিরন্তর পানি পানের জন্য স্পৃহা। পেটের মধ্যে শূন্যবোধ। উদরের উর্ধ্বভাগে যন্ত্রণা। শক্ত পদার্থের ন্যায় অনুভূতি। (এবিস নাইগ্রা) বিয়ার খাইলে সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। (ক্যালি বাই)। হৃৎপিন্ডের নিকটস্থ এবডোমেনে আক্ষেপিক সংকোচন এবং এবডোমেন ও ইনটেস্টাইনসমূহে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ।
তলপেটের লক্ষণাবলী ঃ ডান পাশে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। পেট ফাঁপা এবং গুড়গুড় শব্দ হয়। গলব্লাডার অঞ্চলে প্রদাহ তৎসহ উদরাময়। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা, কালচে ও রক্তমিশ্রিত। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ডিসেন্ট্রি। লিভার অঞ্চলে স্পর্শাধিক্য।

১৩। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী লিখ।
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী ঃ
মানসিক অবসাদ, আঘাত, রাত্রি জাগরণ, ঘুষঘুষে জ্বর হেতু গর্ভস্রাব হবার আতঙ্ক। ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে আরম্ভ হয়, পরিমাণে প্রচুর। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব ক্ষত উৎপাদক, দুর্গন্ধযুক্ত। পিউয়েপেরাল ফিভার।

১৪। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার পৃষ্ঠ অঞ্চল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণাবলী লিখ।
পৃষ্ঠ অঞ্চল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণাবলী ঃ গ্রীবা দুর্বল, বাহু এবং পায়ে অসাড়তা এবং ব্যথা কনকনানি এবং টেনে ধরা। স্যাক্রাম, হিপ

এবং পায়ের চারিধারে ব্যথা। স্পর্শাধিক্য এবং থেঁৎলিয়ে যাবার মত ব্যথা।

১৫। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার চর্মের লক্ষণাবলী লিখ।

চর্মের লক্ষণাবলী ঃ সমস্ত শরীরে এবং অঙ্গাদিতে কালশিরাবৎ রক্তযুক্ত ছোট ছোট দাগসমূহ। ত্বকে জ্বালা এবং উত্তাপ (আর্সেনিক)। পঁচা ক্ষত, তৎসহ অঘোর-অচৈতন্য অবস্থা, মৃদু প্রলাপ এবং অবসন্নতা।

১৬। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়ার জ্বরের লক্ষণাবলী লিখ।

জ্বরের লক্ষণাবলী ঃ শীতবোধ,তৎসহ বাতজনিত ব্যথা এবং সমগ্র শরীরে স্পর্শাধিক্য। সমগ্র শরীরে উত্তাপ, তৎসহ সাময়িক শীতবোধ। দিবাভাগের প্রায় ১১টা সময় শীতবোধ। অত্যধিক দৌবল্য- বিশিষ্ট জ্বর। টাইফাস জ্বর।

১৭। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার বৃদ্ধি ঃ আর্দ্র -আবহাওয়ায়, কুয়াশায়, ঘরের মধ্যে, প্রচাপনে, জাগরিত হলে।

ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার হ্রাস ঃ পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তনে, ঘাম হলে, মুক্ত বাতাসে।

১৮। প্রশ্ন ঃ ব্যাপটিসিয়া টিঙ্কটোরিয়ার অনুপূরক ও ক্রিয়াকাল লিখ।

ব্যাপটিসিয়ার তুলনীয় ঔষধ ঃ ব্রায়োনিয়া, আর্সেনিক, রাস-টক্স, মিউরেটিক এসিড, আর্নিকা, পাইরোজেন।

ব্যাপটিসিয়ার অনুপূরক ঔষধ ঃ নাইট্রিক এসিড, টেরাবিন্থ, হেমামেলিস।

ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ ফাইটোলক্কা, স্যাঙ্গুনেরিয়া।

ক্রিয়াকাল ঃ ৬-৮ দিন।

শক্তি ও মাত্রা ঃ নিম্নশক্তি থেকে উচ্চ শক্তি। সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৪। ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা
(Calcarea Carbonica)

১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ক্যাল্কেরিয়া অষ্টিরাম, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অব হ্যানিম্যান, কার্বোনেট অফ লাইম। ফর্মূলা ঃ $CaCO_3$

উৎস ঃ খনিজ। ডাঃ-স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ঝিনুকের খোলের ভিতরে তুষারবৎ সাদা অংশ থেকে এই ঔষধ প্রস্তুত করেন। মধ্যবর্তী স্তরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল এই কারণে যে, বাইরের উপাদান থেকে যথাসম্ভব তা মুক্ত রয়েছে।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ ঔষধের শক্তি ১/১০ বা ১x। বিচূর্ণ শ্রেণী- এফ, তরল শ্রেণী-এইচ।

উপাদান	পরিমাণ
ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা	১০০ গ্রাম।
ল্যাকটোজ	৯০০ গ্রাম।

এক কিলোগ্রাম বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

দুগ্ধ শর্করার সাথে ৩য় ক্রম শক্তি পর্যন্ত ট্রাইটুরেশন প্রস্তুত করা হয় এবং পরে তা থেকে এলকোহল যোগে শক্তিকরণ করা হয়।

প্রুভারের নাম ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এই ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
বা, ক্যালকেরিয়া কার্বের শারীরিক ও মায়াজমেটিক অবস্থা লিখ। ১৪

গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

ডাঃ গ্যারেন্সি বলেন- রোগীর মাথাটি প্রকান্ড, মুখাকৃতি বড়, গায়ের রং পান্ডু, শিশুদের ব্রমতালু খোলা, শ্লেষ্মা ও রসপ্রধান ধাতু। বয়স্ক রোগী ঠান্ডাবোধ করে। সামান্য মানসিক উত্তেজনায় রোগীর

অত্যধিক রক্তস্রাব হয়। চেহারা মোটাসোটা থলথলে, চুলের অগ্রভাগ প্রায়ই জটা, কিন্তু সে দুর্বল, চলতে হাঁপিয়ে যায়। শরীর গৌরবর্ণ ও অলস প্রকৃতি। সর্বদা গঠন ও স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ব্যবহার করতে হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বের ক্রিয়াস্থল লিখ।

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

মন (Mind), পুষ্টি (Nutrition), হাড় (Bones), রক্ত (Blood), গ্ল্যান্ড ঃ সার্ভাইক্যাল মেসেন্ট্রিক (Glands: Cervical Messenteric), হার্ট (Heart), চর্ম (Skin), চেষ্ট (Chest)।

২। (ক) ধাতুগত লক্ষণ বলতে কি বুঝ? ১৬

ধাতুগত লক্ষণ (Constitution) ঃ

আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে প্রত্যকটি মানুষ এ পৃথিবীতে আসে। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁর দৈহিক ও মানসিক গড়ন, দেহতন্ত্রের ক্রিয়া ধারা এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সার্বদৈহিক প্রতিক্রিয়ার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশেষের এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীকে ধাতুপ্রকৃতি বলে। অর্থাৎ ধাতু প্রকৃতি বলতে রোগীর দেহতন্ত্রে এমন এক অবস্থা বুঝায় যার উপর তার দৈহিক ও মানসিক গড়ন ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। যে সকল লক্ষণগুলি রোগীর বিশেষ ধাতুপ্রকৃতির পরিচয় বহন করে, সেগুলিকে ধাতুগত লক্ষণ বলে। চিররোগের ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বের ধাতুগত লক্ষণাবলী লিখ। ১০, ১৬

ক্যালকেরিয়া কার্বের ধাতুগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) ইহার রোগী ফেয়ার, ফ্যাটি ও ফ্লাবি

(ii) সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়।

(iii) সহজে প্রচুর ঘাম, বিশেষতঃ মাথায় প্রচুর ঘাম ইহার বৈশিষ্ট্য।

(iv) ক্যাল্কে-কার্বের ধাতুর শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির চেহারা মোটাসোটা, থলথলে, নড়িতে-চড়িতে বিশেষ কষ্ট হয়।

(v) শিশুর হাড়গুলি নরম এবং মেদের অংশ অত্যধিক, কিন্তু মাংসপেশী শিথিল, গলা ও হাত-পা সরু, গ্রীবার গ্রন্থি ফুলা।

(vi) বাহ্যে, বমি ও ঘাম টক গন্ধযুক্ত।

(vii) শিশু বিলম্বে হাঁটতে শিখে, দাঁত উঠারকালে নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়।

(viii) মেরুদণ্ড বক্র, শিশুকে ফ্যাকাসে দেখায়।

(ix) দাঁত উঠার সময় শিশু দুধ সহ্য করতে পারে না।

(x) ঠান্ডা মোটেই সহ্য করতে পারে না।

৫। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বের মানসিক লক্ষণ বর্ণনা কর। ০৮, ১০

বা, ক্যালকেরিয়া কার্বের মানসিক অবস্থা লিপিবদ্ধ কর।১৪

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার মানসিক লক্ষণ ঃ

(i) রোগীর মন সর্বদাই ভয়যুক্ত, সে কেবলই মনে মনে ভাবে বুদ্ধি লোপ পাবে।

(ii) সামান্য ব্যাপারেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়। উদ্বেগ ও হৃদকম্পযুক্ত।

(iii) চিন্তা সন্ধ্যাবেলাই বেশী হয়, কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করতে আরম্ভ করলেই মাথা গরম হয়।

(iv) রাত্রে নানারূপ স্বপ্ন দেখে, ভাবে লোক তাকে উপহাস করছে, কিন্তু তার মনটি অত্যন্ত সরল, কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ নাই।

(v) বিস্মৃতিশীল, বিভ্রান্ত, দুর্বল ব্যক্তি।

(vi) একগুয়েমী, সামান্যতম মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

(vii) চোখ বুজলে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে।

৬। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার চরিত্রগত লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ০৮

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার নির্দেশক লক্ষণাবলী বর্ণনা ঃ

(i) কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে রোগী সর্ব বিষয়ে সুস্থ বোধ করে। মল অত্যন্ত বড়, প্রথমে শক্ত পরে নরম এবং তারপর পাতলা।

(ii) উদরাময়- টক গন্ধ বা পঁচা গন্ধ, সঙ্গে গোটা গোটা থাকে। পেট পানিপূর্ণ থলির ন্যায় ফুলে উঠে। পেটে চাপ দিলে কষ্ট হয়।

(iii) মাথা ও পেট বড়, মাথার হাড় ফাঁক সহজে জোড়া না লাগা, হাড় নরম, মোটা থলথলে। ফ্যাকাশে চর্ম, এরূপ শিশু।

(iv) মাথায় অত্যন্ত ঘাম, জ্বরের মধ্যে ঘামে বালিশ ভিজে যায়।

(v) মাথার পিছনদিকে ও ঘাড়ে ঘাম বেশী।

(vi) রক্তসঞ্চালনের অসমতা, সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডাভাব বা শীতলতা। যেন পায়ে ভিজা মোজা পরানো আছে।

(vii) অম্ল ও অজীর্ণ- টক উদ্গার, টক বমি, শরীরেও টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ।

(viii) মোটাসোটা থলথলে দেহ কিন্তু দুর্বল ও অলস প্রকৃতি হয়।

(ix) ঠাণ্ডা ভিজা জায়গায়, ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করার কারণে রোগ। সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দি লাগে, গলায় ব্যথা হয়।

(x) নাকে পলিপাস- নাকের ভিতর ঘা, মামড়ী এবং সকালে নাক হতে রক্ত পড়ে।

(xi) দুধ হজম হয় না। দুধ খেলে বমিবমিভাব ও বমি, টক ঢেঁকুর উঠে।

(xii) ডিম অতি প্রিয় খাদ্য।

(xiii) গয়াব, গাঢ়, শ্লেষ্মা ধূসরবর্ণ, হলুদ, পঁচাগন্ধ, রক্তময় পুঁজের ন্যায়। ব্যথাহীন স্বরভঙ্গ, তা হতে যক্ষ্মার সম্ভাবনা।

(xiv) দুর্বলতার জন্য সিঁড়িতে উঠার সময় মাথাঘোরে।

(xv) মাথার মধ্যস্থল গরম, এজন্য ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করতে চায় প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

(xvi) লিউকোরিয়া- স্রাব দুধের ন্যায়, জ্বালা করে, চুলকায়। শিশুর প্রদরস্রাব।

(xvii) পেটে বায়ু সঞ্চয়, টান করে কাপড় পরা অসম্ভব, কাপড় আলগা করে রাখে।

(xviii) খোলা হাওয়ায় থাকতে চাহে না, শীতকাতর। স্তনের বোঁটা ফাটা, ঘা, হাত দিয়া ছোঁয়া যায় না।

৭। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার মাথার লক্ষণাবলী লিখ।

মাথার লক্ষণাবলী ঃ

মাথার উপরিভাগে ভারী অনুভূতি। শিরঃপীড়া, তৎসহ হাত ও পা শীতল। উপরে উঠা ও মাথা ঘোরাবার সময় মাথাঘোরা। মাথার মধ্যে অথবা চারিধারে বরফের ন্যায় শীতলতা, বিশেষতঃ ডান দিকে। হাইড্রোসেফালাস- ফ্রন্টানিস উন্মুক্ত, অত্যধিক পরিমাণে স্রাবিত ঘামে বালিশ ভিজে যায়। মাথার খুলির চর্মে চুলকায়। নিদ্রাভঙ্গের পরে মাথা আঁচড়াইতে থাকে।

৮। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

চোখের লক্ষণাবলী ঃ

আলোক সহ্য করতে পারে না। মুক্ত বাতাসে এবং প্রাতঃকালে চোখ থেকে পানি পড়ে। কর্ণিয়ায় ক্ষত ও দাগ। ল্যাক্রিমাল ডাক্ট ঠাণ্ডাজনিত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সহজেই চোখে ক্লান্তি আসে এবং হাইপারমেট্রোপিয়া। চোখের পাতা চুলকায়, স্ফীত এবং মামড়ীযুক্ত। ক্রনিক ডাইলেটেশন অব পিউপিল। চোখের ঝাপসা-ঝাপসা দৃষ্টি, মনে হয় যেন কুয়াসার মধ্য দিয়ে দেখছে। ল্যাক্রিমিনাল গ্ল্যান্ডের নালীতে ক্ষত, স্ক্রফিউলাস চোখের প্রদাহ।

৯। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার কানের লক্ষণাবলী লিখ।

কানের লক্ষণাবলী ঃ

কানের মধ্যে দপদপানি, কট্কট্ শব্দ, সূঁচবিদ্ধবৎ অনুভূতি, স্পন্দনযুক্ত যন্ত্রণা যেন কিছু ঠেলে বের হয়ে যাবে। পানিতে কাজ করার পর বধিরতা। কোমল মাংসপিণ্ড যা হতে সহজেই রক্তস্রাব হয়। স্ক্রফিউলা মায়াজমজনিত কানের প্রদাহ। তৎসহ কানপাকা, শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত পদার্থের মত স্রাব এবং গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধি। শ্রবণশক্তির হ্রাস। কানের উপর অথবা পশ্চাদ্ভাগে উদ্ভেদ। (পেট্রোল) কানের মধ্যে চড়্চড়্ শব্দ। কানে ও গ্রীবা অঞ্চলে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

১০। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার নাকের লক্ষণাবলী লিখ।

নাকের লক্ষণাবলী ঃ

নাক শুষ্ক নাসারন্ধ্রের ক্ষতযুক্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু। নাক বন্ধ, তৎসহ দুর্গন্ধময়, হলুদবর্ণের স্রাবও থাকতে পারে। নাকের মধ্যে দুর্গন্ধ। পলিপাস- নাকের গোড়ায় স্ফীতি। নাক হতে রক্তস্রাব। সর্দি, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঠান্ডা লেগে যায়। সর্দি, কাশির লক্ষণসমূহ, তৎসহ ক্ষুধা। সর্দি এবং শূলব্যথা পর্যাক্রমে আসে।

১১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী লিখ।

মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী ঃ

আপার লিপ স্ফীত। মলিন তৎসহ গভীরভাবে কোটরগত চোখ এবং তার চারদিকে কাল বৃত্তাকার দাগ। নিম্নচোয়ালের নিম্নস্থ লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি। গলগন্ড। অম্লস্বাদ। মুখ অম্ল পানিতে পরিপূর্ণ। রাতে জিহ্বার শুষ্কতা। মাড়ী হতে রক্ত পড়ে। কষ্টকর ও বিলম্বে দন্তোদ্গম। দাঁতের ব্যথা, বায়ুপ্রবাহে অথবা যে কোন শীতল অথবা উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে দাঁতের ব্যথার উদ্ভব। মুখ হতে দুর্গন্ধ বের হয়। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর ব্যথা, গরম কিছু খাবার পরে বৃদ্ধি।

১২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার গলদেশের লক্ষণাবলী লিখ।

গলদেশের লক্ষণাবলী ঃ

টনসিলদ্বয় এবং সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ড স্ফীতি, গিলিবার সময় সূঁচীবিদ্ধবৎ ব্যথা। গলা খাঁকার দিলেই শ্লেষ্মা নির্গমন। গলাধঃকরণ কষ্টসাধ্য (ডিসপ্লেসিয়া)। গলগন্ড। প্যারোটিড ফিশ্চুলা।

১৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ঃ

মাংস ও সিদ্ধ খাদ্যে অনিচ্ছা। অপাচ্য দ্রব্য যথা-খড়ি, কয়লা, পেন্সিল প্রভৃতি খাবার প্রবল ইচ্ছা। ডিম, লবণ এবং মিষ্টি দ্রব্যাদি খাবার অদম্য স্পৃহা। দুগ্ধ হজম হয় না। পুনঃপুনঃ অম্লস্বাদযুক্ত উদ্গার। অম্ল বমি। চর্বিযুক্ত খাদ্যবস্তু খেতে অনিচ্ছা। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে

ক্ষুধামন্দা। বুকজ্বালা এবং উচ্চধ্বনি বিশিষ্ট উদ্গার। পেটে খিলধরা- প্রচাপনে এবং ঠান্ডা পানি পানে বৃদ্ধি। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। এবডোমেনের উপরের অংশ স্ফীতি। গরম খাদ্য গ্রহণে বিরক্তি। এবডোমেনের ইপিগ্যাস্টিক অঞ্চলে স্পর্শ করলে ব্যথা অনুভূত হয়। তৃষ্ণা- শীতল পানীয় পানের ইচ্ছা। আহারকালে বৃদ্ধি। পেটের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়।

লোয়ার এবডোমেন (তলপেট) ঃ

পেরিটোনাইটিস-সামান্য চাপ সহ্য করতে পারে না। সামনের দিকে ঝুঁকলে লিভার অঞ্চলে ব্যথা করে। এবডোমেনে ছিদ্রকর ব্যথা ও স্ফীতি। কোন একস্থানে নিবদ্ধ বায়ু সঞ্চয়। ইনগুইনাল (কুঁচকি) এবং মেসেন্ট্রিক গ্ল্যান্ড স্ফীত এবং ব্যথাযুক্ত। কোমরের চারপাশে শক্ত করে কাপড় পরা সহ্য করতে পারে না। লোয়ার এবডোমেনে স্ফীত এবং শক্ত। পিত্তপাথুরীজনিত শূলব্যথা। লোয়ার এবডোমেনে মেদ বৃদ্ধি। আম্বিলিকাস হার্নিয়া। কম্প, দুর্বলতা যেন মচকিয়ে গেছে। শিশুরা অনেক দেরীতে হাটতে শিখে বা চলে।

প্রশ্ন ঃ শিশু রোগে ক্যালকেরিয়া কার্বের ব্যবহার লিখ। ১৬

শিশু রোগে ক্যালকেরিয়া কার্বের ব্যবহার ঃ

(i) মাথা ও পেট বড়, মাথার হাড় ফাঁক সহজে জোড়া না লাগা, হাড় নরম, মোটা থলথলে। ফ্যাকাশে চামড়া, এরূপ শিশু।

(ii) মাথায় অত্যন্ত ঘাম, জ্বরের মধ্যে ঘামে বালিশ ভিজে যায়।

(iii) মাথার পিছনদিকে ও ঘাড়ে ঘাম বেশী।

(iv) রক্তসঞ্চালনের অসমতা, সমস্ত শরীরে ঠান্ডাভাব বা শীতলতা। যেন পায়ে ভিজা মোজা পরানো আছে।

(v) অম্ল ও অজীর্ণ- টক উদ্গার, টক বমি, শরীরেও টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ।

(vi) মোটাসোটা থলথলে দেহ কিন্তু দুর্বল ও অলস প্রকৃতি হয়।

(vii) ঠান্ডা ভিজা জায়গায়, ঠান্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করার কারণে রোগ। সামান্য ঠান্ডাতেই সর্দি লাগে, গলায় ব্যথা হয়।

১৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বের ইচ্ছা-অনিচ্ছাসহ, হ্রাস-বৃদ্ধি বর্ণনা কর। ১৪

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার -

ইচ্ছা ঃ মদ, ঠান্ডা পানীয়, ডিম, আটা, অম্লজাতীয় ফল, আইস ক্রিম, বদহজম হয় এই জাতীয় খাদ্য, লাইম, লবণ, পেন্সিল, মাটি, চক, দুধ লবণাক্ত খাদ্য ইত্যাদি।

অনিচ্ছা ঃ কফি, গরম খাদ্য, মাংস, দুধ, তামাক, ধূমপানের অভ্যাস।

অসহ্য ঃ দুধ ও পেয়াজ।

হ্রাস ঃ (i) শুষ্ক আবহাওয়ায়, (ii) ব্যথার দিকে চেপে শুলে, (iii) হাঁচিতে।

বৃদ্ধি ঃ (i) মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে, (ii) উপরের দিকে উঠিলে, (iii) যে কোন প্রকার ঠান্ডায়, (iv) পানিতে ধুলে, (v) ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে, (vi) ভিজা আবহাওয়া, (vii) পূর্ণিমায়, (viii) দাঁড়িয়ে থাকলে।

১৫। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার হ্রাস-বৃদ্ধিসহ অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম লিখ। ০৮, ১০, ১৬

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার বৃদ্ধি ঃ (i) মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমে, (ii) উপরের দিকে উঠিলে, (iii) যে কোন প্রকার ঠান্ডায়, (iv) পানিতে ধুলে, (v) ভিজা স্যাঁতসেঁতে বাতাসে, (vi) ভিজা আবহাওয়া, (vii) পূর্ণিমায়, (viii) দাঁড়িয়ে থাকলে।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার হ্রাস ঃ (i) শুষ্ক আবহাওয়ায়, (ii) ব্যথার দিকে চেপে শুলে, (iii) হাঁচিতে।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার অনুপূরক ঔষধগুলির নাম ঃ বেলেডোনা, রাস-টক্স, লাইকোপডিয়াম, সাইলিসিয়া।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকার ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম ঃ ক্যাম্ফর, ইপিকাক, নাইট্রিক এসিড, নাক্স-ভমিকা।

ক্রিয়াকাল ঃ ৬০ দিন।

শক্তি ও মাত্রা ঃ ৩০ থেকে উচ্চশক্তি ও সূক্ষ্মমাত্রা ব্যবহার করা হয়।

৫। ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকাম

Calcarea Phosphorica

১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট, ফসফেট অফ লাইম, ক্যালসিয়াম ফসফেট এর অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ। ফর্মূলা- $Ca_3 (PO_4)_2$

উৎস ঃ খনিজ।

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের বর্ণনা ঃ

ইহা স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা নিরাকার গুড়া। নাইট্রিক এসিড এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়, পানিতে খুব সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু এলকোহলে অদ্রবণীয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.১৪। ক্যালসিয়াম ফসফেটের দ্রবণে এমোনিয়া যোগ করলে অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। ইহা প্রধানত হাড়ভস্ম কে বিশুদ্ধ করে সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া এমোনিয়া দ্রবণের উপস্থিতিতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম ফসফেটের সেকেন্ডারী দ্রবণের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপন্ন করা হয়। ইহাতে কমপক্ষে ৮৫% $Ca_3 (PO_4)_2$ বিদ্যমান থাকে।

প্রস্তুত প্রণালীঃ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী ফসফেট অফ লাইম এর অধঃক্ষেপ পদার্থের বিচূর্ণ দুগ্ধ শর্করার সাথে মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ডাঃ কনষ্টানটিন হেরিং ও ডাঃ সুসলার।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের ক্রিয়াস্থল লিখ।

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন (Mind), পুষ্টি (Nutrition), নার্ভ (Nerves), হাড়সমূহ (Bones), গ্ল্যান্ড (Glands), পেরিটোনিয়াম (Peritonum), এবডোমেন (Abdomen)।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের মানসিক লক্ষণ লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের।

(ii) মানসিক কষ্ট ও বিরক্তির পর রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

(iii) সর্বদা অন্য কোথাও চলে যেতে চায়।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের কারণতত্ত্ব লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, স্ক্রোফিউলা ও গাউটি ডায়াথেসিস।

(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ তীব্র শোক, ব্যর্থ ভালবাসা, অপ্রীতিকর খবর বা খারাপ সংবাদ, আর্দ্র আবহাওয়া।

৫। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ Appearance ঃ যে সকল ব্যক্তি ফ্যাকাশে, বিষন্ন, কালো চুল এবং চোখ, ক্ষীণকায় দেহ, থলথলে নিমর্জ্জিত এবডোমেন, নরম বাঁকানো হাড়, সামঞ্জস্যহীন এনলার্জ মাথা এবং লম্বা শীর্ণ গ্রীবা (নেক)। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা ঃ শীতকাতর। মায়াজমেটিক অবস্থা- সোরিক। ডায়াথেসিস- স্ক্রোফিউলা ও গাউট। ইচ্ছা- পোড়া মাংস, লবণাক্ত খাদ্যবস্তু। অনিচ্ছা- ধূমপানে।

৬। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকামের প্রয়োগক্ষেত্র ঃ

এনিমিয়া, ব্রেন ফ্রাগ, নেফ্রাইটিস, কলেরা, ক্রিটিনিজম, ডেনটিশন, ডায়বেটিস, এপিলেপ্সি, ফিশ্চুলা, গনোরিয়া, মাথাব্যথা, রিউমেটিজম, লিউকোরিয়া, রিকেট, এবডোমিনাল ডিসওডার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মানসিক রোগ, চর্মরোগ প্রভৃতিতে লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের চরিত্রগত/নির্দেশক/পরিচায়ক লক্ষণাবলী লিখ।

বা, ক্যালকেরিয়া ফসের চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ। ১১

পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথা ব্যথা সূচারের কাছে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি।

(ii) বয়ঃসন্ধিকালে স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের মাথা ব্যথা।

(iii) শিশুদের মাথার সূচার দীর্ঘদিন খোলা থাকে, জোড়া লাগে না।

(iv) টনসিলদ্বয় বিবৃদ্ধি, ব্যথাযুক্ত।

(v) শিশু সর্বদা দুধ পান করতে চায়, বমি করে।

(vi) প্রচুর ক্ষুধাসহ পিপাসা, পেট ফাঁপা টক ঢেঁকুর উঠার পর সাময়িক উপশম হয়।

(vii) পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়, গলা বুক জ্বালা করে।

(viii) প্রস্রাব বৃদ্ধি পায়, তৎসহ দুর্বলকর অনুভূতি এবং কোন কিছু তোলার সময় কিডনীতে ব্যথা করে।

(ix) ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে এবং পরিমাণে প্রচুর।

(x) ঋতুস্রাব কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল লাল, বিলম্বে রক্ত কালচে বর্ণযুক্ত, তৎসহ তীব্র কোমর ব্যথা।

(xi) দম বন্ধ করার মত কাশি, শুয়ে থাকলে উপশম।

(xii) অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস লাগানোর ফলে বাতজনিত ব্যথা তৎসহ মাথার অসাড়তা ও নিস্তেজভাব।

(xiii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড়ভাব ও ব্যথা তৎসহ শিথিলতা, আবহাওয়ার যে কোন পরিবর্তনে বৃদ্ধি।

(xiv) সন্ধি স্থানে ও অস্থিতে ব্যথা, উপরে উঠার সময় ক্লান্তি।

৮। প্রশ্ন ঃ উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফসের ব্যবহার লিখ। ১১

বা, উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফসের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১৩

উদরাময়ে ক্যালকেরিয়া ফসের ব্যবহার ঃ

(i) রসাল ফল বা আপেল জুস পানের পর উদরাময়।

(ii) দাঁত উঠার সময় উদরাময়।

(iii) মল- সবুজ, পিচ্ছিল, গরম, জোরে শব্দ করে বের হয়।

নির্গত হয়।

(iv) মলে অভুক্ত খাদ্যবস্তুযুক্ত, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হয়।
(v) মলদ্বারে নালী-ঘা।
(vi) প্রচুর ক্ষুধাসহ পিপাসা, পেট ফাঁপা টক ঢেকুর উঠার পর সাময়িক উপশম হয়।
(vii) পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়, গলা বুক জ্বালা করে।
(viii) শিশুদের মাথার সূচার দীর্ঘদিন খোলা থাকে, জোড়া লাগে না।
(ix) শিশু সর্বদা দুধ পান করতে চায়, বমি করে।
(x) রক্তহীন শিশু, যারা খিটখিটে, থলথলে, হাত-পা ঠান্ডা ও দুর্বল হজম বিশিষ্ট।

৯। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের একটি শিশু চিত্র বর্ণনা কর। ১৩

ক্যালকেরিয়া ফসের একটি শিশু চিত্র বর্ণনা ঃ মাথাটি বড়, ব্রহ্মতালু উন্মুক্ত, ঘুমানোর সময় মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়, পেটটি বড়, পাগুলো বাঁকানো, মোটা ও থলথলে দেহ, বিলম্বে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখে, অস্থিসমূহ নরম, খুব ধীরে ধীরে উন্নত হয়। মেরুদন্ডের বক্রতা, বিলম্বে দাঁত উঠে, ডিম খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, দুধ ও মাংস অপছন্দ করে। হজম হয় না এমন বস্তুর প্রতি আকাঙ্খা, দাঁত কড়মড় করে।

১০। প্রশ্ন ঃ হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ক্যালকেরিয়া ফসের অনুপূরক ঔষধের নাম লিখ। ১১, ১৩

ক্যালকেরিয়া ফসের হ্রাস ঃ গ্রীষ্মকালে, শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া।
ক্যালকেরিয়া ফসের বৃদ্ধি ঃ আর্দ্র, শীতল আবহাওয়ায় অনাবৃত থাকলে, তুষার গলিতে থাকলে সে সময় ঠান্ডা লাগলে।
ক্যালকেরিয়া ফসের অনুপূরক ঔষধের নাম ঃ রুটা, হিপার সালফার, সালফার, জিঙ্কাম মেটালিকাম।
পরবর্তী ঔষধ ঃ রাস-টক্স, সালফার, আয়োড, সোরিনাম, স্যানিকিউলা।
ক্রিয়াকাল ঃ ৬০ দিন।
শক্তি ও মাত্রা ঃ বিচূর্ণ – ১x হতে ৩x. তরল – ৩০ হতে উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৬। ক্যান্থারিস ভেসিক্যাটোরিয়া
(Cantharies vesicatoria)

১। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিস এর প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

জুলোজিক্যাল নাম (জীবতাত্ত্বিক নাম)ঃ ক্যান্থারিস ভেসিক্যাটোরিয়া,লিন
Cantharis vesicatoria, Linn
গোত্র ঃ মেলয়ডি (Meloidae)
Zoological name : Lytta vesicatoria Fabricus.
Family : Cantharideae (IHF)
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ক্যান্থারিস বেসিকেটরিস, ব্লিষ্টার ফ্লাই, স্পেনিস ফ্লাই।
উৎস ঃ প্রাণীজ। ব্লিষ্টার ফ্লাইগুলো ফুটন্ত ভিনেগারের বাষ্প দ্বারা মারা হয়। তৎপর ঐগুলোকে শুকানো হয়। পরে ঐগুলো খলে ঘর্ষণ করে পাউডার করা হয়।
প্রাপ্তিস্থান ঃ ব্লিষ্টার ফ্লাই স্পেন, ইটালী, হাঙ্গেরী, রাশিয়া এবং ভারত উপমহাদেশেও পাওয়া যায়।
ব্যবহৃত অংশ ঃ শুকনো ক্যান্থারিস পোকা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ ব্লিষ্টার ফ্লাইর গুড়া (পাউডার) সুগার অব মিল্কের সংমিশ্রণে বিচূর্ণ অথবা এলকোহল সহযোগে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

শুকনো ক্যান্থারিস মিহি গুড়া	৫০ গ্রাম।
বিশুদ্ধ পানি	৩৫০ মিলি
স্ট্রং এলকোহল	৬৫০ মিলি।

এক লিটার মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে।
মাদার টিংচার হতে এলকোহল যোগে উচ্চশক্তি প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারী নাম ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং মার্কিন মুল্লুকের অন্যান্য চিকিৎসক প্রুভিং করেন।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের ক্রিয়াস্থল লিখ।
ক্যান্থারিসের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ ১। মন (Mind), ২। জেনিটো-ইউরিনারী অর্গানস (Genito-urinary organs), ৩। মিউকাস মেমব্রেন (Mucous Membranes) ৪। সেরাস মেমব্রেন (Serous Membranes), ৪। স্কিন (Skin), ব্লাডার (Bladder), ৫। ফ্যারিংস (Pharynx), ৬। ব্রেইন (Brain), ৭। প্লুরা (Pleura), ৮। লোয়ার বাওয়েল (Lower Bowel), ৯। রাইট সাইড (Right side)।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।
ক্যান্থারিসের প্রয়োগক্ষেত্র ঃ বার্ণ, ডিসেন্ট্রি, ডায়রিয়া, গনোরিয়া, নিউরালজিয়া, কিডনী রোগ, ব্লাডার সমস্যা, হেমাচুরিয়া, প্লুরিসি, চর্ম রোগ ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের মানসিক লক্ষণ লিখ।
ক্যান্থারিসের মানসিক লক্ষণ ঃ
প্রচন্ড প্রলাপ। উদ্বেগসহ অস্থিরতা, পরিশেষে প্রচন্ড ক্রোধ। কান্না, কুকুরের মত শব্দ করে চিৎকার করে, কণ্ঠনালী স্পর্শ করলে অথবা পানি পানে বৃদ্ধি। রোগী সর্বদা কিছু করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। তরুণ উন্মাদনা, সাধারণ কামোত্তেজনা সম্বন্ধীয়, প্রণয় সম্পর্কিত ক্রোধোন্মত্ততা, প্রচন্ড কামোত্তেজনা। ক্রোধ, কান্না, কুকুরের মত চিৎকার করা কিছুক্ষণ পর পর দেখা দেয়। হঠাৎ করে চেতনার লোপ তৎসহ মুখমন্ডল লালবর্ণ যুক্ত।

৫। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের মুখমন্ডলের লক্ষণগুলি লিখ।
ক্যান্থারিসের মুখমন্ডলের লক্ষণসমূহ ঃ
(i) ফ্যাকাশে, জঘন্য, মৃতের মত ভাবযুক্ত।
(ii) মুখমন্ডলে চুলকানিসহ রসযুক্ত ফুস্কুড়ি, স্পর্শ করার সময় জ্বালা।
(iii) মুখের উপর ইরিসিপেলাস, তারসাথে জ্বালা, কর্তনকারী উত্তাপ ও প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণাবলী। মুখমন্ডল উত্তাপ ও লালবর্ণ।

৬। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের নির্দেশক লক্ষণগুলি লিখ।
বা ক্যান্থারিসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ১২, ১৫
ক্যান্থারিস এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ
(i) প্রচন্ড প্রলাপ, উদ্বেগপূর্ণ অস্থিরতা, পরিশেষে প্রচন্ড ক্রোধ, ক্রন্দন এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার, শ্বাসনালীর উর্ধ্বভাগ স্পর্শ করলে বা পানি পান করলে বৃদ্ধি।
(ii) মাথার মধ্যে জ্বালা, মস্তিষ্কের মধ্যে ফুটন্ত পানির অনুভূতি, মাথাঘোরা মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি।
(iii) কানের মধ্য হতে বাতাস বা উত্তপ্ত বাতাস বাহির এবং চারদিকের অস্থিগুলি ব্যথাপূর্ণ।
(iv) পোড়া স্থানে ফোস্কা জন্মানোর পূর্বে ইহা বাহ্যিক প্রয়োগে তাৎক্ষণিক যন্ত্রণার উপশম হয়।
(v) মূত্রপাথুরী রোগে জ্বালাকর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়, অবিরত ছিন্নকর ব্যথা।
(vi) ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস, সর্বাঙ্গে রসপূর্ণ ফোস্কা, টাটানি, ব্যথা এবং পুঁজউৎপাদিত হয়।
(vii) মূত্রত্যাগের পূর্বে সময়ে ও পরে অসহ্য কুন্থন, মূত্রনালীতে তীব্র ব্যথা।
(viii) চোখের মধ্যে জ্বালা, চিড়িক মারা ব্যথা ও সমগ্র শ্বেতমন্ডল হলুদ দেখায় এবং উত্তপ্ত জ্বালাকর অশ্রু।

৭। প্রশ্ন ঃ 'ক্যান্থারিস মূত্রতন্ত্রের উপর ভাল কাজ করে' - ব্যাখ্যা কর। ০৯
মূত্রতন্ত্রের উপর ক্যান্থারিসের ব্যবহার ঃ
(i) প্রস্রাবে অসহ্য বেগ ও কুন্থন।
(ii) নেফ্রাইটিস- তৎসহ রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব।
(iii) কিডনী অঞ্চলে থেকে থেকে প্রচন্ড কর্তন ও জ্বালাকর ব্যথা তার সাথে ব্যথাযুক্ত প্রস্রাবের বেগ।

(iv) রক্ত মিশ্রিত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বের হয়।
(v) অসহনীয় কুন্থন। প্রস্রাবের পূর্বে সময়ে এবং পরে কেটে ফেলার ন্যায় ব্যথা মূত্রথলীর ভিতর।
(vi) প্রস্রাব করার সময় জ্বলে উঠে এবং ফোঁটা ফোঁটা করে নির্গত হয়।
(vii) নিরন্তর বা সব সময় প্রস্রাব করার বেগ আসে।
(viii) প্রস্রাব আইসযুক্ত ঝিল্লীময়, মনে হয় পানির মধ্যে ভূষি ভাসছে।
(ix) প্রস্রাব জেলির মত। ফালি ফালি টুকরা যুক্ত।
(x) বৃদ্ধি - স্পর্শে, প্রস্রাব করার সময়, ঠান্ডায় পানি পান করলে বা কফি খেলে।
(xi) হ্রাস/ উপশম- ঘর্ষণ।

৮। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের গলগহ্বরের লক্ষণগুলি লিখ।
ক্যান্থারিসের গলগহ্বরের লক্ষণসমূহ ঃ

জিহ্বা রসযুক্ত ফুস্কুড়িতে পূর্ণ, গভীরভাবে ফাটা, জিহ্বার কিনারাগুলি লালবর্ণ। মুখগহ্বরে, গলবিলে ও গলায় জ্বালা, মুখগহ্বরে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি। তরল বস্তু গেলা অত্যন্ত কষ্টকর। প্রচন্ড চটচটে শ্লেষ্মা। [কেলি বাই ক্রম] কণ্ঠনালী স্পর্শ হলেই প্রচন্ড আক্ষেপের পুনরাবৃত্তি মনে হয়। সঙ্কোচন, গলায় সাদা ক্ষত (নাইট্রিক এসিড)। ঝলসে যাওয়ার মত অনুভূতি। অতিরিক্ত গরম খাদ্য খাবার কারণে গলায় জ্বালা।

৯। প্রশ্ন ঃ আমাশয় রোগে ক্যান্থারিসের ব্যবহার লিখ। ১২
আমাশয় রোগে ক্যান্থারিসের ব্যবহার ঃ
(i) ইসোফেগাস ও পাকস্থলীতে জ্বালাকর অনুভূতি।
(ii) ইহাতে পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়ে পেট ফাঁপে, মনে হয় পেটটি ফেটে যাবে।
(iii) পেটে শুল ব্যথার ন্যায় ব্যথা, শুলে বৃদ্ধি।
(iv) ঢেকুর উঠলে বা বায়ু নিঃসরণ হলে পেট ফাঁপার উপশম হয়।
(v) পেটে অস্বস্তি বোধ হয়ে শ্বাসকষ্ট, রোগীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

১০। প্রশ্ন ঃ ইরিসিপেলাস ও পোড়া ক্ষতে ক্যান্থারিসের ব্যবহার লিখ ?
বা, পোড়া ক্ষত ও ইরিসিপেলাসে ইহার ব্যবহার লিখ। ১২, ১৫

ইরিসিপেলাস ও পোড়া ক্ষতে ক্যান্থারিসের ব্যবহার ঃ
ইরিসিপেলাস ঃ
(i) ফোস্কা জাতীয়, তৎসহ অত্যধিক অস্থিরতা,
(ii) উদ্ভেদ, তৎসহ শস্যের গুড়ার মত আঁশ।
(iii) রঙ পরিবর্তনশীল উদ্ভেদ তারসঙ্গে জ্বালা ও চুলকানি।
(iv) প্রখর সূর্য কিরণে ঝলসায়ে যাওয়া, মুখমন্ডল উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ।
(v) ত্বকের উপর চুলকানীযুক্ত রসগুটি স্পর্শ করলে জ্বালা করে।
(vi) মুখের উপর ইরিসিপেলাস, তার সাথে জ্বালা, কর্তনকারী উত্তাপ এবং সে সঙ্গে প্রস্রাবে অসহ্য বেগ ও কুন্থন।
(vii) আকস্মিক সংজ্ঞালোপ এবং রক্ত বর্ণ মুখমন্ডল। ঠান্ডা পানি পান করলে বা কফি পানে বৃদ্ধি এবং ঘর্ষণ করলে উপশম।

পোড়াক্ষতে বা ঘায়ে ব্যবহার ঃ
(i) দগ্ধাবস্থা, ছ্যাঁকা লাগার অবস্থায়, ছনছনে ব্যথা ও জ্বালা।
(ii) ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম, তারপর অত্যধিক প্রদাহের সূচনা হয়।
(iii) আগুনে পুড়ে গেলে ক্যান্থারিস অতি চমৎকার ঔষধ।
(iv) কোন কোন স্থান পুড়ে গেলে যদি তৎক্ষনাত ক্যান্থারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা হয়, তবে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।
(v) ফোস্কা পড়ার পূর্বে প্রয়োগ করলে আর ফোস্কা উঠে না এবং ফোস্কা পড়ার পর প্রয়োগ করলে জ্বালা ও ব্যথা অতি দ্রুত কমে যায়।

১১। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের স্ত্রীজননতন্ত্রের লক্ষণসমূহ লিখ।
ক্যান্থারিসের স্ত্রীজননতন্ত্রের লক্ষণসমূহ ঃ

প্রসবের পর গর্ভফুল আটকিয়ে থাকে (সিপিয়া) তৎসহ যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব। জরায়ুতে থাকা মৃত ভ্রুনের টুকরো, ঝিল্লীর টুকরো প্রভৃতি বের করে দেয়া। স্ত্রীলোকদের কামোন্মত্ততা। (প্ল্যাটিনা, হয়োসায়েমাস, ল্যাকেসিস, ষ্ট্রামোনিয়াম)। প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ,

তৎসহ প্রস্রাব থলির প্রদাহ। ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও পরিমাণে প্রচুর হয় (মেট্রোরেজিয়া), যৌনি কপাটে কালোবর্ণের স্ফীতি তৎসহ উত্তেজনা। জরায়ু থেকে অবিরাম স্রাব, ভুল পদক্ষেপে বৃদ্ধি। ওভারীতে জ্বালাকর ব্যথা, অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবন (ওভারীয়ান সিস্ট)। কক্সিসে কেটে ফেলার ও ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা।

১২। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের চর্মের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যান্থারিসের চর্মের লক্ষণাবলী ঃ অন্ডকোষ এবং জননেন্দ্রিয়ের চারিদিকে একজিমা, যা প্রচুর পরিমাণে ঘর্মস্রাবের পর দেখা দেয়। পচনশীল ক্ষত হবার প্রবণতা। উদ্ভেদ তৎসহ আঁইশ উঠে। বর্ণ পরিবর্তনশীল উদ্ভেদ তৎসহ জ্বালা এবং চুলকানি। দগ্ধাবস্থা, ছ্যাঁকা লাগার অবস্থা, তৎসহ ছনছনে ব্যথা এবং জ্বালা, ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম। তারপর অত্যধিক প্রদাহের সূচনা। ইরিসিপেলাস, ফোস্কাজাতীয়, তৎসহ অত্যধিক অস্থিরতা। রাত্রে পদতলে জ্বালা।

১৩। প্রশ্ন ঃ ক্যান্থারিসের হ্রাস - বৃদ্ধি, পরবর্তী ঔষধ, অনুপূরক ঔষধের নাম, ক্রিয়াকাল লিখ।

ক্যান্থারিসের হ্রাস ঃ ঘর্ষণ করলে।
ক্যান্থারিসের বৃদ্ধি ঃ স্পর্শে, কেহ তার দিকে অগ্রসর হলে, প্রস্রাব করার সময়, ঠান্ডা পানি পান করলে বা কফি পান করলে।
ক্যান্থারিসের পরিপূরক ঔষধের নাম ঃ ক্যাম্ফর।
ক্যান্থারিসের অনুপূরক ঔষধের নাম ঃ ক্যাম্ফর।
পরবর্তী ঔষধ ঃ বেলেডোনা, কেলি আয়োড, মার্ক-সল, ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, সালফার।
ক্রিয়ানাশক/ প্রতিষেধক ঃ একোনাইট, এপিস, ক্যাম্ফর কেলি-নাইট, লরোসি, পালস, রিউম।
শত্রুভাবাপন্ন ঃ কফিয়া।
ক্রিয়াকাল ঃ ৩০- ৪০ দিন।
শক্তি ও মাত্রা ঃ ৬ষ্ঠ হতে উচ্চশক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৭। কার্বো ভেজিটেবলিস
(Carbo Vegetabilis)

১। প্রশ্ন ঃ কার্বো ভেজিটেবলিসের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ উড চারকোল, ভেজিটেবল চারকোল।
উৎস ঃ উদ্ভিদ। ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কার্বো ভেজিটেবলিস প্রস্তুতের জন্য বার্চ কাঠের কয়লা সংগ্রহ করেন।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ বার্চ বা বির্চ কাঠ হতে অঙ্গার প্রস্তুত করা হয়। কাঠকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে অঙ্গার করা হয়। ঐ অঙ্গারের ছাইকে দুগ্ধ শর্করার সঙ্গে মিশ্রিত করে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।
(ক) বিচূর্ণ ১x

কার্বো ভেজিটেবল মিহি চূর্ণ	১০০ গ্রাম
দুগ্ধশর্করা	৯০০ গ্রাম।

১ কিলোগ্রাম বিচূর্ণ ঔষধ প্রস্তুত হবে।
পটেন্সি ঃ ২x এবং উচ্চশক্তি ট্রাইটুরেশন (বিচূর্ণ) হতে প্রস্তুত করা হয়। ৬x কনভার্টেড লিকুয়েড ৮x। পরে তা থেকে এলকোহল সহযোগে উচ্চতম শক্তি প্রস্তুত করা হয়।
পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কার্বো ভেজ ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। প্রশ্নঃ কার্বোভেজ এর ক্রিয়াস্থল লিখ।

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন (Mind), নার্ভস (Nerves), মিউকাস মেমব্রেন (Mucous Membranes), সেরাস মেমব্রেন (Serous Membranes), ল্যারিংস (Larynx), টেস্টিস (Testes), লেফট ওভারী (Lt. Ovary)
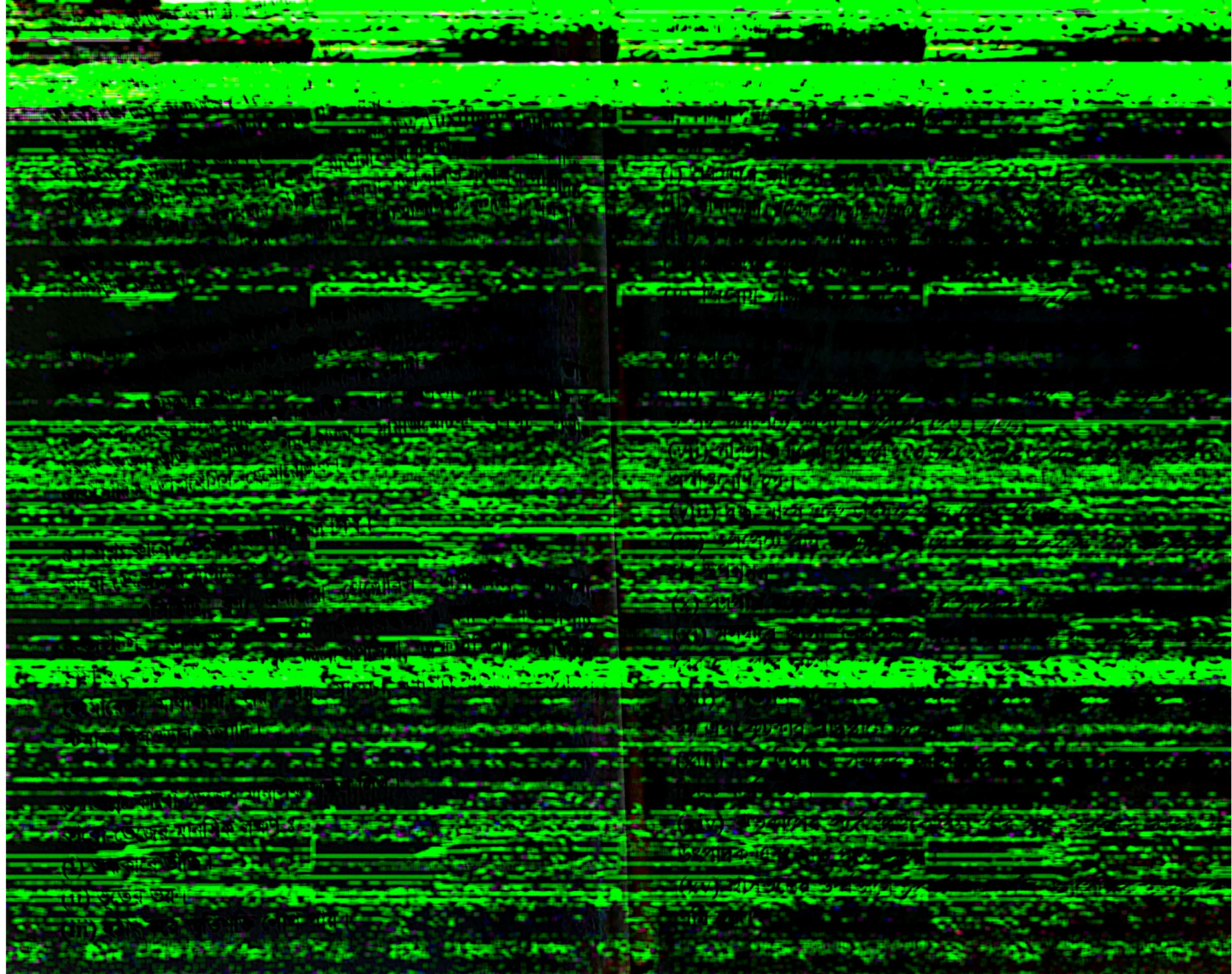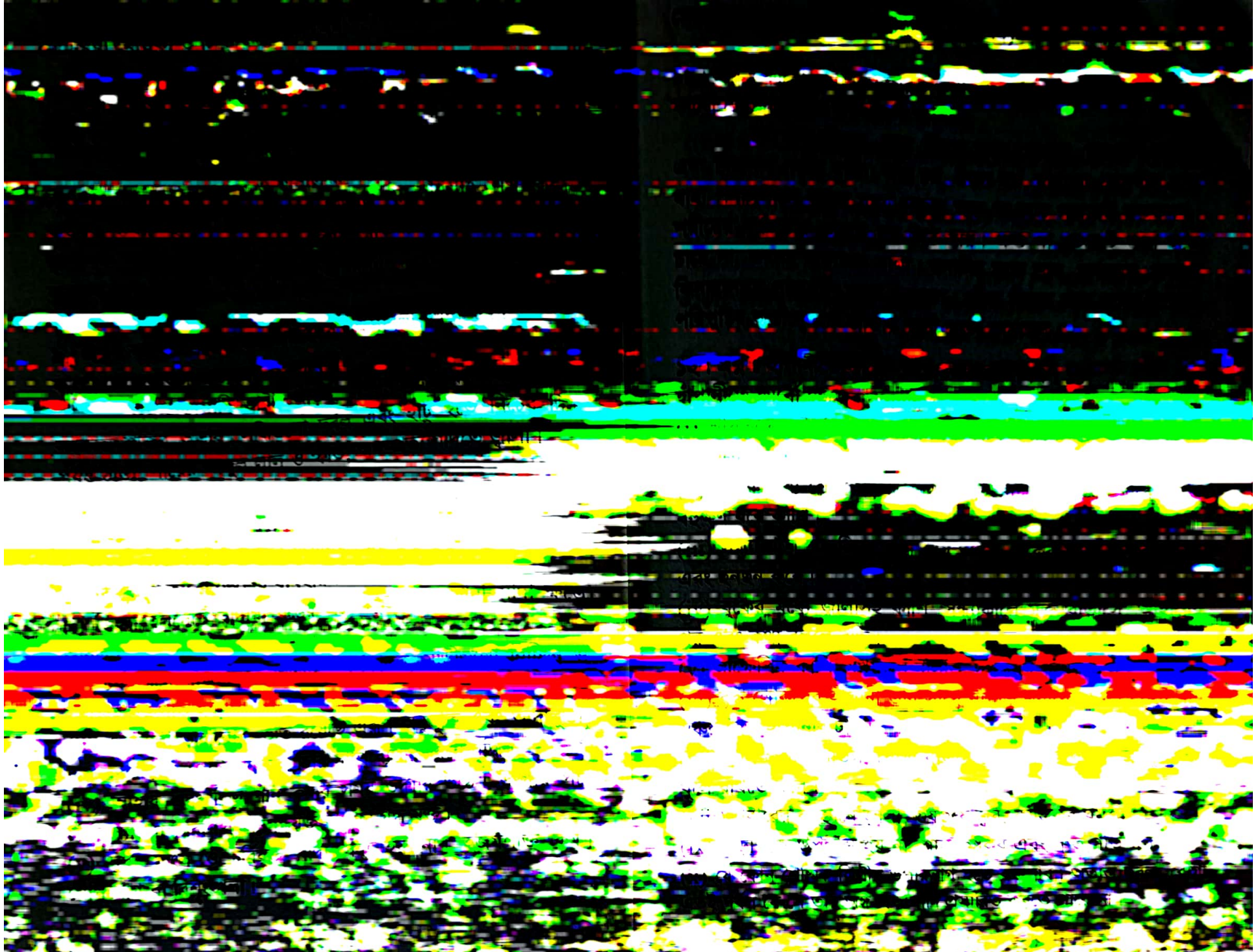
১৩। প্রশ্ন ঃ রক্তস্রাবে কার্বো ভেজ ও হেমামেলিসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ০৯, ১১, ১৫

রক্তস্রাবে কার্বো ভেজ ও হেমামেলিসের মধ্যে পার্থক্য ঃ

রক্তস্রাবে কার্বো ভেজ ঃ

(i) কেপিলারী হতে রক্তস্রাব ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

(ii) নাক থেকে রক্তস্রাব কোন রকম চাপ দিলে রক্ত বের হয়।

(iii) মুখমন্ডল ফ্যাকাশে দেখায়।

(iv) ইহার রক্তস্রাব অবিরামভাবেই চলতে থাকে, রক্ত চুয়ায়ে পড়তে থাকে, তরল ও ঘোলাটে, জমাট বাঁধে না।

(v) শরীর ঠান্ডা ও নীল হয়ে পড়ে, সেসঙ্গে কেবল বাতাস চায়। নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও হীনবল।

রক্তস্রাবে হেমামেলিস ঃ

(i) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব।

(ii) চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, ইহা রক্তস্রাব শোষণ দ্রুততর করে। মনে হয় চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

(iii) নাক থেকে প্রচুর রক্তস্রাব, জমাট বাঁধে না, তৎসহ নাকের অস্থির উপর কষাভাব।

(iv) বমির সঙ্গে কালোবর্ণের রক্ত উঠে। পাকস্থলীর ভিতর দপদপানি ও ব্যথা। মলদ্বারে টাটানি ব্যথা ও হেজে যাবার মত অনুভূতি।

(v) অর্শ- প্রচুর রক্তস্রাব হয় তৎসহ টাটানি ব্যথা।

(vi) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব তৎসহ পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এ জাতীয় ব্যথা।

(vii) ঋতুস্রাব কালোবর্ণের, প্রচুর তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুইটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

(viii) কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে, সুড়সুড়কর কাশি।

১৪। প্রশ্ন ঃ কার্বো ভেজিটেবিলিস মাথার লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

কার্বো ভেজিটেবিলিস মাথার লক্ষণাবলী ঃ

(i) যে কোন জাতীয় অসংযমী আচরনের কারণে মাথাব্যথা দেখা দেয়।

(ii) চুলের গোড়ায় টাটানি ব্যথা, খুব সহজেই চুল উঠে যায়।

(iii) বিছানার গরমে মাথার চামড়ায় চুলকানি।

(iv) মাথায় কোন কিছু দিয়ে চাপ দেবার মত অনুভূতি, অনেকটা অতিরিক্ত ভারী কিছুর ন্যায় অনুভূতি।

(v) মাথায় ভারবোধ, সঙ্কুচিত। বমি-বমিভাব তৎসহ কানের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ।

(vi) কপালে ও গালে ফুস্কুড়ি।

১৫। প্রশ্ন ঃ কার্বো ভেজিটেবিলিস নাকের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

কার্বো ভেজিটেবিলিস নাকের লক্ষণাবলী বর্ণনা ঃ

দৈনিক নাক থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ ফ্যাকাশে মুখমন্ডল। কোন রকম জোর দিলে নাক থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ মুখমন্ডল ফ্যাকাশে, নাকের অগ্রভাগ লালচে ও মামড়িযুক্ত, নাকের শিরার স্ফীতি। নাসারন্ধ্রের পাতার কিনারায় উদ্ভেদ। সর্বদা তৎসহ কাশি, বিশেষ করে আর্দ্র, গরম আবহাওয়ায়। অদম্য হাঁচির ইচ্ছা।

১৬। প্রশ্ন ঃ কার্বো- ভেজের মর্মবাণী লিখ। ০৯

কার্বো- ভেজের মর্মবাণী ঃ

দেহের মূল পদার্থ বা উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্লেষিত হয়ে বিকৃত অবস্থায় পরিণত হওয়া এবং অসম্পূর্ণ অম্লজানক্রিয়া হেতু দেহতন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যাঘাত এই ঔষধের নির্দেশমূলক বৈশিষ্ট্য। ইহার রোগী মন্থর গতিবিশিষ্ট, মোটা ও অলস এবং তার লক্ষণাবলী দেহের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিজড়িত হবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। রক্ত কৈশিকনালীগুলির মধ্যে আটকিয়ে চলাচলশূন্য হয়ে পড়ে, তার ফলে নীলাভ, শীতলতা এবং কালশিরা এই লক্ষণসমূহ সৃষ্টি হয়।

দেহ নীল এবং বরফের মত শীতল হয়ে যায়। যে সকল ব্যক্তি পূর্বে কোন রোগে আক্রান্ত হবার পর এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে নাই। মাথা, চোখ, চোখের পাতা, কানের সামনের ভাগ, পাকাশয় এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ভারবোধ, ইহার যাবতীয় অবস্থা পচনশীল এবং তৎসহ জ্বালাকর অনুভূতি থাকে। সমগ্র শরীরে শিরার অভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন, নীলাভ চর্ম অঙ্গাদি শীতল।

১৭। প্রশ্ন ঃ কার্বো ভেজিটেবিলিসের হ্রাস-বৃদ্ধি, তুলনীয়, অনুপূরক, শত্রুভাবাপন্ন, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ।

কার্বো ভেজিটেবিলিস ঃ

কার্বো ভেজিটেবিলিসের হ্রাস ঃ উদ্গারে, পাখার বাতাসে, ঠান্ডায়।

কার্বো ভেজের বৃদ্ধি ঃ সন্ধ্যায়, রাত্রে, মুক্ত বাতাসে, ঠান্ডায়, চর্বিযুক্ত খাদ্য, মাখন, কফি, দুগ্ধ, তপ্ত আর্দ্র জলবায়ু হতে, মদ্যপানে।

কার্বো ভেজিটেবিলিসের তুলনীয় ঃ লাইকোপডিয়াম, আর্সেনিক, চায়না, নাক্স-ভম, পালসেটিলা, সালফার, সিপিয়া, ভিরেট্রাম এলবাম।

কার্বো ভেজের অনুপূরক ঃ ক্যালি কার্ব, ড্রসেরা, ফসফরাস।

শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ কার্বো এনি, ক্রিয়োজোট পরে খাটে না।

ক্রিয়ানাশক/প্রতিষেধক ঃ আর্সেনিক এলবাম, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক এসিড।

ক্রিয়াস্থান ঃ ৬০ দিন।

শক্তি ও মাত্রা ঃ চূর্ণ- ১- ৩, ৩০ শক্তি থেকে উচ্চতর শক্তি।

৮। ককিউলাস ইন্ডিকাস

(Cocculus Indicus)

১। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকাসের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Anamirta Cocculus W & A

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ককিউলাস।

উৎস ঃ উদ্ভিদ। একটি গুল্ম যা শক্ত হয়ে জন্মায় এবং বেগুনী লালবর্ণের ছোট ছোট গোলাকার বীচিশূন্য ফল ধরে। এটা প্রকৃতিগতভাবে মেনিসপারমেসিয়া গোত্রের (Family: Menispermaceae) অন্তর্ভুক্ত। বীচিশূন্য রসালো ফলে পিক্রোটক্সিন পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ইন্ডিয়া এবং মালয় দেশে পাওয়া যায়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ বীজ, ফল।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ শুষ্ক ফল আহরণ করে তা গুড়া করে মাদার টিংচার প্রস্তুত করতে হয়। মাদার টিংচার থেকে উচ্চশক্তি প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যা'ন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ককিউলাস ইন্ডিকা ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার ক্রিয়াস্থল লিখ।

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন (Mind), ব্লাড (Blood), ব্রেইন (Brain), নার্ভস (Nerves), মাংসপেশী (Muscles), ফিমেল সেক্সুয়াল অর্গান (Female Sexual organs), অক্সিপুট (Occiput), লাম্বার রিজিয়ন (Lumber region).

৩। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

ককিউলাস ইন্ডিকার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ঃ ককিউলাস ইন্ডিকা হাল্কাবর্ণের চুলবিশিষ্ট মহিলাদের উপর, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় যাদের বমিবমিভাব ও বমি এবং পিঠে বমি দেখা দেয়। অবিবাহিত এবং সন্তানহীনা মহিলাদের সহজেই অভিভূত হবার প্রবণতা দৃষ্ট হয় এমন

এবং ভাবাবেগ বিশিষ্টা মেয়েদের পক্ষে ইহা বেশ উপকারী। উচ্চকণ্ঠে কথা বললে অতীব দুর্বলতা বোধ করে।

৪। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার কারণতত্ত্ব লিখ।

ককিউলাস ইন্ডিকার কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা।

(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ রাগ, ভয়, গোলমাল, নিদ্রাহীনতা, সামুদ্রিক এলাকায় অসুস্থ্যতা, বমিবমিভাব ও বমি, যানবাহনে চড়িলে, সূর্যালোক, চা-পান ইত্যাদি কারণে রোগ লক্ষণাবলী দেখা দিলে ইহা প্রযোজ্য হয়।

৫। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

ককিউলাস ইন্ডিকার প্রয়োগক্ষেত্র ঃ

কলেরা, কলিক ব্যথা, কনভালশন, মাথাব্যথা, জ্বর, লিউকোরিয়া, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, প্যারালাইসিস, রিউমেটিজম, সামুদ্রিক অসুস্থ্যতা, নিদ্রাহীনতা, মাথাঘোরা, বমিবমিভাব ও বমি।

৬। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

ককিউলাস ইন্ডিকার মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

খেয়ালি, বোকা ও অকর্মন্য। সময় খুব দ্রুত চলে যায়। এই জাতীয় অনুভূতি। অলীক কল্পনায় মগ্ন থাকে। গান করার অদম্য ইচ্ছা। কোন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না। মানসিক আচ্ছন্নতা।

৭। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার চরিত্রগত/নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।
বা, ককিউলাস ইন্ডিকার চরিত্রগত লক্ষণ লিখ। ১৭
বা, সমনামসহ ককিউলাস ইন্ডিকার পরিচায়ক লক্ষণাবলী লিখ। ১৩

ককিউলাস ইন্ডিকার চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) বমি বমিভাব ও বমি বিশেষতঃ গাড়ীতে নৌকায় বা জাহাজে সমুদ্র যাত্রাকালীন সময়।

(ii) গর্ভাবস্থায় বমি বমিভাব ও বমি।

(iii) সময় অতি শীঘ্র অতিবাহিত হয়ে যায়, কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব ঘটে। গান করার অদম্য স্পৃহা।

(iv) বিছানায় উঠে বসলে বা গাড়ীতে চললে মাথাঘোরা বাড়ে।

(v) গর্ভাবস্থায় বা ঋতুকালে নিম্নাঙ্গের অতিশয় দুর্বলতা।

(vi) খাদ্য পানীয় এবং তামাকের উপর অনীহা। অন্ননালীর শুষ্কতা পেশীসমূহের পক্ষাঘাত হেতু, গলধঃকরণ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(vii) মানসিক উত্তেজনা, রাত্রি জাগরণ বা অন্য কোন কারণজনিত অনিদ্রাহেতু কোন রোগ।

(viii) অতিরিক্ত অধ্যায়ন, পরিশ্রম বা উচ্চ আশায় নিরাশ হয়ে পড়ে।

(ix) সমস্ত শরীর অবসাদ ও দুর্বলতা, অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে থাকে। জোরে কথা বলতে দুর্বলতা বোধ।

(x) অন্ননালীর উপরিভাগে শ্বাসরুদ্ধকর সংকোচন, এতে শ্বাসক্রিয়া ব্যহত হয় এবং কাশির উদ্রেক হয়।

(xi) পশ্চাৎ মস্তকে ব্যথা, উহা ঘাড় হতে আরম্ভ হয়ে নিম্ন মেরুদন্ডে পর্যন্ত পরিচালিত হয়, তার সাথে বমি বমিভাব ও বমি।

(xii) কোমরে পক্ষাঘাতের ন্যায় যন্ত্রণা, স্কন্ধে ও বাহুতে যন্ত্রণা, যেন থেঁতলিয়ে গেছে।

৮। প্রশ্ন ঃ বমন ও শিরঃঘূর্ণনে ককিউলাস ইন্ডিকার লক্ষণাবলী লিখ।১৩
বা, ককিউলাস ইন্ডিকার শিরঃপীড়ার ও বমনের লক্ষণগুলি লিখ। ১৭
বা, "বমন ও শিরঃঘূর্ণনে ককিউলাস মহৌষধ"- ব্যাখ্যা কর। ১৫

ককিউলাস ইন্ডিকার বমন ও শিরঃপীড়ার লক্ষণাবলী নিম্নরূপ ঃ

বমি ঃ

(i) বমি বমিভাব ও বমি বিশেষতঃ কোন চলতি নৌকা বা জাহাজ দেখলে, গাড়ী, নৌকা ও জাহাজে প্রভৃতিতে চড়লে।

(ii) খাদ্য দ্রব্যের দুর্গন্ধে, পানাহারে, নড়াচড়ায় এবং ঠান্ডায় বমি বমিভাব বৃদ্ধি পায়।

(iii) মুখের স্বাদ তিক্ত বা মেটালিক বা পঁচা গন্ধ হয়।

(iv) গর্ভাবস্থায় বমি, বমিভাব ও বমি।

শিরঃপীড়া ঃ
(i) শিরঃপীড়ার সহিত বমি বমিভাব ও বমি করার ইচ্ছা।
(ii) শিরঃঘূর্ণন, সে সাথে নেশার ভাব ও মনের জড়তা।
(iii) বিছানায় উঠে বসলে বা গাড়ীতে চড়লে মাথাঘোরা বাড়ে।
(iv) মাথাব্যথা এবং দুর্বলতার সাথে মাথার ভিতর খালিবোধ ককিউলাস ইন্ডিকার নির্দিষ্ট লক্ষণ।

৯। প্রশ্ন ঃ হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ককিউলাস ইন্ডিকার ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম লিখ। ১৭
হ্রাস ঃ ঘরের মধ্যে চুপ চাপ থাকলে।
বৃদ্ধি ঃ আহারের পর, মুক্ত বাতাসে, ধুমপানে, স্পর্শে, শব্দে, ঝাঁকুনিতে, বিকালে।
ক্রিয়ানাশক ঃ ক্যাম্ফর, ইগ্নেসিয়া, কুপ্রাম মেটালিকাম, ক্যামোমিলা, নাক্স ভমিকা।

১০। প্রশ্ন ঃ ককিউলাস ইন্ডিকার হ্রাস বৃদ্ধিসহ ক্রিয়া নাশক ও অনুপূরক ঔষধের নাম লিখ।
ককিউলাস ইন্ডিকার ঃ হ্রাস ঃ ঘরের মধ্যে চুপ চাপ থাকলে।
বৃদ্ধি ঃ আহারের পর, মুক্ত বাতাসে, ধুমপানে, স্পর্শে, শব্দে, ঝাঁকুনিতে, বিকালে।
অনুপূরক ঃ আর্সেনিক, বেলেডোনা, হিপার সালফ, ইগ্নেসিয়া, সালফার, পেট্রোলিয়াম, লাইকোপোডিয়াম।
শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ কফিয়া
ক্রিয়ানাশক ঃ ক্যাম্ফর, ইগ্নেসিয়া, কুপ্রাম মেটালিকাম, ক্যামোমিলা, নাক্স ভমিকা।
ক্রিয়াস্থান ঃ ৩০ দিন।
শক্তি ও মাত্রা ঃ বিচূর্ণ - ১- ৩, ৩০ শক্তি থেকে উচ্চতর শক্তি।

৯। কলোফাইলাম থ্যালিকট্রোয়িডস (Caulophyllum Thalictroides)

১। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।
বোটানিক্যাল নাম ঃ Caulophyllum thalictroides Michx
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ব্লু কোহোশ।
উৎস ঃ উদ্ভিদ। এটি একটি বহুবর্ষী গাছড়া। প্রকৃতিগতভাবে বারবারিডেসিয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
প্রাপ্তিস্থান ঃ কানাডা এবং আমেরিকান ঘন জঙ্গলময় স্থানে জন্মে।
ঔষধে ব্যবহৃত অংশ ঃ রাইজোম।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ উদ্ভিদের টাটকা রাইজোম হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। মাদার টিংচার থেকে ফার্মাকোপিয়ার ফর্মূলা অনুসারে উচ্চক্রমে ও শক্তিতে প্রস্তুত করা হয়।
পরীক্ষাকারীর নাম ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ বারট এবং মিলাস পাল।

২। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের প্রতিনাম ও পুরোনাম কি? ১৭
কলোফাইলামের প্রতিনাম ঃ ব্লু কোহোশ।
কলোফাইলামের পুরোনাম- কলোফাইলাম থ্যালিকট্রোয়িডস (Caulophyllum Thalictroides)

৩। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের ক্রিয়াস্থল লিখ।
কলোফাইলামের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ
মন (Mind), নার্ভস (Nerves), মাংসপেশী (Muscles), নেক (Neck), ফিমেল অর্গানস (Female organs), অক্সিপুট (Occiput), লোয়ার লিম্ব (Lower Limbs).

৪। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের কারণতত্ত্ব লিখ।
কলোফাইলামের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, সাইকোসিস রিউমেটিক ডায়াথিসেস এবং গাউটি ডায়াথেসিস।
(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ আকস্মিক ভয়, মিসক্যারেজ।

৪। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
কলোফাইলামের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা, ছোট বালিকাদের লিউকোরিয়া। ঋতুস্রাব শুরুতে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়। জরায়ুর দুর্বলতার জন্য গর্ভস্রাব প্রবণতা। স্নায়ুবিক, আপেক্ষিক হিষ্টিরিয়া এবং বাতগ্রস্ত ব্যক্তি। মায়াজমেটিক অবস্থা ঃ সোরিক, সাইকোটিক। ডায়াথেসিস- রিউমেটিক এবং গাউটি। মেজাজ- নার্ভাস মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি (ধাতু)। কফি অসহ্য। প্রচন্ড পিপাসা, নিদ্রাহীনতা, রোগের আক্রমন- বাম পাশ।

৫। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের প্রয়োগক্ষেত্র/ব্যবহারস্থল লিখ।
কলোফাইলামের প্রয়োগক্ষেত্র/ব্যবহারস্থল ঃ

স্ত্রীলোকদিগের নানাজাতীয় রোগ, যথা–গর্ভস্রাব আশঙ্কা, ভ্যাঁদাল ব্যথা, কৃত্রিম প্রসব ব্যথা, গর্ভবিকৃতি, জরায়ুর আক্ষেপ, জরায়ুর বিকৃতি, রজঃরোধ, বাধক ও বন্ধ্যাত্ব, ডিম্বাধারের স্নায়ুশূল, গর্ভিণীর নানাবিধ উপসর্গ। বাত বা সন্ধিবাত, স্তনের নিম্নপ্রদেশে স্নায়বিক ব্যথা ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের মানসিক লক্ষণ লিখ।
মানসিক লক্ষণ ঃ
(i) বদমেজাজি,
(ii) দুর্বল স্মৃতিশক্তি,
(iii) খিটখিটে।
(iv) রোগিণী অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।
(v) বুকের মধ্যে ধুকধুক কম্পন অনুভব করে, কিন্তু বাহির হতে দেখা যায় না।

৭। প্রশ্ন। কলোফাইলামের উৎসসহ নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ। ১০
কলোফাইলামের উৎসসহ নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ
(i) প্রসব বা বাধকের ব্যথা স্থায়ী নহে, থেমে থেমে নীচের দিকে চাপ দেয়। ইহা প্রসব-ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ও সত্ত্বর প্রসব করিয়ে দেয়। কৃত্রিম প্রসব-ব্যথা। প্রসবের পরবর্তী যন্ত্রণা।
(ii) লোকিয়া-স্রাব দীর্ঘকাল চলতে থাকে। জরায়ুর হীনবলতার জন্য গর্ভপাতের উপক্রম। জরায়ু রোগের জন্য স্ত্রীলোকদিগের চামড়ায় কাল দাগ বা অন্য রঙের দাগ, বিশেষতঃ মুখে।
(iii) ক্ষুদ্র গ্রন্থির বাত। ব্যথা সাথে তড়কা, রোগী হীনবলতার অনুভব করে।
(iv) প্রসবের পর ফুল পড়ে না, ব্যথা, হিষ্টিরিয়া, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, হীনবল। শ্বেত-প্রদর, স্রাব যেখানে লাগে সেখানে জ্বালা করে, শরীর খুব হীনবল, বাধকব্যথার সঙ্গে হিষ্টিরিয়া। কৃত্রিম গর্ভ।

৮। প্রশ্ন ঃ প্রসব বেদনায় কলোফাইলামের ব্যবহার লিখ। ১০
বা, প্রসব বেদনায় কলোফাইলাম এর লক্ষণাবলী আলোচনা কর। ১৬
বা, স্ত্রী-জনন অঙ্গের উপর ইহার কার্যকারিতা বর্ণনা কর। ১৭
প্রসব বেদনায় কলোফাইলামের ব্যবহার ঃ
(i) ইহাতে প্রসবকালে জরায়ুর মুখ খুব শীঘ্র প্রশস্ত হয় না, সেজন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রসবব্যথা, ব্যথা সবিরাম অর্থাৎ থেকে থেকে আসে।
(ii) অনিয়মিত প্রসব ব্যথা, নিস্তেজ প্রসব ব্যথা এবং জরায়ুর মুখ শীঘ্র শীঘ্র প্রশস্ত না হলে ইহার নিম্ন শক্তি ঘন ঘন ব্যবহার করতে হয়।
(iii) ব্যথা স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে এই ঔষধে রীতিমত ব্যথা হয়ে প্রসব হয়।
(iv) সুপ্রসবের জন্য গর্ভবতীকে এই ঔষধ ৭ম কি ৮ম মাস হতে মাঝে মাঝে ২/১ মাত্রা সেবন করালে সুপ্রসব হবার সম্ভাবনা।
সদৃশ ঔষধ ঃ বেলেডোনা– জরায়ু মুখ শক্ত, ব্যথাযুক্ত, উত্তপ্ত, শুষ্ক। জরায়ু মুখের আক্ষেপিক সঙ্কোচন। ব্যথা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ চলে যায় এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
জেলসিমিয়াম– জরায়ু মুখের কাঠিন্য এই ঔষধে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

নাক্স-ভমিকা- অনিয়মিত ব্যথা, যার জন্য সন্তান এগোতে পারে না। প্রতিবার ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মলের বা প্রস্রাবের বেগ হয়।

পালসেটিলা- অনিয়মিত ব্যথা, কখনও কম কখনও বেশী আবার কখনও মোটেই থাকে না। ব্যথার জোর না থাকার জরায়ু মুখ খোলে না। প্রসূতি বুক হাওয়া চায়।

৯। প্রশ্ন ঃ বাত রোগের কলোফাইলামের ব্যবহার লিখ। ১০
বা, কলোফাইলামের সন্ধি বাতের লক্ষণগুলি লিখ। ১৭

বাত রোগের কলোফাইলামের ব্যবহার ঃ

(i) বাতের ব্যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি- যথা- মণিবন্ধ ও অঙ্গুলীসন্ধিতে হয়।
(ii) ব্যথা এদিক-সেদিক করে ঘুরে বেড়ায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঘাড় শক্ত হয়ে থাকে, নড়ান যায় না।
(iii) কোমরে ব্যথা, নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়। দারুণ যন্ত্রণা, হাতের কব্জি ও আঙ্গুলে যন্ত্রণা। বাতে গাঁটগুলি ফোলে।
(iv) জরায়ুর কোন রোগের সহিত বাত। বাতজনিত মাথাধরা।
(v) অনেক সময় হাঁপানি ও বাত পালাক্রমে হয়।
(vi) কলোফাইলাম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সন্ধিবাতেই বেশী ব্যবহৃত হয়।
(vii) কলোফাইলামের ঋতুস্রাবের সহিত সন্ধি সন্ধিতে ব্যথা আছে।
(viii) কলোফাইলামের রোগিণীর সমস্ত আঙ্গুল হতে মণিবন্ধে ব্যথা।
(ix) চলাফেরা করার সময় রোগিণীর সন্ধিতে মট্ মট্ শব্দ।

তুলনীয় ঃ

(i) চলার সময়, কোমরে শব্দ-সালফার।
(ii) চলারকালে গ্রীবার হাড়ে শব্দ হয়- ককিউলাস, পালসেটিলা, ষ্ট্যানাম।
(iii) বাহুসন্ধি হতে শব্দ হলে- চিনিনাম-সাল্ফ, মার্কুরিয়াস, এন্টিম-টার্ট, থুজা।
(iv) জানু ও নিম্নপদের সন্ধিসকল মট্মট্ করে- ককিউলাস, নাক্স-ভমিকা, লিডাম, ট্যাবেকাম।

১০। প্রশ্ন ঃ জরায়ু স্থানচ্যুতিতে কলোফাইলামের ব্যবহার লিখ।

জরায়ু স্থানচ্যুতিতে কলোফাইলামের ব্যবহার ঃ

(i) জরায়ু গ্রীবার সূঁচ ফোটার মত ব্যথা।
(ii) জরায়ুর আক্ষেপযুক্ত এবং তীব্র ব্যথা, যা সবদিকে ছুটে বেড়ায়, থর্থর্ করে কাঁপতে থাকে, অথচ প্রসব বিষয়ে কোন উন্নতি দেখা যায় না। কৃত্রিম প্রসব ব্যথা।
(iii) জরায়ু দৌর্বল্য হেতু দেহ প্রকৃতিগত গর্ভস্রাব হওয়া। [হেলোনিয়াস, পালসেটিলা, স্যাবাইনা]
(iv) জরায়ুর সাপোর্টে দুর্বলতার কারণে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে।
(v) সাধারণতঃ শরীরের পুষ্টির অভাব, দুর্বলতা ইত্যাদির কারণেই হয়। হেলোনিয়াস, অ্যালিট্রিস প্রভৃতিতে রক্তশূন্যতার জন্য জরায়ু-স্থানচ্যুতি হয়। জরায়ু-স্থানচ্যুতির শ্রেষ্ঠ-ঔষধ-সিপিয়া ও লিলিয়াম-টিগ)।

১১। প্রশ্ন ঃ হিষ্টিরিয়া রোগে কলোফাইলামের ব্যবহার লিখ। ১০

হিষ্টিরিয়া রোগে কলোফাইলামের ব্যবহার ঃ

(i) জরায়ুর রোগের কারণে মৃগী ও হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত।
(ii) ডিসমেনোরিয়ার সাথে হিষ্টিরিয়া।
(iii) এনিমিয়াসহ- দুর্বলতা, কপালে কাল কাল দাগ।
(iv) প্রচুর হড়হড়ে লিউকোরিয়া স্রাব।
(v) মাসিক ঋতুস্রাব খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং পরিমাণে খুব অল্প।
(vi) ঋতুকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা।
(vii) যোনিপথে প্রচুর শ্লেষ্মাবৎ লিউকোরিয়া।
(viii) মাথার যন্ত্রণা- উভয় ক্যারোটিড আর্টারীতে থেকে থেকে নিষ্পেষণবৎ ব্যথা, যেন মাথাটি চেপ্টা হয়ে যাবে।

১২। প্রশ্ন ঃ ডিসমেনোরিয়া বা বাধকবেদনায় কলোফাইলামের লক্ষণাবলী লিখ।

ডিসমেনোরিয়ার লক্ষণাবলী ঃ বাধকের ব্যথা আক্ষেপিক। ঋতুর সময় পেটে ভয়ানক ব্যথা হয়; ব্যথা সঙ্কোচন প্রকৃতির।

কলোফাইলামের ব্যথা সবিরাম এ কথাটি কিন্তু সদাই মনে রাখতে হবে। তুলনীয় ঃ ম্যাগ-ফস- ডিসমেনোরিয়ায় (বাধক বেদনায়) আক্ষেপ কমাতে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। জ্যান্থাকজাইলাম- তীব্র বাধকব্যথা। অ্যামন-কার্ব- এতে ঋতুস্রাব ঠিক সময়ের আগে প্রকাশ পায়। ঋতুর আগে প্রায় কলেরার ন্যায় লক্ষণ দেখা যায়।

১৩। প্রশ্ন ঃ রক্তস্রাব ও শ্বেত প্রদরে কলোফাইলামের লক্ষণাবলী লিখ।

রক্তস্রাব ও শ্বেত প্রদর ঃ

(i) প্রদরকালীন জরায়ুতে যে ব্যথা হয় তা সবিরাম এবং রক্তস্রাবও সবিরাম প্রকৃতির।

(ii) জরায়ুর দুর্বলতাজনিত রক্তস্রাব এবং ঐ রক্ত তরল ও কাল।

(iii) প্রসবের পর বা গর্ভপাতের পর জরায়ু সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত না হয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

(iv) শ্বেতপ্রদর- অত্যধিক শ্লেষ্মাযুক্ত, যেখানে লাগে ক্ষত হয়ে যায়।

(v) অনিয়মিত ঋতুস্রাবজনিত স্ত্রীলোকদিগের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়।

(vi) শিশুদের প্রদরস্রাবে ইহা অত্যন্ত উপকারী। (ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব)।

১৪। প্রশ্ন ঃ কলোফাইলামের হ্রাস-বৃদ্ধি, অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম ও ক্রিয়াকাল লিখ। ১০

কলোফাইলামের হ্রাস ঃ বদ্ধ ঘরে, ঋতুস্রাব শুরু হলে, প্রাতঃকালে।

কলোফাইলামের বৃদ্ধি ঃ গর্ভকালীন, ঋতুস্রাবের অবরুদ্ধতা, খোলা হাওয়ায়, কফি পানে।

কলোফাইলামের তুলনীয় ঃ ব্যথায়- জেলসিমিয়াম, প্রসব বেদনায়- পালসেটিলা, শ্বেত-প্রদরে (ছোট মেয়েদের) - ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব সদৃশ, জরায়ুর আক্ষেপ-ম্যাগ-ফস ও ম্যাগ-মিউর, বাতরোগে- অ্যাকটিয়া-স্পাই, স্যাবাডিলা, ভায়োলা-ওডোরেটা।

কলোফাইলামের অনুপূরক ঃ কফিয়া।

ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ কফিয়া।

ক্রিয়াকাল ঃ নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই।

১০। ক্লিমেটিস ইরেক্টা
(Clematis Erecta)

১। প্রশ্ন ঃ ক্লিমেটিস ইরেক্টার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Clematis Erecta Linn

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ ভার্জিনস বোয়ার (Virgin's Bower)। ভার্জিনস, ক্লিমেটিস রেক্টা, ক্লিমেটিস, আপরাইট ভার্জিনস বোয়ার।

উৎস (Sourc) ঃ উদ্ভিদ। ইহা রেনালকুলেসিয়া গোত্রের উদ্ভিদ। এক প্রকার চারা গাছের পাতা ও ডাটা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ সেন্টাল ও দক্ষিণ ইউরোপ।

ঔষধে ব্যবহৃত অংশ ঃ পাতা ও স্টিম।

প্রস্তুত প্রণালী (Preparation) ঃ তাজা পাতা ও ডাটা থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয় এবং পরে তা থেকে ফার্মাকোপিয়ার ফর্মূলা অনুযায়ী শক্তিকরণ ক্রম প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম (Prover) ঃ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ক্লিমেটিস ইরেক্টা ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ ক্লিমেটিস ইরেক্টার ক্রিয়াস্থল লিখ।

ক্লিমেটিস ইরেক্টার ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

মন (Mind) মাথা (Head), মুখমন্ডল (Face), চোখ (Eye), চর্ম (Skin), মেল জননতন্ত্র (Male genital organs), নার্ভস সিস্টেম (Nerves system), অক্সিপুট (Occiput) মেল জননতন্ত্র (Male genital organs), মাংসপেশী (Muscles) ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্লিমেটিস ইরেক্টার কারণতত্ত্ব লিখ।

ক্লিমেটিস ইরেক্টার কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সাইকোসিস এবং সিফিলিস স্ক্রফিউলা ও রিউমেটিক ডায়াথেসিস।

খ. উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ ১। তীব্র শোক, ২। সিক্তকরণ বা ভেজানো বা আর্দ্র, ৩। অবরুদ্ধ বা আটকানো ঘর্ম।

৪। প্রশ্ন ঃ কলচিকাম অটামনেলের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
কলচিকাম অটামনেলের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

Appearance (চেহারা) ঃ- স্বাস্থ্যবান বা বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি সম্পন্ন শারিরীক গঠনপ্রকৃতির ব্যক্তি এবং রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। কাশির সাথে নির্গত শ্লেষ্মা বা সাদা শ্লেষ্মা গঠন প্রকৃতির ব্যক্তি। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ শীতকাতর। মায়াজম অবস্থা- সোরিক। মেজাজ- ইরিটেবল এবং মেলানকোলিক (Melancholic)। ডায়াথেসিস- রিউমেটিক ও গাউটি ডায়াথেসিস।

৫। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের প্রয়োগ ক্ষেত্র/রোগসমূহ লিখ।
কলচিকাম-এর প্রয়োগ ক্ষেত্র/রোগসমূহ ঃ

কলেরা, কাশি, কলিক, ডায়রিয়া, শোথ, ডিসেন্ট্রি, গাউট, গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইন ডিসওডার, জ্বর, রিউমেটিজম, বমিবমিভাব ও বমি ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।
কলচিকামের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) দুর্বল স্মরণশক্তি,
(ii) মানসিক ডিপ্রেশন।
(iii) মানসিক বিশৃঙ্খলা।
(iv) অসুস্থ্যতাভাব, কোন কিছুতেই ভাল লাগে না।

৭। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের নির্দেশক/পরিচায়ক লক্ষণসমূহ লিখ।০৮, ১২
বা, কলচিকামের পরীক্ষকের নাম ও ইহার প্রধান পরিচায়ক লক্ষণাবলী উল্লেখ্য কর। ১০
বা, কলচিকামের চারিত্রিক অবস্থা বর্ণনা কর। ১৪
কলচিকামের নির্দেশক লক্ষণসমূহ ঃ

(i) দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের, মুক্ত বাতাসে অশ্রুস্রাবের বৃদ্ধি, চোখে তীব্র ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা।

(ii) মাথার যন্ত্রণা- প্রধানতঃ কপাল ও মাথার পিছনের অংশে ও গ্রীবা দেশে ব্যথা হয়। বিকালের দিকে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

(iii) মুখগহ্বর শুষ্ক, পাকস্থলীর ব্যথা তৎসহ পেট ফাঁপা। খাবারের গন্ধে বমি-বমিভাব, এমনকি রোগী মূর্ছা পর্যন্ত যায়, বিশেষ করে মাছের গন্ধে। প্রচুর লালাস্রাব।

(iv) শ্লেষ্মা, পিত্ত ও অভূক্ত খাদ্যবস্তুর বমি, যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। পাকস্থলীর ভিতর প্রচন্ড ঠান্ডা ভাব।

(v) লাম্বার ও লাম্বোসেক্রাল অঞ্চলে কনকনানি। কোমরে আড়াআড়িভাবে মৃদু ব্যথা। কোমরে ব্যথা- বিশ্রাম ও চাপে উপশম।

(vi) মুখমন্ডলে ছোট ছোট ফুস্কুড়িতে ঢাকা থাকে, গোলাপি রঙের ছোপ ছোপ দাগ, পিঠে বুকে ও এবডোমেনের স্থানে।

(vii) অঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ার এব ঠান্ডা আবহাওয়ায় হুল ফোঁটার মত ব্যথা।

(viii) হাতে এবং কব্জিতে চিনচিন করে, হাতের আঙ্গুলের ডগা অসাড়

(ix) উরুস্থানের সামনের দিকে ব্যথা। ডানদিকের পায়ের প্রসার পেশীর প্রসারণ ক্ষমতার লোপ।

(x) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল ও সুড়সুড় করে। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় ও ঠ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়।

(xi) সন্ধি স্থান আড়াল ও জ্বরজ্বর ভাব, পরিবর্তনশীল বাতরোগ, ব রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

(xii) পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের প্রদাহ, গোড়ালির গেটে বাত। কিছুতেই ঐ স্থান স্পর্শ বা নড়াচড়া করতে চায় না।

(xiii) খাদ্যবস্তুর গন্ধ পায় সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি বমিভাব দেখা দেয়।

(xiv) গেটে বাতযুক্ত পাকাশয়িক, শূলব্যথা। পাকস্থলীতে জ্বালা বা বরফের মত ঠান্ডা অনুভূতি।

৮। প্রশ্ন ঃ বাত ও গেটে বাতে কখন কলচিকাম নির্দেশক হয় ? ০৮, ১০, ১২, ১৪

বাত ও গেটে বাতে কলচিকামের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) বাম বাহুর উপর দিয়ে তীক্ষ্ন ব্যথা নীচের দিকে নেমে আসে।

(ii) অঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় হুল ফোঁটার মত ব্যথা।

(iii) হাতে এবং কজিতে চিনচিন করে, হাতের আঙ্গুলের ডগা অসাড়।

(iv) উরুস্থানের সামনের দিকে ব্যথা। ডানদিকের পায়ের প্রসারক পেশীর প্রসারণ ক্ষমতার লোপ।

(v) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল ও সুড়সুড় করে। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় ও উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়।

(vi) সন্ধিস্থান আড়ষ্ট ও জ্বর জ্বরভাব, পরিবর্তনশীল বাতরোগ, ব্যথা রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

(vii) পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের প্রদাহ, গোড়ালির গেঁটে বাত। কিছুতেই ঐ স্থান স্পর্শ বা নড়াচড়া করতে চায় না।

(viii) হাতের নখের ভিতর সুড়সুড় করে। হাটুগুলি পরস্পর জড়িয়ে যায় এবং এর জন্য রোগী প্রায় হাঁটতেই পারে না।

(ix) শোথযুক্ত স্ফীতি এবং পা দুটি ও পায়ের পাতার শীতলতা।

(x) কোমর ও ত্রিকাস্থি স্থানে কনকনানি, আঁড়াআঁড়িভাবে মৃদু ব্যথা। বিশ্রাম ও চাপে উপশম।

(xi) মাথা ব্যথা প্রধানতঃ কপালে ও রগে, মাথার পিছন ভাগে, বিকালে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

(xii) চোখের তারাগুলি অসমান বামদিকে তারা সঙ্কুচিত, মুক্ত বাতাসে অশ্রুস্রাব বৃদ্ধি পায় এবং এর মধ্যে ছেদনবৎ ব্যথা।

(xiii) মুখমন্ডলের পেশীগুলোতে ব্যথা, ইহা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

৯। প্রশ্ন ঃ বাত বেদনায় কলচিকামের সহিত লিডাম পলের তুলনা কর। ১০

বাত বেদনায় কলচিকামের সহিত লিডাম পলের তুলনা ঃ

(i) বাম বাহুর উপর দিয়ে তীক্ষ্ন ব্যথা নীচের দিকে নেমে আসে।

(ii) অঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় হুল ফোঁটার মত ব্যথা।

(iii) হাতে এবং কজিতে চিনচিন করে, হাতের আঙ্গুলের ডগা অসাড়।

(iv) উরুস্থানের সামনের দিকে ব্যথা। ডানদিকের পায়ের প্রসারক পেশীর প্রসারণ ক্ষমতার লোপ।

(v) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল ও সুড়সুড় করে। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় ও উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়।

(vi) সন্ধিস্থান আড়াল ও জ্বর জ্বর ভাব, পরিবর্তনশীল বাতরোগ, ব্যথা রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

(vii) পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের প্রদাহ, গোড়ালির গেটে বাত। কিছুতেই ঐ স্থান স্পর্শ বা নড়াচড়া করতে চায় না।

(viii) হাতের নখের ভিতর সুড়সুড় করে। হাটুগুলি পরস্পর জড়িয়ে যায় এবং এর জন্য রোগী প্রায় হাঁটতেই পারে না।

(ix) শোথযুক্ত স্ফীতি এবং পা দুইটি ও পায়ের পাতার শীতলতা।

(x) কোমর ও ত্রিকাস্থি স্থানে কনকনানি, আড়াআড়িভাবে মৃদু ব্যথা। বিশ্রাম ও চাপে উপশম।

১০। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের বমন (বমি) অবস্থা বর্ণনা কর। ১৪

কলচিকামের বমন অবস্থা বর্ণনা ঃ

(i) খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণে বমির ভাব হয়, বিশেষতঃ মাছের ঘ্রাণে। এই প্রকার বমিভাব হতে মূর্ছারস্থারও উদ্ভব হয়।

(ii) প্রচুর লালা ক্ষরণ হয়।

(iii) শ্লেষ্মা, পিত্ত এবং ভুক্ত খাদ্য বমি হয়ে যায়, যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

(iv) অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের জন্য অদম্য স্পৃহা, কিন্তু খাদ্যের ঘ্রাণ পাওয়া মাত্র বিরক্তি সঞ্চার এবং তৎক্ষণাৎ বমি বমিভাব হয়।

(v) পাকস্থলী ও তলপেটে জ্বালা বা বরফের ন্যায় ঠান্ডা অনুভূতি।

(vi) সম্মুখ দিকে ঝুঁকলে উপশম।

(vii) সূর্যাস্তকাল হতে সূর্যোদয়কাল পর্যন্ত, নড়াচড়ায়, খাদ্যের গন্ধে, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

১১। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

কলচিকামের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথার যন্ত্রণা, প্রধানতঃ কপাল ও রগের দিকে এবং মাথার পিছনের অংশে ও গ্রীবা দেশে ব্যথা হয়। বিকালে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

(ii) চোখের তারা দুইটি অসমান; বামদিকের চোখের তারা সঙ্কুচিত।

(iii) দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের। মুক্ত বাতাসে অশ্রুস্রাবের বৃদ্ধি।

(iv) চোখে তীব্র ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা। পড়ার পরে অস্বচ্ছতা দৃষ্টি।

(v) চোখের সামনে ছোপ ছোপ দাগসমূহ।

(vi) কান দুইটির ভিতরে চুলকানি, ডাকদিকের কানের পাতায় নিম্নাংশে তীব্র তীরবিদ্ধবৎ ব্যথা।

১২। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

কলচিকামের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) মুখ গহ্বর শুষ্ক, জিহ্বার জ্বলন, মাড়ী ও দাঁতে যন্ত্রণা।

(ii) পিপাসা ঃ পাকস্থলীর ব্যথা তৎসহ পেট ফাঁপা।

(iii) খাবারের গন্ধে বমি-বমিভাব, এমনকি রোগী মূর্ছা পর্যন্ত যায়, বিশেষ করে মাছের গন্ধে প্রচুর লালস্রাব।

(iv) শ্লেষ্মা, পিত্ত ও অভুক্ত খাদ্যবস্তুর বমন, যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

(v) পাকস্থলীর ভিতর প্রচন্ড ঠান্ডাভাব।

(vi) বহু প্রকারের খাদ্যবস্তুর জন্য স্পৃহা। কিন্তু যে সকল খাদ্যবস্তুর গন্ধ পায় সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি বমিভাব দেখা দেয়।

(vii) পেটে বাতযুক্ত পাকাশয়িক, শূলব্যথা। পাকস্থলীতে জ্বালা অথবা বরফের মত ঠান্ডা অনুভূতি।

(viii) বুজবুজ করে ওঠে এবং মদ জাতীয় পানীয়ের জন্য পিপাসা। অন্ত্রের আড়াআড়ি অংশ বা ট্রানভার্স কোলনের ব্যথা।

(ix) লোয়ার এবডোমেন স্ফীতি তৎসহ বায়ুসঞ্চয়, পাগুলি সোজা করে প্রসারিত করতে পারে না।

(x) পেট ডাকা, লিভার স্থানে ব্যথা। অন্ত্রের অগ্রবর্তী অংশ বা এসেন্ডিং কোলন ও সিকাম অংশের ব্যাপক স্ফীতি।

(xi) পেটপূর্ণ ও অবিরাম পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ। এবডোমেনে শোথ।

১৩। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের স্ত্রীজননতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

যৌনাঙ্গের চুলকানি। ঋতুস্রাবের পরে উরুস্থানে ঠান্ডা অনুভূতি। যোনি কপাট ও ভগাঙ্কুরে স্ফীতির অনুভূতি।

১৪। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের মলের লক্ষণাবলী লিখ।

কলচিকামের মলের লক্ষণাবলী ঃ

যন্ত্রণাদায়ক, অল্প, স্বচ্ছ জেলির মত শ্লেষ্মাযুক্ত ব্যথা। যেন মনে হয় মলদ্বার ছিদ্র করে খোলা হয়েছে। তৎসহ মলদ্বারের নির্গমন। শরৎকালীন আমাশয়, মলের ভিতর ছোট ছোট সাদা রঙের ফালির মত টুকরো প্রচুর পরিমাণে থাকে। বারে বারে মলদ্বারে চাপ বা কোথ দেয়। মনে হয় মলদ্বারে মল রয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তা বার করতে পারে না।

১৫। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের মূত্রতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

কালো অল্প অথবা মূত্রারোধ। রক্তমিশ্রিত, বাদামিবর্ণের কালো কালির মত দেখতে প্রস্রাবের রক্তের জমাট বাঁধা ঢেলা। অ্যালবিউমিন ও সুগার থাকে।

১৬। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের হৃদপিন্ডের লক্ষণাবলী লিখ।

হৃদপিন্ড স্থানে উদ্বেগ। হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায় না। হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ তীব্র ব্যথা। শ্বাসরোধ ও শ্বাসকষ্ট নাড়ী সূতার মত। হৃদস্পন্দনের শব্দ ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে, নাড়ীর গতি মন্থর।

১৭। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাবলী লিখ।

কলচিকামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাবলী ঃ

বাম বাহুর উপর দিয়ে তীক্ষ্ম ব্যথা নীচের দিকে নেমে আসে। অঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় হুল ফোঁটার মত ব্যথা। হাতে এবং কব্জিতে চিনচিন করে হাতের আঙ্গুলের ডগা অসাড়। উরুস্থানের সামনের দিকে ব্যথা। ডানদিকের পায়ের প্রসারক পেশীর প্রসারণ ক্ষমতার লোপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খঞ্জ, দুর্বল ও সুড়সুড় করে। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় ও উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি

পায়। সন্ধিস্থান আড়াল ও জ্বর জ্বরভাব, পরিবর্তনশীল বাতরোগ, ব্যথা রাত্রে বৃদ্ধি পায়। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের প্রদাহ। গোড়ালির গেঁটে বাত। কিছুতেই ঐ স্থান স্পর্শ করতে চায় না বা নড়াচড়া করতে চায় না। হাতের নখের ভিতর সুড়সুড় করে। হাটুগুলি পরস্পর জড়িয়ে যায় এবং এর জন্য রোগী প্রায় হাটতেই পারে না। শোথযুক্ত স্ফীতি এবং পা দুটি ও পায়ের পাতার শীতলতা।

কোমর প্রদেশে ও কোমর ও ত্রিকাস্থি স্থানে কনকনানি। কোমরে আড়াআড়িভাবে মৃদু ব্যথা। কোমরের ব্যথা। বিশ্রাম ও চাপে উপশম। মুখমন্ডলে ছোট ছোট ফুস্কুড়িতে ঢাকা থাকে। গোলাপি রঙের ছোপ ছোপ দাগ। পিঠে, বুকে ও এবডোমেন স্থানে। আমবাত।

১৮। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের মর্মবাণী লিখ।

কলচিকামের মর্মবাণী ঃ

পেশীতন্ত্র সকল, অস্থিআবরক ঝিল্লী এবং সন্ধিস্থানের স্নেহস্রাবী ঝিল্লীসমূহের উপর এই ঔষধ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এই ঔষধের একটি নির্দিষ্ট কাজ হল, গেঁটে বাতজনিত রোগের চরম অবস্থায় উপশম প্রদান করে। সন্ধিস্থানে পুরাতন বাত রোগে ইহা আরো ভাল কাজ করে বলে মনে করা হয়। আক্রান্ত অংশ লালচে, উত্তপ্ত ও স্ফীত। ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা, সন্ধ্যায়, রাত্রে ও স্পর্শে বৃদ্ধি, কোন কিছুর উপর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঠেকালে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। সর্বদা প্রচন্ড দুর্বলতা। আভ্যন্তরীণ শীতলতা এবং হিমাঙ্গ পতনাবস্থার প্রবণতা। প্রচন্ড পড়াশুনা ও রাত্রি জাগার কুফলসমূহ। শরীরের একদিক দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় সংঘাত। ঘাম বসে যাবার কুফলসমূহ। ছোট ইঁদুরের স্বপ্ন দেখে।

১৯। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম লিখ। ১০

কলচিকামের অনুপূরক ঔষধ ঃ লাইকোপডিয়াম, কার্ব ভেজ।
কলচিকামের ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম ঃ বেলেডোনা, নাক্স-ভমিকা, থুজা, ক্যাম্ফর, ককিউলাস, পালসেটিলা, স্পাইজিলিয়া, লিডাম।

২০। প্রশ্ন ঃ কলচিকামের হ্রাস-বৃদ্ধি, অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম এবং ক্রিয়াকাল লিখ। ০৮, ১২, ১৪

কলচিকামের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ
হ্রাস ঃ সম্মুখদিকে ঝুকলে।
বৃদ্ধি ঃ সূর্যাস্তকাল হতে সূর্যোদয়কাল পর্যন্ত, নড়াচড়ায়, নিদ্রানাশে, খাদ্যের গন্ধে, সন্ধ্যায়, মানসিক পরিশ্রমে।
অনুপূরক ঔষধ ঃ লাইকোপডিয়াম, কার্ব ভেজ।
পরবর্তী/তুলনীয় ঔষধ ঃ কার্বো-ভেজ, আর্নিকা, লিলিয়াম, আর্সেনিক এলবাম, ভিরেট্রাম এলবাম, মার্ক-সল, সিপিয়া।
ক্রিয়ানাশক ঔষধগুলির নাম ঃ বেলেডোনা, নাক্স-ভমিকা, থুজা, ক্যাম্ফর, ককিউলাস, পালসেটিলা, স্পাইজেলিয়া, লিডাম।
ক্রিয়াকাল ঃ ১৪-২০ দিন।
মাত্রা ও শক্তি ঃ সূক্ষ্মমাত্রা ও ৩০ হতে উচ্চতর শক্তি।

১২। কলোসিন্থিস
(Colocynthis)

১। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Citrullus Colocynthis (Linn) Sch
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ কুকুরবিটঃ কিউকামবার, কলোসিন্থ, বিটার কিউকাম্বার, বিটার আপেল।
উৎস ঃ উদ্ভিদ। ইহা প্রকৃতভাবে কিউকারবিটেসিয়া গোত্রের (Cucurbitaceae) একটি বর্ষজীবি গুল্ম। ব্যবহৃত অংশ ঃ খোসা ও বীজ।
প্রাপ্তিস্থান ঃ ইহা মিশর, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাপান ও গ্রীষ্মমন্ডলীর দেশসমূহে জন্মে।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ শুকনা ফল থেকে খোসা ও বীজ দিয়ে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।
পরীক্ষাকারীর নাম ঃ মহাত্মা ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কলোসিন্থি ঔষধটি প্রুভ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের ক্রিয়াস্থল লিখ। ১৩

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ
মন (Mind), নার্ভ (Nerves), সায়েটিকা (Sciatica), ডাইজেস্টিভ ট্রাক্ট (Digestive Tract), মাথা (Head), ফিমেল অর্গান (Female organs), চোখ (Eyes), পেরিটোনিয়াম (Peritonium), ওভারী (Ovarey)।

৩। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের কারণতত্ত্ব লিখ।

কলোসিন্থিসের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ
(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, সিফিলিস এবং ডায়াথেসিস- রিউমেটিক ও গাউটি।
(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ ক্রোধ, ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ থেকে রোগে উৎপত্তি, বিরক্তির

কারণ হতে রোগের সৃষ্টি। মৃত্যু ভয়ের বিরক্তি, ভয়, ব্যথা কারণে এবং বমিবমিভাব ও বমি, উদরাময় এবং ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হয়ে রোগের সৃষ্টি।

৪। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

কলোসিন্থিসের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

Appearance (চেহারা) ঃ ফর্সা হালকা কালো চুলযুক্ত ব্যক্তি। মায়াজমেটিক অবস্থা- খাদ্যে অনিচ্ছা। বিয়ার ও ব্রেডে আকাঙ্খা। মেজাজ- রাগান্বিত এবং খিটখিটে। ডায়াথেসিস- রিউমেটিক সোরিক। ও গাউটি।

৫। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিস এর রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

কলোসিন্থিস এর রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ উদরাময়, আমাশয়, মাথাব্যথা, নিউরালজিয়া, ডিসমেনোরিয়া, ঋতুস্রাবের সময় কলিক ব্যথা, রিউমেটিজম, মাথাঘোরা, সায়েটিকা ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

কলোসিন্থিসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) অত্যন্ত খিটখিটে।

(ii) কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

(iii) অপমানিত হলে মনস্তাপে দগ্ধ হতে থাকে।

(iv) ক্রোধ এবং অবজ্ঞামিশ্রিত রুক্ষভাব। (ক্যামোমিলা, ব্রায়োনিয়া, নাক্স ভমিকা)

৭। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের মাথার লক্ষণাবলী লিখ।

কলোসিন্থিসের মাথার লক্ষণাবলী ঃ

মাথা বাম দিকে ফিরানো সময় শিরঃঘূর্ণন। একপাশে কর্তনবৎ শিরঃপীড়া তৎসহ বমিবমিভাব ও বমি। ব্যথা প্রচাপনে এবং উত্তাপে উপশম, তৎসহ মাথার স্কালে স্পর্শাধিক্য। ব্যথা জ্বালাকর, খননবৎ, বিদারণবৎ এবং ছিন্নবৎ। কপালে ব্যথা হেঁট হলে, চিৎ হয়ে শুলে এবং চোখ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

৮। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ। ১৫

বা, কলোসিন্থিসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১৩

কলোসিন্থিসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথা বামদিকে ফিরানোর সময় শিরঃঘূর্ণন। একপাশে কর্তনবৎ শিরঃপীড়া, তৎসহ বমিবমিভাব ও বমি। ব্যথা প্রচাপনে এবং উত্তাপে উপশম, তৎসহ মাথার স্কালে স্পর্শাধিক্য।

(ii) চোখে তীক্ষ্ণ এবং ছিদ্র করার মত ব্যথা, চাপে উপশম। হেঁট হলে চোখ যেন বের হয়ে যাবে এরূপ অনুভূতি।

(iii) মুখমন্ডল স্ফীত, ছেদন এবং তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, বামদিকে অত্যধিক স্পর্শাধিক্য। প্রচাপনে উপশম। (চায়না)

(iv) প্রচন্ড ক্ষুধা। পাকস্থলীর মধ্যে এমন অনুভূতি যেন মনেহয় কোন কিছু পথ বন্ধ করে রয়েছে, টানিতেছে এরূপ অনুভূতি।

(v) আম্বিলিকাস অঞ্চলে ক্ষুদ্র একটি স্থানে ব্যথা। আমাশয়ের মল যা প্রত্যেকবার সামান্য খাদ্য অথবা পানীয়ে দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে। জেলির মত মল। দুর্গন্ধযুক্ত এবং পেট ফাঁপা।

(vi) ওভারীর অভ্যন্তরে ছোট সিস্টিক টিউমার, যার মধ্যে তরল বা অন্য কোন পদার্থে পূর্ণ থাকে।

(vii) তলপেটে কোন কিছুর দ্বারা চেপে বেঁধে রাখতে ইচ্ছা করে। যোনির অভ্যন্তরে খিল ধরে এবং সব কিছু ঠেলে বের হবার মত জোর করে, তাকে এই অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য সামনের দিকে দ্বিভাঁজ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। (ওপিয়াম)

৯। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

কলোসিন্থিসের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

চোখ তীক্ষ্ণ এবং ছিদ্র করার মত ব্যথা, চাপে উপশম। হেঁ[illegible] হলে চোখ যেন বের হয়ে যাবে এরূপ অনুভূতি। চোখের সন্ধিবা[illegible] রোগের প্রভাবগ্রস্ত অবস্থা। গ্লোকোমা রোগ উৎপন্ন হবার পূ[illegible] আইবলদ্বয়ের মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা।

১০। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী লিখ।

কলোসিন্থিসের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী ঃ

মুখমন্ডল স্ফীত, ছেদন এবং তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, বামদিকে অত্যধিক স্পর্শাধিক্য। প্রচাপনে উপশম। (চায়না) স্নায়ুশূল ভয়ঙ্কর শীতবোধ, দাঁতগুলি মনে হয় বেশ লম্বা হয়ে গেছে। শব্দকালে কানের প্রতিধ্বনিত হয়। পাকস্থলীতে ব্যথা, তৎসহ দাঁতে অথবা মাথায় সর্বদাই ব্যথা বর্তমান থাকে।

১১। প্রশ্ন ঃ পেটের পীড়ায় কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী লিখ। ১৩

বা, পরিপাকতন্ত্রের উপর কলোসিন্থিসের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। ১৫

পেটের পীড়ায় কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী/কলোসিন্থিসের পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারীতা ঃ

পাকস্থলী- অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ। জিহ্বা কর্কশ যেন ইহার উপর বালু পড়েছে এবং যেন দগ্ধ হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি। প্রচন্ড ক্ষুধা। পাকস্থলীর মধ্যে এমন অনুভূতি যেন মনেহয় কোন কিছু পথ বন্ধ করে রয়েছে, টানিতেছে এরূপ অনুভূতি। তলপেটে ছেদনবৎ প্রচন্ড ব্যথা, রোগী ইহার উপশমের জন্য হাঁটু গুটিয়ে কোঁকড়াইতে থাকে এবং তলপেটের উপর চাপ দেয়। তলপেটের মধ্যে মনে হয় পাথর চূর্ণ করা হচ্ছে এবং ফেটে যাবে। অন্ত্রগুলি মনে হয় যেন থেঁৎলিয়ে গেছে। পায়ের গোড়ালিতে খিলধরাসহ শূলব্যথা।

লোয়ার এবডোমেন - তলপেটে কর্তনবৎ ব্যথা, বিশেষতঃ ক্রোধের পর। শূলব্যথা যখন থেকে থেকে তীব্র হয়ে উঠে তখন তারসাথে সর্ববিষয়ে উত্তেজনা বর্তমান থাকে এবং নিম্ন তলপেটের (হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম) সম্মুখভাগে উত্থিত হয়ে এক শীতল অনুভূতি গন্ডদেশদ্বয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আম্বিলিকাস অঞ্চলে ক্ষুদ্র একটি স্থানে ব্যথা। আমাশয়ের মল, যা প্রত্যেকবার সামান্য খাদ্য অথবা পানীয়ে দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে। জেলির মত মল। দুর্গন্ধযুক্ত এবং পেট ফাঁপা।

১২। প্রশ্ন ঃ স্ত্রীরোগে কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী লিখ।

বা, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর কলোসিন্থের ব্যবহার লিখ।

স্ত্রীরোগে কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী ঃ

ডিম্বাশয়ের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা। শরীরকে সামনের দিকে কোঁকড়াতে ফেলাতে হয় অন্যথায় অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ছোট সিস্টিক টিউমার, যার মধ্যে তরল বা অন্য কোন পদার্থে পূর্ণ থাকে। তলপেটে যেন কিছুর দ্বারা চেপে বেঁধে রাখতে ইচ্ছা করে। যৌনির অভ্যন্তরে খিল ধরে এবং সব কিছু যেন বের হবার মত জোর করে, তাকে এই অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। (ডিম্বাশয়)

১৩। প্রশ্ন ঃ প্রস্রাবের রোগে কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী লিখ।

বা, কলোসিন্থিসের মূত্রতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

প্রস্রাবের রোগে কলোসিন্থিসের লক্ষণাবলী ঃ

মলত্যাগের সময় মূত্রনালীর মধ্যে তীব্র জ্বালা। মূত্রাশয়ের প্রদাহ, ডিমের সাদা অংশের মত স্রাব নির্গত হয়। প্রস্রাব ঝাঁঝালো (এসিড ফস) দুর্গন্ধময়, প্রতিরাতে অনবরত প্রস্রাব হয়। অসহ্য পুনঃপুনঃ মূত্রবেগ। মূত্রনালীর মুখ ফুলানো। [illegible]। মূত্রত্যাগকালে সমস্ত তলপেটের উপর যন্ত্রণা।

১৪। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণাবলী লিখ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণাবলী ঃ

পেশীসমূহের সঙ্কোচন। শরীরের যাবতীয় অঙ্গ টান অবস্থায় গুটিয়ে থাকে। ডান স্ক্যাপুলার ত্রিকোণ পেশীতে ব্যথা। (গুয়েইকাম) হিপ ও হিপ জয়েন্ট অঞ্চলে খিলধরার মত ব্যথা, রোগাক্রান্ত পার্শ্বের উপর শয়ন করে থাকে, হিপ জয়েন্ট হতে জানু পর্যন্ত ব্যথা। জয়েন্টসমূহ আড়ষ্টতা এবং পেশীসমূহ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বামদিকের সাইয়েটিকা-টানভাব, ছেদনবৎ ব্যথা, প্রচাপনের উত্তাপ উপশম, কোমর

স্পর্শে বৃদ্ধি। ডানদিকের উরুর উপর দিকে নিম্নগামী ব্যথা, পেশী এবং টেন্ডনসমূহ ছোট হয়ে গেছে বলে মনে হয়, অসাড়তা, তৎসহ যন্ত্রণা।

১৫। প্রশ্ন ঃ কলোসিন্থিসের ক্রিয়ানাশক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১৩
কলোসিন্থিসের ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ
কফিয়া, ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, ক্যামোমিলা, ওপিয়াম, কষ্টিকাম।

১৬। প্রশ্ন ঃ ক্রিয়াস্থলসহ ইহার অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১৩

কলোসিন্থিসের হ্রাস ঃ জোরে চাপ দিলে, গরমে, মাথা সম্মুখ দিকে বক্র করে শয়ন করলে।
কলোসিন্থিসের বৃদ্ধি ঃ ক্রোধে, অবজ্ঞা মিশ্রিত রোগ হেতু।
কলোসিন্থিসের তুলনীয় ঃ লোবেলিয়া এরিনাস, ডায়োস্কোরিয়া, ক্যামোমিলা, ককিউলাস, মার্ক-সল, প্লাম্বাম, ম্যাগ ফস।
কলোসিন্থিসের অনুপূরক ঃ মার্ক-সল।
শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ নাই।
ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ কফিয়া, ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, ক্যামোমিলা, ওপিয়াম, কষ্টিকাম।
ক্রিয়াকাল ঃ ১- ৭ দিন।
মাত্রা ও শক্তি ঃ ৬ষ্ঠ - ৩০ শক্তি এবং সূক্ষ্মমাত্রা।

১৩। ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসা
(Dioscorea Villosa)

১। প্রশ্ন ঃ ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ উইল্ড ইয়াম, কলিক রুট।
উৎস ঃ উদ্ভিদ। এটা প্রকৃতিগতভাবে ডায়াস্কোরিয়েসি গোত্রের একটি লতা গুল্ম।
বর্ণনা ঃ পাতাগুলোকে হৃদপিণ্ড আকারের এবং কিছুটা সূচাগ্র। ফুলগুলো হলদে রংয়ের।
প্রাপ্তিস্থান ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ তাজা মূল থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।
প্রুভারের নাম ঃ ডাঃ এ, এম,কাশিং।

২। প্রশ্ন ঃ ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার ক্রিয়াস্থল লিখ।
ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার ক্রিয়াস্থল ঃ
নার্ভস (Nerves), এবডোমেন (Abdomen), সায়েটিকা (Sciatica), গলব্লাডার (Gall Bladder), রাইট সাইড (Right side)।

৩। প্রশ্ন ঃ ঃ ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার কারণতত্ত্ব লিখ।
ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ
ক. মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা
খ. উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ অতিরিক্ত চা পান থেকে পেট ফাঁপাজনিত অজীর্ণতা। পেট ফাঁপাজনিত শূলব্যথা। হস্তমৈথুন। নিয়মিত খাদ্য আহার না করার কারণে রোগের উৎপত্তি। পিত্তপাথুরীজনিত শূলব্যথা। লিভারের বিশৃঙ্খলা হেতু রোগ। যে সকল ব্যক্তির পারিপাক শক্তি ক্ষীণ, চা পানকারী, যাদের পেটে অত্যধিক বায়ু সঞ্চিত হয়।

৪। প্রশ্ন ঃ রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ বিলিয়ারী কলিক, আই,বি,এস, গ্যাস্ট্রালজিয়া, ডিসপেপসিয়া, রেনাল কলিক, ডিসমেনোরিয়া, সায়েটিকা, এনজিনা।

৫। প্রশ্ন ঃ উৎসসহ ডায়াস্কোরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ। ১৩

ডায়াস্কোরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথার উভয় দিকের রগের অপ্রবল ব্যথা, চাপ দিলে কমে কিন্তু তারপর আবার বৃদ্ধি পায়। মাথার ভিতর ভনভন শব্দ।

(ii) সকালে মুখগহ্বর শুষ্ক এবং তিক্ত, জিহ্বা প্রলেপযুক্ত, পিপাসাহীন। অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় গ্যাস উদ্গীর্ণ হয়ে থাকে।

(iii) এবডোমেনের উর্ধ্বভাগে শূন্যবোধ, মুখ দিয়ে পানি উঠে। বক্ষের অস্থির উপর দিয়ে ব্যথা, উহা বাহুগুলির উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়।

(iv) হাইপোগ্যাস্টিক অঞ্চলে মোচর দেয়ার ন্যায় এবং কর্তনবৎ ব্যথা, তৎসহ থেকে থেকে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে কর্তনবৎ ব্যথা।

(v) পিত্তথলী হতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠঅঞ্চল এবং বাহুদ্বয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

(vi) মূত্রগ্রন্থির শূল তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ব্যথা।

(vii) হৃদশূল, বক্ষের অস্থির পশ্চাদ্ভাগ হতে আরম্ভ করে বাহুদ্বয় পর্যন্ত ব্যথা বিস্তৃতি, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর, হৃদপিন্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ।

(viii) স্ক্রোটাম ও পিউবিস অঞ্চল হতে তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ঘর্মস্রাব হয়। নিদ্রাকালে শুক্রক্ষয় অথবা যৌনশক্তির ক্ষীণতা হেতু শুক্রনির্গমন, তৎসহ দুর্বল হাঁটু।

(ix) জরায়ুর শূলব্যথা, জরায়ু হতে ব্যথা বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

(x) শ্বাস গ্রহণ করার সময় বক্ষঃস্থল মনে হয় যেন প্রসারিত হচ্ছে না। ক্ষীণ শ্বাস।

৬। প্রশ্ন ঃ পরিপাকতন্ত্রের রোগে ডায়াস্কোরিয়ার ব্যবহার লিখ।

পরিপাকতন্ত্রের রোগে ডায়াস্কোরিয়ার ব্যবহার ঃ

সকালে মুখগহ্বর শুষ্ক এবং তিক্ত, জিহ্বা প্রলেপযুক্ত, পিপাসাহীন। অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় গ্যাস উদ্গীর্ণ হয়ে থাকে। পাকাশয়ের শূলব্যথা। এবডোমেনের উর্ধ্বভাগে শূন্যবোধ, মুখ দিয়ে পানি উঠে। বক্ষের অস্থির উপর দিয়ে ব্যথা, উহা বাহুগুলির উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়। অম্ল এবং তিক্ত বায়ু উদ্গারের সাথে নির্গত হয়, তৎসহ হিক্কা। ইপিগ্যাস্টিয়াম অঞ্চলে তীক্ষ্ণ ব্যথা, খাড়াভাবে দন্ডায়মান হলে উপশম। এবডোমেনের ব্যথা হঠাৎ শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। ব্যথা উপস্থিত হয় দূরবর্তী স্থানে, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে। পেটের মধ্যে গুড়্গুড় শব্দ করতে থাকে। তৎসহ প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ। হাইপোগ্যাস্টিক অঞ্চলে মোচর দেয়ার ন্যায় এবং কর্তনবৎ ব্যথা, তৎসহ থেকে থেকে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে কর্তনবৎ ব্যথা। শূলব্যথা চলে ফিরে বেড়ালে উপশম। তলপেট হতে ব্যথা পৃষ্ঠ, বক্ষ, বাহুদ্বয়ে বিস্তৃত হয়। সামনের দিকে ঝুকলে এবং শয়নকালে বৃদ্ধি। লিভার হতে তীক্ষ্ণ ব্যথা আরম্ভ হয়ে ডান স্তনের বোঁটা পর্যন্ত তীরের ন্যায় ছুটে পৌছায়। পিত্তথলি হতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ অঞ্চল এবং বাহুদ্বয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূত্রগ্রন্থির শূল, তৎসহ প্রত্যঙ্গাদিতে ব্যথা। মলত্যাগের জন্য দ্রুত বেগ হতে থাকে।

৭। প্রশ্ন ঃ ডায়াস্কোরিয়ার হৃৎপিন্ডের লক্ষণাবলী লিখ।

ডায়াস্কোরিয়ার হৃৎপিন্ডের লক্ষণাবলী ঃ হৃদশূল, বক্ষের অস্থির পশ্চাদ্ভাগ হতে আরম্ভ করে বাহুদ্বয় পর্যন্ত ব্যথা বিস্তৃতি, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর, হৃদপিন্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ। বিশেষতঃ লক্ষণাবলীর সাথে পেটে বায়ুসঞ্চয় এবং বক্ষের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণা এবং বুকের উপর চাপবোধ থাকে।

৮। প্রশ্ন ঃ অর্শ/সরলান্ত্র এর রোগে ডায়াস্কোরিয়ার ব্যবহার লিখ।

অর্শ/সরলান্ত্রের রোগে ইহার ব্যবহার ঃ অর্শ তৎসহ লিভার পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা। একগুচ্ছ আঙ্গুর অথবা লাল চেরি ফলের ন্যায়, মলত্যাগের পর বাহিরে ঠেলে বের হয়ে আসে এবং তৎসহ মলদ্বারে ব্যথা অনুভূত হয়। উদরাময় - মল হলুদ, তৎপরে ক্লান্তি, যেন অন্ত্রের বায়ু এবং মল উভয়ই উত্তপ্ত।

৯। প্রশ্ন ঃ যৌন রোগে ডায়াস্কোরিয়ার ব্যবহার লিখ। ১৩
বা, যৌন রোগে ডায়াস্কোরিয়ার লক্ষণাবলী লিখ।

যৌন রোগে ডায়াস্কোরিয়ার ব্যবহার ঃ
পুংজননেন্দ্রিয় ঃ ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল এবং শীতল। কিডনী অঞ্চল হতে ব্যথা অন্ডদ্বয়ের মধ্যে ধাবিত হয়। স্ক্রোটাম ও পিউবিস অঞ্চল হতে তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ঘর্মস্রাব হয়। নিদ্রাকালে শুক্রক্ষয় অথবা যৌনশক্তির ক্ষীণতা হেতু শুক্রনির্গমন, তৎসহ দুর্বল হাঁটু।
স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঃ জরায়ুর শূলব্যথা, জরায়ু হতে ব্যথা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সুস্পষ্ট স্বপ্নসমূহ।

১০। প্রশ্ন ঃ ডায়াস্কোরিয়ার শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।
শ্বাসতন্ত্র ঃ স্টার্নামের উপর চাপবোধ। শ্বাস গ্রহণ করার সময় বক্ষঃস্থল মনে হয় যেন প্রসারিত হচ্ছে না। ক্ষীণ শ্বাস।

১১। প্রশ্ন ঃ ডায়াস্কোরিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি লক্ষণাবলী লিখ।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ঃ পৃষ্ঠদেশে খঞ্জতাবোধ, ঝুঁকলে বৃদ্ধি। সন্ধিস্থলসমূহে কনকনানি এবং আড়ষ্টভাব। সায়েটিকা- ব্যথা তীরের মত উরুর উপর দিয়ে নিম্নদিকে নামে, ডান দিকে বৃদ্ধি। সম্পূর্ণ স্থির থাকলে উপশম। আঙ্গুল হাড়ার প্রাথমিক অবস্থায়, যখন কিছু ফুটিতেছে এরূপ ব্যথা সর্বপ্রথম অনুভূত হয়। নখসমূহ ভঙ্গুর প্রবণ। হাত-পায়ের আঙ্গুল পেশীতে সংকোচন ও খিল ধরা।

৭। প্রশ্ন ঃ ইহার হ্রাস-বৃদ্ধিসহ অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১৩
ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার হ্রাস ঃ সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ালে, মুক্ত বাতাসে নড়াচড়ায়, চাপনে।
ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার বৃদ্ধি ঃ সন্ধ্যায় এবং রাত্রে, শয়নে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গুটিয়ে থাকলে।
ডায়াস্কোরিয়া ভিলোসার তুলনীয় ও অনুপূরক ঔষধ ঃ নাক্স-ভম, ক্যামোমিলা, ব্রায়োনিয়া।
ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ ক্যামোমিলা, ক্যাম্ফর, ব্রায়োনিয়া।
ক্রিয়াকাল ঃ ১- ৭ দিন।

১৪। ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়া
(Drosera Rotundifolia)

১। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।
Botanical name : Drosera Rotundifolia Linn
প্রতিনাম (Synonyms) ঃ সান-ডিউ, মুরগ্রাস।
উৎস ঃ উদ্ভিদ। এটা প্রকৃতিগতভাবে ড্রসেরাসিয়াই (Droseraceae) গোত্রের গোল পাতা বিশিষ্ট একটি গুল্ম।
ব্যবহৃত অংশ ঃ সমস্ত উদ্ভিদ।
প্রাপ্তিস্থান ঃ ইউরোপ ও দক্ষিন আমেরিকা এবং এশিয়ায় পাওয়া যায়।
প্রস্তুত প্রণালী ঃ ফুল ফোটার শুরুতে সংগৃহীত সম্পূর্ণ তাজা উদ্ভিদ থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।
পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ডাঃ হ্যানিম্যান, ডাঃ কুরি, টাইলার এম এল।

২। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার উৎসসহ ক্রিয়াস্থল লিখ। ০৮,
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ
রেসপিরেটরী অর্গানস (Respiratory organs), ল্যারিংস (Larynx), বুক (chest), হাড় (অস্থি) (Bones), গ্ল্যান্ড (Glands), ফুসফুস (Lungs)।

৩। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার কারণতত্ত্ব লিখ।
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ
(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, টিউবারকুলার ডায়াথেসিস।
(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ হুপিংকাশির প্রচন্ড প্রাদুর্ভাবজনিত রোগসমূহ, হাম, বংশগত যক্ষ্মাসহ গলগন্ড, যক্ষ্মার ইতিহাসসহ সন্ধিবাত ও হাঁপানী। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।যেমন-মাইকোব্যাক্টেরিয়া টিউবারকুলোসিস।

লিখ।

৪। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ
Appearance (চেহারা) ঃ হতাশা ও উদ্বেগপূর্ণ। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ প্রচণ্ড শীতকাতর। মায়াজমেটিক অবস্থা-সোরিক। ডায়াথেসিস- টিউবারকুলার।

৫। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ
কাশি, হুপিংকাশি, স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ, ল্যারিংজিয়াল টিউবারকুলোসিস, অস্থির ও গ্ল্যান্ড টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলার প্লুরিসি প্রভৃতি।

৩। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার উৎসসহ পরিচায়ক লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১১
বা, ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার নির্দেশক লক্ষণগুলি বর্ণনা কর। ০৮
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার উৎস ঃ
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার উৎস উদ্ভিদ। ইহা ড্রসেরাসিয়াই গোত্রের গোলপাতা বিশিষ্ট একটি গুল্ম।
ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ
(i) হুপিং কাশি, একটির পর আর একটি প্রবল কাশি আসে, সকালে ঘুম ভাঙ্গলে যে পর্যন্ত না কিছুটা সর্দি বমি হয়, ততক্ষণ কাশি কমে না।
(ii) ফুসফুসের থাইসিস- কাশিলে ভুক্ত দ্রব্য বমি হয়ে যায় এবং পাকাশয়ে উপদাহ ও প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন হয়।
(iii) হিপ জয়েন্ট এ ব্যথা। টিউবারকুলার গ্ল্যান্ড।
(iv) কটি ও উরুর সংলগ্ন সন্ধিতে, হিপ জয়েন্ট পক্ষাঘাতের ন্যায় ব্যথা।
(v) পায়ের সন্ধিতে আড়ষ্টভাব, শয্যাভাব, শয্যা অত্যধিক শক্ত বলে অনুভূত হয়।

(vi) জ্বর আভ্যন্তরীন শীতবোধ, থরথর করে কম্পন, তৎসহ মুখমণ্ডল গরম, হাত শীতল ও তৃষ্ণাহীনতা।
(vii) স্বরতন্ত্রের সুড়সুড়ি থেকে কাশি, মনে হয় একটি পালক দ্বারা সুড়সুড়ি দেয়া হচ্ছে।
(viii) রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কাশি বৃদ্ধি।
(ix) পানি পান, গান করা, হাসা, ক্রন্দন, শয়ন, মধ্যরাতের পর কাশি বৃদ্ধি পায়।
(x) শিশুর অবিরত, সুড়সুড়িযুক্ত কাশি, রাতে বালিশে মাথা রাখার পরই শুরু হয়। (Bell, Cro)

৪। প্রশ্ন ঃ হুপিংকাশিতে ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার ব্যবহার লিখ। ১১
বা, কাশিতে ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার ব্যবহার লিখ। ০৮
বা, কাশিতে ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার লক্ষণাবলী লিখ।
হুপিং কাশিতে ড্রসেরার ব্যবহার ঃ
(i) আক্ষেপিক শুষ্ক, উত্তেজনা, সৃষ্টিকারক কাশি।
(ii) কাশির সময়ান্তর অতিশয্যারূপ আক্রমণগুলি পর পর অতি দ্রুত সংগঠিত হয়।
(iii) কাশির ধমকে রোগী শ্বাস গ্রহণ করার জন্য বিশেষ সময় পায় না, শ্বাসরোধ হয়ে যায়।
(iv) কাশি অত্যন্ত গভীর, স্বরভঙ্গযুক্ত এবং মধ্যরাতের পর বৃদ্ধি।
(v) হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা, নাক ও মুখ গহ্বর হতে রক্তপাত এবং বমির উদ্রেক।
(vi) রাত্রিকালে শয়ন করার জন্য বালিশটি মাথায় দিলেই প্রবল কাশি আরম্ভ হয়।
(vii) কাশিবার সময় রোগীর পাঁজরে ও বুকের দুই পার্শ্বে হাত দিয়ে চেপে ধরে।
(viii) কাশির শব্দ কুকুরের আওয়াজের ন্যায়।
(ix) গলার মধ্যে সামান্য পরিমাণ সর্দি জমে থাকে এবং রোগী উহা ক্রমাগত কাশি দিয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করে।
(x) গলনালীতে ক্ষত এবং সে সঙ্গে গলনালীতে সংকোচন বোধ।

ড্রসেরার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ ও জ্বরের ব্যবহার লিখ।

৫। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ ও জ্বরের ব্যবহার ঃ কল্কি-ফিমোরাল
ড্রসেরার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ ও জ্বরের ব্যবহার ঃ কব্জি-ফিমোরাল জয়েন্ট এবং থাইতে (উরু) প্যারালাইসিসের মত ব্যথা। পায়ের সন্ধিস্থলসমূহের আড়ষ্টভাব, সকল প্রত্যঙ্গাদি খণ্ড করে মনে হয়। শয্যা অত্যধিক শক্ত বলে অনুভূত হয়।

জ্বর ঃ আভ্যন্তরীণ শীতবোধ, থরথর করে কাঁপে, তৎসহ উত্তপ্ত মুখমন্ডল, শীতল হাত এবং পিপাসাহীন। সর্ব সময়েই অত্যধিক শীতল, এমন কি শয্যাতেও।

৬। প্রশ্ন ঃ ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধিসহ অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ? ১১

ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার হ্রাস ঃ

(i) মুক্ত বাতাসে (ii) হাঁটা চলায়, (iii) নড়াচড়ায়।

ড্রসেরা রোটান্ডিফলিয়ার বৃদ্ধি ঃ

(i) গান করলে, পান করলে, (ii) শয়ন করলে, (iii) বাম পার্শ্বে শয়নে, (iv) মধ্যরাতের পর, (v) শয্যায় শুয়ে গরম হয়ে উঠলে বা তাপে। (vi) চাপনবৎ ব্যথা চাপে, (vii) সন্ধ্যাকালে, (viii) গরম পানীয় পানে, (ix) উত্তাপে।

ড্রসেরার অনুপূরক ঔষধের নাম ঃ নাক্স-ভমিকা।

তুলনীয় ঃ ক্যালকেরিয়া কার্ব, চায়না, পালসেটিলা, কোনিয়াম, সালফার, ভিরেট্রাম।

শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ জানা যায় নাই।

ক্রিয়াকাল ঃ ২০-৩০ দিন (ক্লার্ক)

ক্রিয়ানাশক ঃ ক্যাম্ফর।

শক্তি ও মাত্রা ঃ ১ম হতে ১২ শক্তি পর্যন্ত।

১৫। হাইপেরিকাম পারফোরেটাম
(Hypericum Perforatum)

১। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকাম পারফোরেটামের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Hypericum Perforatum Linn Family : Hypericaceae.

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ সেন্ট জন্স ওয়ার্ট।

উৎস ঃ উদ্ভিদ। এটা প্রকৃতিগতভাবে হাইপেরিকেসিয়াই গোত্রের অপূর্ব তারকা আকার বিশিষ্ট ফুল সম্বলিত উদ্ভিদ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ইহা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় দেখা যায়। প্রায়ই সমস্ত মাঠব্যাপি জন্ম নেয়।

ব্যবহৃত অংশ ঃ সমস্ত উদ্ভিদ।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ সমগ্র তাজা ও ফুল ফোটা অবস্থায় উদ্ভিদ থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ জার্মানীর ডাঃ জর্জ এফ, মুলার, হেরিং।

২। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকাম পারফোরেটামের ক্রিয়াস্থল লিখ। ১৩

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

স্পাইনাল নার্ভস (Spinal nerves), কক্সিস (Coccyx), মেনিনজেস (Meninges), ভার্টেক্স (Vertex), ইন্টার স্ক্যাপুলার (Inter-scaplar)।

৩। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকাম পারফোরেটামের কারণতত্ত্ব লিখ।

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

ক. মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা।

খ. উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ স্পাইনাল কর্ডে প্রচন্ড যান্ত্রিক আঘাতের কুফল, পেরেক, সুঁচ, আলপিন নখে বিদ্ধ হওয়াজনিত, ইদুঁরের কামড়জনিত আঘাত (লিডাম)। ভয়। যে কোন ধরনের আঘাত।

৪। প্রশ্ন ঃ রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ উদরাময়, মাথাব্যথা, প্যারালাইসিস, নিউরালজিয়া, রিউমেটিজম, সায়েটিকা, হুপিংকোশি।

৫। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকামের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

হাইপেরিকামের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ মনে করে যেন তাকে শূন্যের উচ্চস্থানে উঠান হয়েছে অথবা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় যেন সে উচ্চস্থান হতে পড়ে যাবে। মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া। বিষণ্ণতা। আকস্মিক ভয়। কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে যায়। লিখার সময়ে অক্ষর বাদ পড়ে এবং লিখায় ভুল হয়। অত্যন্ত উদ্বেগ।

ফিজিক্যাল জেনারেল ঃ খাদ্যে অনিহা, মদ্যপান, গরম দুধ ও গরম পানীয় পানের আকাঙ্খা। সকালে ও সন্ধ্যায় ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। তীব্র/প্রচন্ড পিপাসা তৎসহ মুখের মধ্যে গরম অনুভূত হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকাম পারফোরেটামের মস্তিষ্কের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের মস্তিষ্কের লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথা ভারীবোধ, এরূপ অনুভূতি হয় যেন তাকে বরফের মত ঠান্ডা হাত দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছে।

(ii) মাথার তালুতে দপদপানি, বদ্ধ ঘরে বৃদ্ধি। মনে হয় মস্তিষ্ক যেন প্রচাপিত হয়েছে।

(iii) মুখমন্ডলের ডান সাইডে কনকন করে। মস্তিষ্ক শূন্যবোধ এবং স্নায়বিক দুর্বলতা।

(iv) ফেসিয়াল নিউরালজিয়া এবং টানিতেছে, ছিন্নকর দাঁতে ব্যথা, তৎসহ বিষাদ।

(v) মাথা বড় বলে মনে হয় ও মাথার খুলি ভেঙ্গে যাবার পর, অস্থিগুলি টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক মনে হয় যেন জীবিত আছে।

(vi) চোখ ও কানের মধ্যে ব্যথা। চুল পড়ে যায়।

৭। প্রশ্ন ঃ হাইপেরিকামের পরিচায়ক লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১৫
বা, পরীক্ষকের নামসহ হাইপেরিকামের নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ। ১৩

পরীক্ষকের নামসহ হাইপেরিকামের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথা ভারীবোধ এরূপ অনুভূতি হয় এবং যেন তাকে বরফের ন্যায় শীতল হাত দ্বারা স্পর্শ করছে।

(ii) বিষণ্ণতা, লিখতে গেলে ভুল হয়। মানসিক আঘাতের কুফল।

(iii) মাথার তালুতে দপদপানি, বদ্ধ ঘরে বৃদ্ধি।

(iv) মস্তিষ্কে শূন্যতার অনুভূতি ও স্নায়বিক দুর্বলতা।

(v) মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল এবং টেনে ধরা ও ছিঁড়ে ফেলার মত দাঁতের ব্যথাসহ বিষণ্ণতা।

(vi) মাথা বড় হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি।

(vii) জিহ্বার উপর সাদা প্রলেপ, অগ্রভাগ পরিষ্কার।

(viii) মদ পানের স্পৃহা। পিপাসা, বমিবমিভাব। পাকস্থলির ভিতর পিন্ডের ন্যায় অনুভূতি (ব্রায়োনিয়া, এবিস নাইগ্রা)।

(ix) ইহা স্নায়ুসমূহের আঘাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ- বিশেষ করে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং নখের স্নায়ুসমূহের আঘাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

(x) আঙ্গুলের অগ্রভাগ পিষে যাওয়া কারণে তীব্র ব্যথা।

(xi) অস্ত্রোপচারের পরে ব্যবহার যন্ত্রণার উপশম।

(xii) মেরুদন্ডে আঘাত- পড়ে যাবার ফলে সেক্রামে ব্যথা, ব্যথা মেরুদন্ড বরাবর উপরে উঠে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

(xiii) হাঁপানি কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়া বৃদ্ধি এবং প্রচুর ঘামে উপশম।

(xiv) প্রচুর ঘর্মস্রাব, মাথার চর্মে ঘাম সকালে ও ঘুমের পরে বৃদ্ধি।

(xv) তীব্র চুলকানী মনে হয় চর্মের নীচে উদ্ভেদ রয়েছে।

৮। প্রশ্ন ঃ আঘাতে হাইপেরিকাম ও লিডাম পলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১৩, ১৫

আঘাতে হাইপেরিকাম ও লিডাম পলের মধ্যে পার্থক্য ঃ

আঘাতে হাইপেরিকাম ঃ

(i) ইহা স্নায়ুসমূহের আঘাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ- বিশেষ করে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং নখের স্নায়ুসমূহের আঘাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

(ii) আঙ্গুলের অগ্রভাগ পিষে যাওয়া কারণে তীব্র ব্যথা।

(iii) অস্ত্রোপচারের পরে ব্যবহার যন্ত্রণার উপশম।

(iv) মেরুদন্ডে আঘাত- পড়ে যাবার ফলে সেক্রামে ব্যথা, ব্যথা মেরুদন্ড বরাবর উপরে উঠে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

আঘাতে লিডাম পল ঃ

(i) ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়লে লিডাম পাল সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বহুকাল পূর্বে আঘাত পাওয়ার পর যদি ঐ স্থানে বর্ণ বিকৃত বা কালশিরা সবুজবর্ণের হয়ে যায় ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

(ii) কোন স্থানে কাটা, খোঁচা, সূঁচ, পেরেক বা গজলি ফুটে আহত হলে, স্নায়ুতে আঘাত (হাইপেরিকাম)।

(iii) ইদুঁর, বোলতা, ভিমরুল, প্রভৃতির দংশনের কুফল।

(iv) গোড়ালী বা পায়ের পাতা সহজে মচকে যায়।

৯। প্রশ্ন ঃ ক্রিয়াস্থলসহ হাইপেরিকাম পারফোরেটামের হ্রাস-বৃদ্ধি, অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১৩, ১৫

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের হ্রাস ঃ মাথা পিছনের দিকে ঝুকালে।

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের বৃদ্ধি ঃ ঠান্ডায়, আর্দ্রতায়, কুয়াশায়, বদ্ধ ঘরে, সামান্য ঠান্ডা লাগলে, স্পর্শে।

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের তুলনীয় ঃ ক্যালি বাই, কোনিয়াম, আর্সেনিক আয়োড, ফাইটোলক্কা, এষ্টারিয়াস, স্ট্যার্নাম, পালসেটিলা।

হাইপেরিকাম পারফোরেটামের অনুপূরক ঃ লিডাম

শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ জানা যায় নাই।

ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ আর্সেনিক এলবাম, ক্যামোমিলা, সালফার।

ক্রিয়াকাল ঃ ১ - ৭ দিন।

১৬। হেমামেলিস ভার্জিনিকা
Hamamelis Virginica

১। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিস ভার্জিনিকার প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Hamamelis Virginica Linn Family : Hamamelideaceae

প্রতিনাম (Synonyms) ঃ উইচ্ হ্যাজেল, উইন্টার ব্লুম।

উৎস ঃ উদ্ভিদ। ইহা প্রকৃতিগতভাবে হেমামেলিসিয়াই গোত্রের এবং সবুজ হলুদ ফুলবিশিষ্ট একটি গুল্ম।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় জন্মে।

ঔষধে ব্যবহৃত অংশ ঃ তাজা স্টিম ও মূলের বাকল।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ গুল্মের তরুণ শাখার তাজা বাঁকল বা তাজা মূল থেকে মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ ডাঃ সি. হেরিং হেমামেলিস ভার্জিনিকা ঔষধটি প্রুভ করেন। ।

২। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের ক্রিয়াস্থল লিখ। ১২

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ মন, মস্তিষ্ক, নাক, রেক্টাম, স্টোমাক, ফিমেল জেনিটাল অর্গান, চেষ্ট ক্যাভেটি, পেলভিস রিজয়ন।

৩। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের কারণতত্ত্ব লিখ।

হেমামেলিসের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

ক. মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, হেমোরেজিক ডায়াথেসিস।

খ. উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ দীর্ঘদিনের যান্ত্রিক আঘাতজনিত কুফলের কারণে রোগ (আর্নিকা, হাইপেরিকাম, লিডাম, সিস্ফাইটম), অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও

অধিকতর অবস্থুতা (মেরুদণ্ড অস্থি.)। কাটাযুক্ত, ছিন্নকর ও আঘাতযুক্ত আহত হওয়া। রক্ত ধাতুর কুফল।

৪। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

Appearance (চেহারা) ঃ ফ্যাকাশে, রক্তহীন দুর্বল ব্যক্তি। শরীর্ণ, অনাবৃত অবস্থা থেকে সহজেই ঠান্ডা লাগে। শীতকালে দৃঢ় বর্দ্ধনী অনুভব করে এবং বসন্ত কালে মুক্ত মনে হয়। শীত ও গরমে অনুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ শীতকারত। মায়াজম অবস্থ- সোরিক। মেজাজ- খিটখিটে। ডায়াথেসিস- হেমোরেজিক।

৫। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

হেমামেলিসের রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ

রেট্রেক্টেড এবরশন, বার্ন, ক্যান্সার, এন্টেরিক ফিভার, চোখের রোগ, হেমচুরিয়া, হেমোরেজ, রক্তস্রাবীয় অর্শ, আঘাত, লিউকোরিয়া, ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ, নাকের রক্তস্রাব (এপিটাক্সিস), রিউমেটিজম, অর্চি, ধমনী প্রদাহ, ভেরিকোজ ভেইন, আলসার।

৬। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

হেমামেলিসের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রসারণ ও নীলবর্ণ; গলার শিরার স্ফীতাবস্থা।

(ii) জিহ্বায় জ্বালাকর অনুভূতি। পিপাসা। উভয় দিকের কিনারায় ফোস্কা।

(iii) বমির সঙ্গে কালোবর্ণের রক্ত উঠে।

(iv) পাকস্থলীর ভিতর দপদপানি ও ব্যথা।

(v) মলদ্বারে টাটানি ব্যথা ও হেজে যাবার মত অনুভূতি।

(vi) অর্শ- প্রচুর রক্তস্রাব হয়, তৎসহ টাটানি ব্যথা।

(vii) আমাশয়ে সরলান্ত্রে দপদপানি।

(viii) প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত, তৎসহ রোগের বৃদ্ধি।

৭। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী লিখ। ১২

হেমামেলিসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব।

(ii) চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, রক্তস্রাব শোষন দ্রুততর করে। মনে হয় চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

(iii) নাক থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রসারণ ও নীলবর্ণ, গলার শিরার স্ফীতাবস্থা।

(iv) জিহ্বায় জ্বালাকর অনুভূতি, পিপাসা, উভয় দিকের কিনারায় ফোস্কা। বমির সঙ্গে কালোবর্ণের রক্ত উঠে।

(v) পাকস্থলীর ভিতর দপদপানি ব্যথা ও মলদ্বারে টাটানি ব্যথা এবং হেজে যাবার মত অনুভূতি।

(vi) অর্শ-প্রচুর রক্তস্রাব হয় তৎসহ টাটানি ব্যথা। আমাশয় সরলান্ত্রে দপদপানি ব্যথা।

(vii) প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত তৎসহ রোগের বৃদ্ধি।

(viii) ডিম্বাশয়ের রক্তাধিক্য ও স্নায়ুশূল, তীব্র টাটানি ব্যথা। ঋতুস্রাব বন্ধ হেতু অন্যত্র রক্তস্রাব।

(ix) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এরূপ ব্যথা।

(x) ঋতুস্রাব কালো, প্রচুর তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুইটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাবের সময়ে ব্যথা।

(xi) যোনিপথ অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রচুর প্রদরস্রাব, যোনিকপাটে চুলকানি।

(xii) কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে, সুড়সুড় কর কাশি।

(xiii) বুকের ভিতর টাটানি ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।

(xiv) গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা থেকে ক্ষতবৎ ব্যথা, নীচের দিকে নামে।

(xv) কোমর প্রদেশে ও পাকস্থলীর নিম্নাংশের উপর তীব্র ব্যথা, ব্যথা নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে। বাহু ও পাগুলিতে ক্লান্তিভাব।

(xvi) পেশীসমূহ ও সন্ধিগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পিঠ ও হিপ জয়েন্টস্থানে শীতবোধ, পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে রক্ত ক্ষরণের উপর হেমামেলিসের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। ১২

শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে রক্ত ক্ষরণের উপর হেমামেলিসের কার্যকারিতা বর্ণনা ঃ

(i) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব।

(ii) চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, ইহা রক্তস্রাব শোষণ দ্রুততর করে। মনে হয় চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

(iii) নাক থেকে প্রচুর রক্তস্রাব, জমাট বাঁধে না, তৎসহ নাকের অস্থির উপর চাপবোধ।

(iv) বমির সঙ্গে কালোবর্ণের রক্ত উঠে। পাকস্থলীর ভিতর দপদপানি ব্যথা। মলদ্বারে টাটানি ব্যথা ও ভেঙ্গে যাবার মত অনুভূতি।

(v) অর্শ- প্রচুর রক্তস্রাব হয় তৎসহ টাটানি ব্যথা।

(vi) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এ জাতীয় ব্যথা।

(vii) ঋতুস্রাব কালো প্রচুর তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুইটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

(viii) কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে, সুড়সুড় কর কাশি।

(ix) বুকের ভিতর টাটানি ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।

(x) গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা থেকে ক্ষতবৎ ব্যথা, নীচের দিকে নামে।

(xi) কোমর অঞ্চলে ও পাকস্থলীর নিম্নাংশের উপর তীব্র ব্যথা, ব্যথা নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

৯। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের স্ত্রীজননতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

(i) ওভারীতে রক্তাধিক্য ও স্নায়ুশূল, তীব্র টাটানি ব্যথা।

(ii) ঋতুস্রাব বন্ধ হেতু অন্যত্র রক্তস্রাব।

(iii) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এই জাতীয় ব্যথা।

(iv) ঋতুস্রাব কালো, প্রচুর, তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুইটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

(v) দুইটি মাসিক চক্রের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যথা।

(vi) ভ্যাজাইনাল ক্যানেলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

(vii) প্রচুর লিউকোরিয়া। যোনি কপাটে চুলকানি।

(viii) জরায়ু থেকে অপ্রবল রক্তস্রাব। স্তনের বোটায় টাটানি ব্যথা।

(ix) ভ্যাজাইনা ও ওভারীতে প্রদাহ, সমগ্র পেটে টাটানি ব্যথা।

(x) পায়ের শিরা স্ফীতি তৎসহ লালচে ভাব থাকে না।

(xi) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব।

১০। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের পুং জননতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

হেমামেলিসের পুং জননতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) রেতরজ্জুতে ব্যথা, ব্যথা অন্ডগুলিতে প্রসারিত হয়।

(ii) অন্ডকোষে প্রদাহ- অন্ডদ্বয়ে ব্যথা।

(iii) অন্ডদ্বয়ের বিবৃদ্ধি, উত্তপ্ত এবং ব্যথাদায়ক।

(iv) এপিডিডাইমিসের প্রদাহ।

১১। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

হেমামেলিসের শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে; সুড়সুড়কর কাশি।

(ii) বুকের ভিতর টাটানি ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।

(iii) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব।

(iv) চোখে বেদনাদায়ক দুর্বলতা ও টাটানি ব্যথা এবং প্রদাহযুক্ত রক্তবহানালীতে অতিরিক্ত রক্তাধিক্য।

(v) চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে, চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, ইহা রক্তস্রাব দ্রুত শোষণ করে।

(vi) নাক থেকে প্রচুর রক্তস্রাব, স্রাব অপ্রবল, জমাট বাঁধে না, তৎসহ নাকের অস্থির উপর চাপবোধ। নাক থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

১২। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাবলী লিখ।

হেমামেলিসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাবলী ঃ

(i) গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা থেকে ক্ষতবৎ ব্যথা, নীচের দিকে নামে।

(ii) কোমর প্রদেশে ও পাকস্থলীর নিম্নাংশের উপর তীব্র ব্যথা, ব্যথা নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

(iii) বাহু ও পাগুলিতে দুর্বলতাভাব। স্নায়ুশূল।

(iv) পেশীসমূহ ও সন্ধিগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিরা স্ফীতি।

(v) পিঠ ও হিপ জয়েন্টস্থানে শীতবোধ, পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১৩। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের চর্মের লক্ষণাবলী লিখ।

হেমামেলিসের চর্মের লক্ষণাবলী ঃ

(i) নীলবর্ণের শীত স্ফোটক।

(ii) শিরার প্রদাহ। পোড়ানারাঙ্গা।

(iii) শিরা স্ফীতি ও ক্ষতসমূহ; অত্যন্ত টাটানি।

(iv) পুড়ে যাবার মত অবস্থা কালশিরা।

(v) আঘাতজনিত প্রদাহ।

১৪। প্রশ্ন ঃ হেমামেলিসের হ্রাস-বৃদ্ধি বর্ণনা কর। ১২

হেমামেলিসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

বৃদ্ধি- গরমে, খোলা বাতাসে, চাপে, গতিতে।

হ্রাস – হালকা ঠাণ্ডায়।

১৫। প্রশ্ন ঃ হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ইহার অনুপূরক, তুলনীয়, ক্রিয়ানাশক ঔষধসমূহের নাম লিখ। ১২

হেমামেলিস ভার্জিনিকার তুলনীয় ঔষধ ঃ আর্নিকা, ক্যালেন্ডুলা, ...য়াম, বেলিস, সালফিউরিক এসিড, পালসেটিলা।

...মেলিস ভার্জিনিকার অনুপূরক/পরিপূরক ঃ ফেরাম ফস।

...নাশক ঔষধ ঃ আর্নিকা।

...কাল ঃ ১- ৭ দিন (ক্লার্ক)।

...ও মাত্রা ঃ মাদার টিংচার থেকে ৩০, ২০০ এবং উচ্চতর শক্তি।

১৭। লিডাম পালাস্টার

(Ledum Palustre)

১। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

বোটানিক্যাল নাম ঃ Ledum Palustre Linn

প্রতিনাম/সমনাম (Synonyms) ঃ মাস-টি, ওয়াইল্ড রোজমেরী।

উৎস ঃ উদ্ভিদ। ইহা প্রকৃতিগতভাবে এরিকাসি গোত্রের একটি উদ্ভিদ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উত্তর ইউরোপ, এশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্দ্র অঞ্চলসমূহে এটি জন্মে।

উদ্ভিদের বর্ণনা ঃ এটি চির সবুজ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড ০.৬ হতে ০.৯ মিটার উঁচু। শাখা-প্রশাখা গোলাকার, গুচ্ছময় এবং মরিচাবর্ণের লোমে আবৃত থাকে। কান্ডের বাকল ছাই বর্ণের। পাতা ৫ সেমি লম্বা, ৮ হতে ১২ মিমি বিস্তৃত, একান্তর খাটো বৃন্ত বিশিষ্ট, বল্লমাকার, পিছনের দিকে মোড়ানো, উপরের ভাগ সরু ও উজ্জ্বল। নীচের ভাগ মরিচাবর্ণের অসংখ্য সাদা বা গোলাপী লালবর্ণের কৌণিক মঞ্জুরী শীর্ষকস্থ ফুল ফুটে থাকে। সম্পূর্ণ উদ্ভিদটি এরোমেটিক গন্ধযুক্ত এবং একটি তিক্তস্বাদযুক্ত।

ব্যবহৃত অংশ ঃ ছোট শাখাসহ পাতা।

ঔষধের শক্তি ঃ ১/১০ বা ১x

পরীক্ষাকারীর নাম ঃ মহাত্মা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ও ডাঃ টেষ্ট।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ মেসারেশন এবং শ্রেণী- সি।

উপাদান	পরিমাণ
ছোট শাখাসহ পাতা (শুষ্ক ভিত্তিতে)	১০০ গ্রাম
বিশুদ্ধ পানি	৩৫০ মিলি
স্ট্রং এ্যালকোহল	৬৫০ মিলি

এক হাজার মিলিলিটার মাদার টিংচার প্রস্তুত হবে।

টিংচারে এ্যালকোহলের মাত্রা = ৬৫% v/v

২। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের ক্রিয়াস্থল লিখ।
ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ ফাইব্রাস টিস্যু (Fibrous tissues), জয়েন্ট (Joints), টেন্ডন (Tendons), চোখ (Eyes), হিল-এ্যাংকেল (Heels-Ankles), ক্যাপিলারী (Capillary), সার্কুলেশন (Circulation), স্কীন (Skin), ফুসফুস (Lungs), পেরিটোনিয়াম (Peritoeum), রক্ত (Blood), নার্ভস (Nerves), বাম সাইড (Left side)

৩। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাষ্টার এর কারণতত্ত্ব লিখ।
লিডাম প্লাষ্টার এর কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ
ক. মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরিক
খ. উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ ফাংচার্ড উন্ড, রাস পয়জনিং, এলকোহলের অপব্যবহার, ধারালো সূঁচালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত। ইদুঁরের কামড়ের বিষাক্ততা, বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড়ের দংশনের ফলে।

৪। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
লিডাম প্লাস্টারের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ
Appearance (চেহারা) ঃ রক্তাধিক্য ও রক্তপ্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাদের মুখমন্ডল রক্তাধিক্য বিশিষ্ট, দেহের গঠন মাংসল ও শক্ত সামর্থ বিশিষ্ট, রক্তস্রাবের পূবাহ্নেই রোগ প্রবণতার অনুরাগী (কেন্ট)। যারা তরুণ রোগাবস্থায় শীতকাতর। শরীরের স্বাভাবিক ও জৈব তাপের অভাব, সব সময় ঠান্ডা অনুভব করে। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ শীতকাতর। মায়াজম অবস্থা- সোরিক। মেজাজ- । ডায়াথেসিস।

৫। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।
লিডাম প্লাস্টারের রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ আঙ্গুলহাড়া, এসাইটিস, এ্যাজমা, গাউট, রিউমেটিজম, চর্মরোগ, ধনষ্টংকার।

৬। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের চরিত্রগত লক্ষণ লিখ ঃ ১১, ১৩
লিডাম প্লাস্টারের চরিত্রগত/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ
(i) ভ্রমনকালে মাথাঘোরা আরম্ভ হয়, তৎসহ একদিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা।
(ii) চোখে কনকনানি, ছানি তার সাথে নীলবাত। চোখে আঘাতজনিত কালশিরা।
(iii) গলদেশে লাল লাল ফুস্কুড়িসমূহ স্পর্শ করলে হুল ফোটানোর ব্যথা।
(iv) রোগী সর্বদাই শরীর ঠাণ্ডা ও শীতল অনুভব করে, শরীরের তাপের হ্রাস হয়, আক্রান্ত অংশে স্পর্শে ঠাণ্ডা বোধ হয়, শয্যার তাপ সহ্য হয় না।
(v) বাত বা গেঁটে বাত নিম্ন দিক হতে আরম্ভ করে ক্রমশঃ উপরের দিকে পরিচালিত হয়। (নিচের দিকে নামে ক্যালমিয়া)।
(vi) শরীরের বাম সোল্ডার এবং ডান হিপ জয়েন্ট আক্রান্ত হয়।
(vii) মুখে ও কপালে লাল বর্ণের ব্রণ, হাত দিলে হুল ফোটার মত ব্যথা।
(viii) নাক হতে রক্তস্রাব, নাকের মধ্যে জ্বালা (মেলিলোটাস ও ব্রায়োনিয়া)
(ix) কাশি রক্তময় শ্লেষ্মা ও ছাতাপড়ার ন্যায় দুর্গন্ধ, স্বাদ, শ্বাস কৃচ্ছতা, কণ্ঠনালীর মধ্যে ব্যথা।
(x) বুকের মধ্যে সংকোচন অনুভূতি ও দম বন্ধ হবার ন্যায় অবস্থা।
(xi) শ্বাসনালীর উপরের ভাগে সুড়সুড়ি, আক্ষেপিক কাশি, ফুসফুস হতে রক্তস্রাব ও বাত রোগে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।
(xii) অর্শ ব্যথা মলদ্বারে ফাটাসমূহ।
(xiii) পদতল বেদনাদায়ক, তার উপর প্রায় ভর দিতে পারে না, পা ও পায়ের গোড়ালীর সন্ধি সহজেই মচকায়। (এন্টিম ক্রুড, লাইকো)
(xiv) আঘাত প্রাপ্তির বহুকাল পর্যন্ত বিবর্ণতা।
(xv) সূচ ও পেরেক ফুটলে ও যন্ত্রনাদায়ক স্থান ঠান্ডায় উপশম হলে।
(xvi) বিষাক্ত জীব জন্তুর কামড়ের পরে লিডাম প্রয়োগে বিষক্রিয়া নষ্ট হয় যদি প্রদাহযুক্ত স্থান ঠান্ডায় উপশম হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ আঘাত ও বাতরোগে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার লিখ। ১১

আঘাত ও বাত রোগে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার ঃ

(i) আঘাতের ক্ষেত্রে আর্নিকার পরেই লিডাম প্যালাস্টারের স্থান। আর্নিকা প্রয়োগে ব্যথা কিছু কমে, আর না কমলে তখন লিডাম প্যালাস্টার আর্নিকার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দেয়।

(ii) ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়লে লিডাম প্যালাস্টার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বহুকাল পূর্বে আঘাত পাওয়ার পর যদি ঐ স্থানের বর্ণ বিকৃত বা কালশিরা সবুজবর্ণের হয়ে যায় ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

(iii) কোন স্থানে কাটা, খোঁচা, সূঁচ, পেরেক বা গজাল ফুটে আহত হলে, স্নায়ুতে আঘাত (হাইপেরিকাম)।

(iv) ইঁদুর, বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতির দংশনের কুফল।

(v) গোড়ালী বা পায়ের পাতা সহজে মচকে যায়।

বাত রোগের লক্ষণাবলী ঃ

(i) বাত বা গেঁটে বাত নিম্ন হতে আরম্ভ করে ক্রমশ উপরের দিকে পরিচালিত হয়। (বিপরীত ক্যাল)

(ii) সন্ধি বাতজনিত ব্যথা পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে তীব্র বেগে ধাবিত হয়।

(iii) সন্ধিস্থান বিশেষতঃ এ প্রকার ব্যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিকে আক্রমণ করে।

(iv) আক্রান্ত সন্ধি স্ফীত, মলিন এবং ডান গোড়ালিতে দপদপানি, চাপবোধ, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

(v) সন্ধিস্থলগুলিতে কটমট শব্দ, বিছানার গরমে বৃদ্ধি।

(vi) পদতল ব্যথাদায়ক, তার উপর প্রায় ভর দেয়া অসম্ভব হয়। (Antim–c)

(vii) বৃদ্ধি - রাত্রে এবং শয্যার গরমে।

(viii) হ্রাস – ঠাণ্ডাতে, পাগুলো শীতল পানিতে ডুবিয়ে রাখলে।

৮। প্রশ্ন ঃ আঘাতে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার উল্লেখ কর। ১৬

বা, আঘাতে লিডাম প্যালাস্টারের লক্ষণাবলী লিখ।

আঘাতে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার ঃ

(i) আঘাতের ক্ষেত্রে আর্নিকার পরেই লিডাম প্যালাস্টারের স্থান। আর্নিকা প্রয়োগে ব্যথা কিছু কমে, আর না কমলে তখন লিডাম প্যালাস্টার আর্নিকার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দেয়।

(ii) ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়লে লিডাম প্যালাস্টার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বহুকাল পূর্বে আঘাত পাওয়ার পর যদি ঐ স্থানের বর্ণ বিকৃত বা কালশিরা সবুজবর্ণের হয়ে যায় ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

(iii) কোন স্থানে কাটা, খোঁচা, সূঁচ, পেরেক বা গজাল ফুটে আহত হলে, স্নায়ুতে আঘাতের জন্য ইহা কার্যকরী (হাইপেরিকাম)।

(iv) ইঁদুর, বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতির দংশনের কুফল।

(v) গোড়ালী বা পায়ের পাতা সহজে মচকে যায়।

৯। প্রশ্ন ঃ শ্বাসযন্ত্রের রোগে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার লিখ।

শ্বাসযন্ত্রের রোগে লিডাম প্যালাস্টারের ব্যবহার ঃ

নাকের মধ্যে জ্বালা। কাশি, তৎসহ রক্তময় শ্লেষ্মা, শ্বাসকষ্ট, বুকে সঙ্কুচিত বোধ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হয়। কণ্ঠনলীর ভিতর দিয়ে ব্যথা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্রঙ্কাইটিস ও তৎসহ ফুসফুসের এলভিওলাইসমূহ স্ফীতি। চেষ্ট ক্যাভিটিতে সঙ্কোচন অনুভূতি এবং তৎসহ দমবদ্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। শ্বাসনলীর উর্ধ্বভাগে সুড়সুড়, আক্ষেপিক কাশি। ফুসফুস হতে রক্তস্রাব এবং বাতরোগ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। স্পর্শ করলে চেষ্ট ক্যাভিটিতে ব্যথা অনুভূত হয়। হুপিং কাশি, আক্ষেপিক, শ্বাস গ্রহণ ক্রিয়া এক সাথে পর পর দুইবার ঘটে থাকে এবং তৎসহ হাঁপানি।

১০। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্যালাস্টারের অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ।

লিডাম প্যালাস্টারের অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম ঃ

অনুপূরক ঃ আর্নিকা, বেল, ব্রায়োনিয়া, পালস, রুটা, নাক্স, সালফার।

ক্রিয়ানাশকঃ ক্যাম্ফর।

১১। প্রশ্ন ঃ চর্মরোগে লিডাম প্লাস্টারের ব্যবহার ।

চর্মরোগে লিডাম প্লাস্টারের ব্যবহার ঃ

কপালে ব্রণ, ইহাতে খোঁচামারার মত ব্যথা। মুখমণ্ডলে একজিমা। পা এবং গোড়ালীতে চুলকায়। চুলকালে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি। কালশিরা পড়া। আঘাত প্রাপ্তির পর বহুকাল পর্যন্ত বিবর্ণতা। কার্বাঙ্কল। [এনথ্রেসিনাম, ট্যারেন্টুলা কিউবেন্]

১২। প্রশ্ন ঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে লিডাম প্লাস্টারের ব্যবহার লিখ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে লিডাম প্লাস্টারের ব্যবহার ঃ

সন্ধিবাতজনিত ব্যথা পা এবং প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে তীরবেগে ধাবিত হয় এবং বিশেষতঃ ছোট জয়েন্টে ব্যথা করে। স্ফীত, তপ্ত, এবং মলিন। ডান স্ক্যাপুলাতে দপ্‌দপানি। সোল্ডারের মধ্যে চাপবোধ, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। সন্ধিজয়েন্টের মধ্যে কটমট শব্দ, বিছানার গরমে বৃদ্ধি। সন্ধিবাতজনিত নোডোসিটিস (গুটিকা) উদ্ভব। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নভাগ স্ফীত। [বোথ্রোপস] বাত নিম্ন অঙ্গসমূহে আরম্ভ হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। [বিপরীত ক্যালমিয়া] পায়ের গোড়ালিতে স্ফীতি, পদতল ব্যথাযুক্ত, তার উপর ভর দিতে পারে না। [এন্টিম ক্রুড, লাইকোপডিয়াম], পায়ের গোড়ালি সহজেই মচকিয়ে যায়।

১৩। প্রশ্ন ঃ লিডাম প্লাস্টারের হ্রাস-বৃদ্ধিসহ অনুপূরক ও ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ। ১১

লিডাম প্লাস্টার ঃ

বৃদ্ধি ঃ রাত্রে, বিছানার উত্তাপে, নড়াচড়ায়, বস্ত্রাবৃত করলে, সুরাপানে।

হ্রাস ঃ ঠান্ডাতে, ঠান্ডা পানিতে পা রাখলে, বিশ্রামে ও স্থির হয়ে থাকলে, আহারে (মাথাব্যথা)।

অনুপূরক ঃ আর্নিকা, বেলডোনা, ব্রায়োনিয়া, পালসেটিলা, রুটা, নাক্স ভমিকা, সালফার।

ক্রিয়ানাশক ঃ ক্যাম্ফর।

ক্রিয়াকাল ঃ ৩০ দিন।

প্রয়োগমাত্রা - ৩০ থেকে CM তম শক্তি।

১৮। হিপার সালফিউরিকস ক্যালকেরিয়াম
(Hepar Sulphuris Calcareum)

১। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফিউরিকস ক্যালকেরিয়ামের প্রতিনাম/সমনাম, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, প্রস্তুত প্রণালী ও পরীক্ষকের নাম লিখ।

প্রতিনাম/সমনাম (Synonyms) ঃ সালফুরেট অফ লাইম, হিপার সালফারিস ক্যাল্কেরিয়াম।

উৎস (Source) ঃ খনিজ। গন্ধক চূর্ণসহ ঝিনুকের মধ্যবর্তী স্তর তাপ প্রয়োগে চূর্ণ করে গলিয়ে একত্রে মিশিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী (Preparation) ঃ ক্যালসিয়ামের অবিমিশ্রিত সালফাইড থেকে ট্রাইটুরেশন প্রস্তুত করা হয় যা থেকে হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার ফর্মূলা উচ্চতম শক্তিসমূহ প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাকারীর নাম (Prover) ঃ মহাত্মা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান।

২। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের ক্রিয়াস্থল লিখ।

হিপার সালফের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

নার্ভস (Nerves), সংযোজক কলা (Connective tissues), রেসপিরেটরী ট্রাক্ট (Respiratory tract), গ্ল্যান্ডস (Glands), কিডনী (Kidneys), স্কীন (Skin), নাক (Nose)

৩। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের কারণতত্ত্ব লিখ।

হিপার সালফের কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস এবং লিম্ফেটিক ও স্ক্রোফিউলা ডায়াথেসিস।

(খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ মার্কারীর অপব্যবহার, কুইনাইন, ঠান্ডাজনিত কারণে, চর্মরোগ চাপা পড়ার কারণে, গনোরিয়া এবং সিফিলিসের রোগ চাপা পড়ার কারণে।

৪। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
হিপার সালফের গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

Appearance (চেহারা) ঃ অবশ লসিকানালী সংক্রান্ত শারীরিক গঠনপ্রকৃতি। হালকা রং-এর চুল এবং চেহারার ব্যক্তি। মাংসপেশী নরম এবং থলথলে। খিটখিটে মেজাজ, সহজেই উত্তেজিত, সামান্য কারণে ক্রোধিত হয় রোগী। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ অত্যন্ত শীতকাতর। মায়াজম অবস্থা- সোরিক, সাইকোটিক, সিফিলিটিক। মেজাজ-খিটখিটে, উত্তেজিত। ডায়াথেসিস- লিম্ফেটিক ও স্ক্রোফিউলা।

৫। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।
হিপার সালফের রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ এবসেস, এ্যাজমা, ফোঁড়া, ব্রংকাইটিস, বার্ন, কার্বাংকল, ঠান্ডা সর্দি, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি, আর্টিকেরিয়া, চর্মরোগ, ঋতুস্রাবজনিত রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ডায়রিয়া, একজিমা, গ্ল্যান্ডুলার সয়েলিং, মাথাব্যথা, জন্ডিস, ল্যারিংজাইটিস, লিউকোরিয়া, ম্যারাসমাস, চোখের রোগ, ব্রেষ্ট ডিজিজ ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের কনস্টিটিউশনাল লক্ষণসমূহ লিখ। ১২
হিপার সালফের কনস্টিটিউশনাল লক্ষণসমূহ ঃ
(i) গন্ডমালা এবং শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি, যাদের উদ্ভেদ ও গ্ল্যান্ড স্ফীতি প্রবণতা থাকে, তাদের পক্ষে উপযোগী।
(ii) সুন্দর স্ত্রীলোক যারা অলস প্রকৃতির এবং যাদের পেশীসমূহ দুর্বল।
(iii) রোগী সকল প্রকার অনুভূতির বিষয়ে সহজেই অভিভূত হয়ে থাকে।

৭। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।
হিপার সালফের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ
(i) সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে অত্যন্ত মানসিক কষ্ট, তৎসহ আত্মহত্যার [illegible]। (ii) অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত।
(iii) সামান্য কারণে খিটখিটে হয়ে উঠে।
(iv) হিংস্র প্রকৃতির ও দ্রুত কথা বলে।

৮। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।
বা, হিপার সালফের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ লিখ। ১৬
পরিচায়ক/নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ
(i) মুখমন্ডলের অস্থিতে ব্যথা, বিশেষতঃ স্পর্শ করা হলে। মুখ গহবরের কোণসমূহে ক্ষত।
(ii) মুখ খোলার সময় চোয়ালে তীরবিদ্ধবৎ ব্যথা।
(iii) লালাস্রাব। মাড়ী ও মুখগহ্বর স্পর্শ করলে, ব্যথা হয় এবং সহজেই রক্তপাত হয়।
(iv) ঢোক গেলার সময় মনে হয় যেন, গলার ভিতর খোচ ফুটে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। টনসিলে ফোস্কা ও পুঁজোৎপত্তি।
(v) গেলার সময় গলায় সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা, ব্যথা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গলা খাকার দিলে শ্লেষ্মা উঠে।
(vi) অম্ল, মদ জাতীয় বস্তু ও গুরুপাক খাদ্য খাবার স্পৃহা।
(vii) চর্বি জাতীয় খাদ্যে অনিচ্ছা। স্বাদ অথবা গন্ধবিহীন পুনঃপুনঃ ঢেঁকুর।
(viii) পাকস্থলীর স্ফীতি, ফলে কাপড় ঢিলা করে দিতে বাধ্য হয়। পাকস্থলীতে জ্বালা।
(ix) সামান্য পরিমাণে আহারের পরে পাকস্থলীতে ভারবোধ ও চাপবোধ।
(x) ভ্রমন করার সময়, কাশির সময়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় বা স্পর্শ করলে, লিভার স্থানে সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা।
(xi) লিভার প্রদাহ, ফোড়া, এবডোমেন প্রসারিত, টানবোধ, এবডোমেনের পুরাতন উপসর্গসমূহ।
(xii) মল নরম ও কাদার মত বর্ণ। মলে টক গন্ধযুক্ত, সাদাবর্ণ, অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত। এমনকি নরম মল ও কোঁথ দিয়ে বের করার মত ক্ষমতাটুকু থাকে না।
(xiii) ধীরগতিতে প্রস্রাব, শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়।
(xiv) প্রস্রাব থলির দুর্বলতা, সর্বদাই মনে হয় কিছুটা প্রস্রাব রয়ে গেল। প্রস্রাবের মধ্যে চর্বির মত দানা।

৯। প্রশ্ন ঃ "স্পর্শকাতরতা হিপার সালফের প্রধান নির্দেশক "–ব্যাখ্যা কর। ১২, ১৬

"স্পর্শকাতরতা হিপার সালফের প্রধান নির্দেশক "–ব্যাখ্যা ঃ

(i) গণ্ডমালা (স্ক্রোফিউলা) এবং শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তি, যাদের উদ্ভেদ ও গ্ল্যান্ডসমূহ স্ফীতির প্রবণতা থাকে, তাদের পক্ষে উপযোগী।

(ii) যারা অত্যন্ত অনুভূতিশীল সামান্য কারণ তাকে উত্তেজিত করে, দুর্বলতার কারণে ব্যথা সহ্য করতে পারে না।

(iii) ত্বক স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু এমন কি আক্রান্ত অঙ্গে কাপড়ের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না।

(iv) রোগীগণ অত্যন্ত খিটখিটে, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ হয়, বায়ু রোগ প্রবণ, কারণ ছাড়া উদ্বেগ।

(v) ব্যক্তি ও স্থানসমূহের ক্ষেত্রে অতিশয় অসহিষ্ণু।

(vi) যারা উচ্চতর আবেগ প্রবণ, হঠাৎ আবেগ উদ্ভূত হয়।

(vii) যাদের দেহের বিভিন্ন অংশসমূহে পুঁজহওয়ার প্রবণতা, তার সাথে মেজাজ রুক্ষতা।

(viii) দেহের যে কোন স্থানে প্রদাহজনিত কারণে পুঁজ জমা বা উৎপত্তি হয়।

(ix) রোগী সকল প্রকার অনুভব বিষয়ে সহজেই অভিভূত হয়ে থাকে।

১০। প্রশ্ন ঃ শ্বাসতন্ত্রের উপর ইহার কার্যকারিতা লিখ। ১২, ১৬

শ্বাসতন্ত্রের উপর হিপার সালফের কার্যকারিতা ঃ

(i) শুষ্ক ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে থাকলে স্বরলোপ এবং কাশি শুরু হয়।

(ii) শরীরের কোন অংশ ঠান্ডা লাগলে বা শরীরের কোন অংশ অনাচ্ছাদিত থাকলে বা যে কোন প্রকার ঠান্ডা কিছু খেলে কাশির বৃদ্ধি হয়।

(iii) ঘুংড়িকাশি- তৎসহ তরল শ্লেষ্মা, ঘড়ঘড় শব্দ করে; সকালে বৃদ্ধি।

(iv) কাশির আক্রমণ শ্বাসরুদ্ধকর। কাশির আক্রমণের সময় রোগীর উঠে বসতে হয় এবং মাথাটা পিছনের দিকে ঝুঁকে রাখে।

(v) হাঁপানী- উদ্বেগপূর্ণ, সাঁই-সাঁই শব্দযুক্ত এবং শুষ্ক ঠান্ডা বাতাসে, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

(vi) ভ্রমনকালে কষ্টকর কাশি।

(vii) স্বরভঙ্গ, তৎসহ- কণ্ঠ স্বরের বিলুপ্তি। শুষ্ক, স্বরভঙ্গের মত কাশি।

১১। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের ধাতু প্রকৃতির বর্ণনা কর।

হিপার সালফের ধাতু প্রকৃতির বর্ণনা ঃ

হিপার সালফের ধাতু প্রকৃতি নিম্নরূপ-

(i) যে সকল ব্যক্তি ঠান্ডায় রোগ আক্রমণের প্রবণতা ও অসহিষ্ণু, যদি দরজা খোলা থাকে তাহলে তারা বাতাস সহ্য করতে পারে না।

(ii) শীতকাতর, অনাবৃত থাকা সহ্য করতে পারে না। মুক্ত বাতাসে দেহ হালকা বাহিরকরনে ঠান্ডা লেগে যায়।

(iii) যারা অত্যন্ত অনুভূতিশীল সামান্য কারণ তাকে উত্তেজিত করে, দুর্বলতার কারণে ব্যথা সহ্য করতে পারে না।

(iv) ত্বক স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু, এমন কি আক্রান্ত অঙ্গে কাপড়ের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না।

(v) রোগীগণ অত্যন্ত খিটখিটে, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ হয়, বায়ু রোগ প্রবণ, কারণ ছাড়া উদ্বেগ।

(vi) ব্যক্তি ও স্থানসমূহের ক্ষেত্রে অতিশয় অসহিষ্ণু।

(vii) যারা উচ্চতর আবেগ প্রবণ, হঠাৎ আবেগ উদ্ভূত হয়।

(viii) যাদের দেহের বিভিন্ন অংশসমূহে পুঁজ হওয়ার প্রবণতা, তার সাথে মেজাজ রুক্ষতা।

(ix) দেহের যে কোন স্থানে প্রদাহজনিত কারণে পুঁজজমা বা উৎপত্তি হওয়া।

উপরিউক্ত ধাতুগত লক্ষণাবলী দ্বারা হিপার সালফ-একটি অমোঘ ঔষধ।

১২। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের চোখের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

(i) চোখের কর্ণিয়ায় ক্ষত।

(ii) আইরাইটিস- তৎসহ এন্টেরিয়র চেম্বারে পুঁজ, পুঁজযুক্ত কনজাংটিভাইটিস। প্রচুর স্রাব স্পর্শে ও বাতাসে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

(iii) চোখ ও চোখের পাতাদ্বয় লালবর্ণ ও প্রদাহিত। চোখের ভিতরে ব্যথা, যেন চোখগুলি মাথার পিছনের দিকে টেনে ধরা হচ্ছে।

(iv) দৃষ্ট বস্তু লাল ও অধিক বড় দেখায়। পড়ার সময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠে, দৃষ্টি শক্তি কমে অর্ধেক হয়ে যায়।

(v) চোখের সামনে উজ্জ্বল চক্রসমূহ দেখে। হাইপোপিয়ন।

১৩। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের কানের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের কানের লক্ষণাবলী ঃ

(i) কানের পিছনের অংশে মামড়ী, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নিঃসৃত হয়।

(ii) কানের ভিতর সাঁই-সাঁই শব্দ ও দপদপানি অনুভূতিসহ শুনতে কষ্ট হয়।

(iii) স্কারলেট জ্বরের পরে বধিরতা দেখা দেয়।

(iv) কর্ণনালীতে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয়।

(v) ম্যাস্টয়েড অ্যানট্রামের প্রদাহ।

১৪। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের নাকের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের নাকের লক্ষণাবলী ঃ

(i) নাক স্পর্শকারত, ক্ষতযুক্ত।.

(ii) নাকের ছিদ্রের ক্ষত, তৎসহ সর্দিজ উপসর্গ দেখা দেয়।

(iii) শুষ্ক, ঠান্ডা বাতাসে যখনই রোগী যায় তার হাঁচি শুরু হয়, তারসাথে নাক দিয়ে পাতলা সর্দিজস্রাব, পরে স্রাব গাঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

(iv) রোগী ঠান্ডা বাতাসে গেলে তার নাক বন্ধ হয়ে যায়।

(v) হে ফিভার - নাক থেকে বাসী পনিরের গন্ধ বাহির হয়।

১৫। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী ঃ

(i) মুখমন্ডল হলুদ বর্ণ। নীচের ঠোঁটের মাঝের অংশ ফাঁটা।

(ii) ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস, তৎসহ আক্রান্ত অংশে কিছু ফোঁটার মত ব্যথা।

(iii) ডান দিকের মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, ব্যথা কান, নাকের পক্ষদ্বয় ও ঠোঁট পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

(iv) মুখমন্ডলের অস্থিসমূহে ব্যথা, বিশেষতঃ যখন তাতে স্পর্শ করা হয়। মুখ গহ্বরের কোণসমূহে ক্ষত।

(v) মুখ খোলার সময় চোয়ালে তীরবিদ্ধবৎ ব্যথা।

১৬। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের পরিপাকতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) মুখগহ্বর থেকে লালাস্রাব। মাড়ী ও মুখগহ্বর স্পর্শ করলে ব্যথা এবং সহজেই রক্তপাত হয়।

(ii) ঢোক গেলার সময় মনে হয় যেন, গলার ভিতরে একটি পিন্ড রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি।

(iii) টনসিলাইটিস তৎসহ পুঁজোৎপত্তি। ঢোক গেলার সময় গলায় সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা, ব্যথা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গলা খাঁকার দিলে শ্লেষ্মা উঠে।

(iv) অম্ল, মদ জাতীয় বস্তু ও গুরুপাক খাদ্য খাবার স্পৃহা। চর্বি জাতীয় খাদ্যে অনিচ্ছা। স্বাদ অথবা গন্ধবিহীন পুনঃপুনঃ ঢেঁকুর।

(v) পাকস্থলীর স্ফীতি এবং কাপড় ঢিলা করে দিতে বাধ্য হয়। পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালা।

(vi) সামান্য পরিমাণে আহারের পরে পাকস্থলীতে ভারবোধ ও চাপবোধ।

(vii) ভ্রমন করার সময়, কাশির সময়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় অথবা স্পর্শ করলে, লিভারস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা, লিভার প্রদাহ, লিভারে

ফোড়া, লোয়ার এবডোমেন প্রসারিত, টানবোধ, এবডোমেনে পুরাতন উপসর্গসমূহ।

(viii) মল নরম ও কাদার মত বর্ণ। মলে টক গন্ধযুক্ত, সাদাবর্ণ, অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত। এমনকি নরম মলও কোথ দিয়ে বের করার মত ক্ষমতাটুকু থাকে না।

১৭। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের প্রস্রাবের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের প্রস্রাবের লক্ষণাবলী ঃ

(i) ধীর গতিতে প্রস্রাব, শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

(ii) প্রস্রাব থলির দুর্বলতা। সর্বদাই মনে হয় কিছুটা প্রস্রাব রয়ে গেল।

(iii) প্রস্রাবের মধ্যে চর্বির মত দানা।

(iv) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রস্রাব থলি সংক্রান্ত গোলযোগ (ফসফরাস, সালফার, কোপাইভা)।

১৮। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের পুংজননতন্ত্রের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের পুংজননতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

(i) পুং জননতন্ত্রে হার্পিস, অনুভূতি প্রবণ, সহজেই রক্তপাত হয়।

(ii) লিঙ্গাগ্রভাগের চর্মে ক্ষত, ইচ্ছা বিহীন লিঙ্গোদ্রেক ও বীর্যপাত।

(iii) লিঙ্গমুন্ড ও অন্ডকোষের চুলকানি। কুঁচকি স্থানে গ্রন্থিসমূহে পুঁজোৎপত্তি।

(iv) দুর্গন্ধযুক্ত ডুমুরের মত আঁচিল।

(v) যৌনাঙ্গে এবং অন্ডকোষ ও উরুস্থানের মধ্যবর্তীস্থানে আর্দ্র ক্ষতসমূহ। সহজে আরোগ্য হতে চায় না এই জাতীয় গনোরিয়া রোগ।

১৯। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের স্ত্রীরোগের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের স্ত্রীরোগের লক্ষণাবলী ঃ

(i) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

(ii) যৌনাঙ্গ ও স্তনের বোটায় চুলকানি, ঋতুকালে বৃদ্ধি।

(iii) ঋতুস্রাব দেরীতে ও অল্প পরিমাণে হয়।

(iv) তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর স্রাব। বাসী পনিরের গন্ধযুক্ত।

(v) বয়ঃ সন্ধিকালে প্রচুর ঘর্মস্রাব।

২০। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের চর্মের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের চর্মের লক্ষণাবলী ঃ

(i) চর্মে ফোড়াসমূহ, পুঁজযুক্ত গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

(ii) ছোট ফুস্কুড়িসমূহে সহজেই পুঁজ হবার প্রবণতা এবং প্রসারিত হয়।

(iii) যুবকদের ব্রণ- পুঁজোৎপত্তি তৎসহ কাঁটা ফোটার মত ব্যথা। সহজেই রক্তপাত হয়।

(iv) অস্বাস্থ্যকর চর্ম, প্রতিটি আঘাতের স্থান সহজেই পেকে যায়।

(v) চর্ম - ফাঁটা ফাঁটা তৎসহ হাতে ও পায়ে গভীরভাবে ফাঁটা। ঠান্ডা- ক্ষতসমূহ, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিছুতেই আচ্ছাদন ছাড়া থাকতে পারে না। রোগী গরম কাপড়ে ঢেকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

(vi) ক্ষতসমূহ, তৎসহ রক্তমিশ্রিত পুঁজোৎপত্তি, বাসি পনিরের মত গন্ধযুক্ত।

(vii) ক্ষতসমূহে, স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি, জ্বালা করে, হুলফোঁটার মত ব্যথা, সহজেই রক্তস্রাব প্রবণতা।

(viii) ঘর্মস্রাব - কোন উপশম ছাড়াই দিনে ও রাত্রে প্রচুর ঘর্মস্রাব।

(ix) আক্রান্ত অংশে খোঁচা মারার মত অথবা কাঁটা ফোঁটার মত ব্যথা।

(x) পঁচা ক্ষতসমূহ- চারিদিক থেকে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি ক্ষতস্থান ঢেকে ফেলে। সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

(xi) পুরাতন ও পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হওয়া আমবাতসমূহ, স্মলপক্স।

(xii) হার্পিস- অবিরাম শরীর থেকে দুর্গন্ধ বাহির হতে থাকে।

২১। প্রশ্ন ঃ ঃ হিপার সালফের জ্বরের লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

হিপার সালফের জ্বরের লক্ষণাবলী ঃ

(i) জ্বরে মুক্ত বাতাসে অথবা সামান্য বায়ু প্রবাহে শীতবোধ।

(ii) রাত্রে শুষ্ক উত্তাপ, প্রচুর ঘাম, টক, চটচটে, দুর্গন্ধযুক্ত।

(iii) ঠান্ডা- ক্ষতসমূহ, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিছুতেই আচ্ছাদন ছাড়া থাকতে পারে না। রোগী গরম কাপড়ে ঢেকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

(iv) হাতের আঙ্গুলের সন্ধিস্থানগুলি স্ফীতি, সহজেই স্থানচ্যুত হবার প্রবণতাযুক্ত।

(v) সামান্য চাপে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখে তীব্র ব্যথা।

(vi) বৃদ্ধি ঃ শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা বাতাস, সামান্য বায়ু প্রবাহে, পারদ ব্যবহারে, স্পর্শে, ব্যথাদায়ক দিক চেপে শুলে।

(vii) হ্রাস ঃ ভিজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, মাথাভালো করে ঢেকে রাখলে, উষ্ণতায়, আহারের পরে।

২২। প্রশ্ন ঃ হিপার সালফের হ্রাস-বৃদ্ধিসহ অনুপূরক ও পরিপূরক, ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম লিখ।

হিপার সালফের হ্রাস ঃ

(i) উত্তাপে, (ii) মাথা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করলে, (iii) আর্দ্র জলবায়ুতে, (iv) গরম বাতাসে, (v) বর্ষাকালে, (vi) খাওয়ার পর (vii) সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে জড়ালে।

হিপার সালফের বৃদ্ধি ঃ

(i) শুষ্ক, (ii) শীতল বায়ু প্রবাহে, (iii) সামান্য বায়ু প্রবাহে, (iv) পারদের অপব্যবহার হেতু, (v) স্পর্শে, (vi) পার্শ্বের উপর শয়ন করলে, (vii) প্রস্রাব কালে, (viii) ঠান্ডা দ্রব্য পানীয় গ্রহণে, (ix) রাত্রে, (x) ঘুমের পর, (xi) চর্মরোগ চাপা পড়লে।

হিপার সালফের -

অনুপূরক ঔষধের নাম ঃ ক্যালেন্ডুলা অফি।

পরিপূরক ঔষধের নাম ঃ এ্যাসিড নাই, একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ল্যাকেসিস, নাক্স-ভমিকা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া সালফ।

ক্রিয়ানাশক ঔষধের নাম ঃ এসেটিক এসিড, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, সাইলিসিয়া।

ক্রিয়াকাল ঃ ৪০-৫০ দিন।

শক্তি ও মাত্রা ঃ ৩, ৬, ৩০, ২০০ এবং উচ্চতর শক্তি।

ডাঃ উইলিয়াম এইচ সুস্লার

টিস্যু রিমেডিস

(Biochemie Remedies)

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার প্রশ্নপ ও উত্তর এর সূচীপত্র ঃ সাল ২০০৮ - ২০১৭ পর্যন্ত

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস – ২০১৭

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস – ২০১৬

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস – ২০১৫

মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমিডিস – ২০১৪

১। প্রশ্ন ঃ টিস্যু রেমিডি কি? বায়োকেমিক ঔষধকে টিস্যু রেমিডি বলা হয় কেন ? ১৭

টিস্যু রেমিডি ঃ যে সকল ধাতব পদার্থসমূহ মানবদেহ গঠনে সুশৃঙ্খলতা বজায় রাখে এবং যাদের অভাবে দেহে রোগ প্রবণতা বা রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাকে টিস্যু রেমিডি বলে।

বায়োকেমিক ঔষধকে টিস্যু রেমিডি বলার কারণ ঃ ধাতব লবণসমূহ মানবদেহের টিস্যু বিধানের মূল ভিত্তি। রক্তের মধ্যে ইহাদের যে কোন একটির অভার ঘটলেই তারপ্রভাবে টিস্যু কর্মশক্তি নষ্ট হয়ে রোগের সৃষ্টি করে। যেখানে ঐ ধাতব লবণের অভাব ঘটে, তথায় সেই লবণটি সূক্ষমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগগ্রস্থ টিস্যুসমূহ আবার সুস্থ্য হয়ে উঠে, রোগ লক্ষণ দূর হয়। এই কারণেই ডাঃ সুস্‌লার কতৃর্ক প্রবর্তিত ঔষধসমূহের নাম টিস্যু রেমিডিস বলা হয়।

২। প্রশ্ন ঃ মানবদেহে বায়োকেমিক লবণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ? ১১, ১৩, ১৬

মানবদেহে বায়োকেমিক লবণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

মানবদেহ অসংখ্য কোষ টিস্যু ও অস্থি দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন কোষ দেহের ভিন্ন ভিন্ন অর্গান ও তন্ত্র গঠন করে। দেহে জৈব ও অজৈব পদার্থের মিলনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অস্থিমজ্জা, পেশী, রক্ত ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে জীবন ধারণ ও জীবন রক্ষা হচ্ছে। অজৈব পদার্থগুলি মানবদেহে লবণ হিসাবে অবস্থান করে। মানবদেহ গঠনে ধাতব লবণসমূহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভিন্ন ভিন্ন ধাতব লবণ দেহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। যেমন- ফেরাম ফস, লৌহ নিঃশ্বাস গ্রহণের সাথে গৃহিত বায়ু হতে অক্সিজেন বহন করে, উক্ত অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে শরীরস্থ সমস্থ কোষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কোষের বিপাকে ক্রিয়া সম্পাদন করে। কেলি মিউরিটিকাম মস্তিষ্ক কোষ বা পেশী কোষসমূহ তৈরী করে। নেট্রাম মিউরিটিকাম দ্বারা

অম্ভলালিক পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও উপাস্থির প্রধান উপাদান। ক্যালকেরিয়া ফস দাঁত, হাড়, রক্ত কণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং অস্থি ও স্নায়ু কোষ গঠনেও ভূমিকা রাখে। কেলি ফস ও ফেরাম ফস রক্ত কণিকা ও পেশীসমূহ তৈরী করে। সাইলিসিয়া স্নায়ুর আবরণ, লোম, নখ, চর্ম, সংযোজক তন্তু তৈরীতে সাহায্য করে। নেট্রাম সালফ মল নিঃসারক অন্ত্রস্থ গ্রন্থিগুলি ও যকৃতকে উদ্দীপ্ত করে। ক্যালকেরিয়া ফস দেহের বিপাকে ক্রিয়া ও বৃদ্ধির ক্রিয়া সম্পাদন করে। অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবদেহে বায়োকেমিক লবণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ।

৩। প্রশ্ন ঃ রাসায়নিক সংকেতসহ ৫ টি ফসের পূর্ণনাম লিখ ?

রাসায়নিক সংকেতসহ ৫টি ফসের পূর্ণনাম ঃ

(i) ফেরাম ফসফরিকাম– $Fe_2(PO_4)_2$

(ii) ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম– $Ca_3(PO_4)$

(iii) কেলি ফসফরিকা– k_2HPO_4

(iv) ম্যাগনেশিয়া ফসফরিকাম– $Mg. HPO_4, 7H_2O$

(v) নেট্রাম ফসফরিকাম– $Na_2HPO_4, 12\ H_2O$

৪। প্রশ্ন ঃ বায়োকেমিক চিকিৎসা মতে " পীড়া ও স্বাস্থ্য" বলতে কি বুঝ? ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫

বায়োকেমিক চিকিৎসা মতে " পীড়া ও স্বাস্থ্য" ঃ

দেহ গঠনের মূল ভিত্তি হল কোষ এবং এ কোষের স্বাভাবিক ও যথাযথ কার্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানব স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। কোষের সৃষ্টি বিনাশ ও পরিপুষ্টিই হল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানবদেহে কতকগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এ দুইটি জৈব অজৈব পদার্থের প্রয়োজনীয় অনুপাতের মিলনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুস্থ জীবন ধারণ করাকে স্বাস্থ্য বলা হয়। কোন কারণ বশতঃ যদি দেহে ধাতব (অজৈব) পদার্থগুলির অভাব হয় তা হলে যে অজৈব পদার্থটির অভাব

হয়েছে তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত জৈব পদার্থসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়ে। দেহে ধাতব লবণের অভাবজনিত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। এ লক্ষণসমূহ একত্রিত হয়ে যে নাম ধারণ করে তাকে রোগ বলা হয়। অর্থাৎ ধাতব লবণের অভাবজনিত কোষের বিকৃত অবস্থাকেই রোগ বলে। বায়োকেমিক চিকিৎসায় প্রকাশিত লক্ষণ সমষ্টির সাহায্যে রক্ত বা কোষ কোন ধাতব লবণের অভাবে হয়েছে তা নির্ধারণ করে ঐ লবণ সূক্ষ্মমাত্রায় রোগীকে প্রয়োগ করলে রুগ্ন কোষসমূহ পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠে এবং রোগ লক্ষণও দূরীভূত হয়।

৫। প্রশ্ন ঃ বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলনীতিগুলো লিখ।

বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলনীতি ঃ

জার্মানীর ডাঃ উইলিয়াম এইচ, সুসলার বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলনীতি হল মানবদেহে জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এ জৈব এবং অজৈব পদার্থের প্রয়োজনীয় অনুপাতের সংযোগ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মানব জীবন ধারাবাহিকভাবে চলছে। কোষের সাধারণ কার্যকারিতার জন্য ধাতব লবণগুলির বিশেষ প্রয়োজন। ১২টি ধাতব লবণ নিয়ে মানবদেহ গঠিত ও পুষ্টি সাধন হয়ে থাকে। যদি কোন কারণে এ ধাতব লবণসমূহের অভাব হয় তা হলে যে ধাতব লবণের অভাব হয়েছে তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহ অকার্যকরী হয়ে পড়ে। তা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক নিয়মে এ অনিষ্টকর পদার্থগুলি দেহ হতে বাহির হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। ফলে ধাতব পদার্থটির অভাবজনিত লক্ষণ দেহে প্রকাশিত হয় এবং এ লক্ষণগুলিকেই বিশেষ বিশেষ রোগ লক্ষণে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং জৈব ও অজৈব পদার্থের অভাবজনিত কারণে মানবদেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোষের মধ্যে বিকৃত অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকে রোগ বলা হয়। যে ধাতব পদার্থের দেহে অভাব ঘটে উক্ত ধাতব পদার্থটি ঔষধরূপে প্রয়োগ করলে অভাব পূরণ হয় এবং রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অতএব, বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলমন্ত্র হচ্ছে জৈব ও অজৈব পদার্থের অভাব পূরণ।

৬। প্রশ্ন ঃ বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ১৭

বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ঃ

বায়োকেমিক চিকিৎসা		হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা
বায়োকেমিক শব্দের অর্থ হল জৈব রসায়ন। ইহার মূলমন্ত্র হল ১২টি লাবণিক পদার্থ দ্বারা রোগারোগ্য করা।	১	হোমিওপ্যাথি অর্থ হল সদৃশ বিধান। ইহার মূলমন্ত্র হল সদৃশ বিধানে আরোগ্য সাধন।
ইহার আবিষ্কারক ডাঃ উইলিয়াম এইচ সুসলার।	২	ইহার আবিষ্কারক মহাত্মা ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান।
এ চিকিৎসার ঔষধসমূহের উৎস মাত্র একটি। যথা ঃ খনিজ।	৩	এ চিকিৎসার ঔষধসমূহের উৎস প্রধানতঃ ৬টি। যথা উদ্ভিদ, প্রাণীজ, খনিজ, রোগজ, শক্তিজ ও গ্রন্থিজ।
এ চিকিৎসায় একটি লবণের অভাবের জন্য মানবদেহে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই মেটেরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করেছে।	৪	এ চিকিৎসায় সুস্থদেহে ভেষজ পরীক্ষা করে যে সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে, সেগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করে ঔষধের গ্রন্থ মেটেরিয়া মেডিকা প্রণীত হয়েছে।
এ চিকিৎসায় ঔষধের সংখ্যা মাত্র ১২টি।	৫	ইহাতে ঔষধের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী এবং দিন দিন নতুন ঔষধ আবিষ্কার হচ্ছে।
ইহাতে দশমিক রীতিতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।	৬	ইহাতে দশমিক, শততমিক ও পঞ্চাশ সহস্রতমিক রীতিতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।
ইহাতে দেহে ধাতব লবণের অভাবজনিত রোগ লক্ষণ দেখা দিলে তা সূক্ষ্মমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়।	৭	সুস্থ মানবদেহে ঔষধ পরীক্ষা করে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, প্রাকৃতিক রোগে ঐ সকল লক্ষণ দেখা দিলে সুনির্দিষ্ট ঔষধটি সূক্ষ্মমাত্রায় লক্ষণ সাদৃশ্যে প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হয়।
ইহাতে ঔষধগুলি শুধুমাত্র বিচূর্ণ আকারে প্রস্তুত করা হয়।	৮	ইহাতে ঔষধগুলি বিচূর্ণ ও তরল উভয় প্রকারে প্রস্তুত করা হয়।
ইহাতে একবারে একাধিক ঔষধ মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায়।	৯	ইহাতে একবারে একটি ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে সম্পর্ক কি? ০৮

বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

বায়োকেমিক চিকিৎসা ঃ

জার্মানীর ডাঃ উইলিয়াম এইচ, সুসলার বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলনীতি হল মানবদেহে জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এ জৈব এবং অজৈব পদার্থের প্রয়োজনীয় অনুপাতের সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মানব জীবন ধারাবাহিকভাবে চলছে। কোষের সাধারণ কার্যকারিতার জন্য ধাতব লবণগুলি বিশেষ প্রয়োজন। ১২টি ধাতব লবণ নিয়ে মানবদেহ গঠিত ও পুষ্টি সাধন হয়ে থাকে। যদি কোন কারণে এ ধাতব লবণসমূহের অভাব হয় তা হলে যে ধাতব লবণের অভাব হয়েছে তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহ অকার্যকরী হয়ে পড়ে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান তৎকালীন জার্মান দেশের একজন আদর্শ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি প্রচলিত চিকিৎসার কুফল ও অসাড়তা উপলব্ধি করেন। তিনি দেখলেন রোগী ভাল হয়ে আবার একই রোগ নিয়ে ফিরে আসে বা পরবর্তীতে পুর্বের রোগের সঙ্গে আরও কতকগুলো নতুন রোগ লক্ষণ যোগ হয়ে অসাধ্য ও দুঃসাধ্য রোগের সৃষ্টি হয়, যা সাধারণতঃ আর্দশ আরোগ্য করা যায় না। তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসার মারাত্বক ক্ষতিকর দিক দেখে চিকিৎসা ব্যবসা ত্যাগ করেন এবং বই অনুবাদ কাজে আত্মনিয়োগ করে সংসারের ব্যয়ভার চালাতে থাকেন। ১৭৯০ সালে ডাঃ উইলিয়াম কালেনের মেটেরিয়া মেডিকা অনুবাদ কালে ডাঃ হ্যানিম্যান অবগত হন যে, সিঙ্কোনা গাছের বাকলের রস সেবন করলে কম্পজ্বরের অনুরূপ লক্ষণ সৃষ্টি হয়। উক্ত পরীক্ষার জন্য ডাঃ হ্যানিম্যান কয়েকদিন যাবৎ টাটকা সিঙ্কোনার চার ড্রাম রস দিনে দু বার সেবন করেন এবং এর মাধ্যমে সদৃশ বিধান হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করেন। সুস্থ মানবদেহে ভেষজ

প্রয়োগ করলে যে কৃত্রিম রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হয়, সেই রোগ লক্ষণসমূহের সদৃশ প্রকৃতির রোগ লক্ষণের সদৃশ হলে উক্ত ঔষধে রোগারোগ্য হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ মায়াজমের উপর বায়োকেমিক ঔষধ কিভাবে কাজ করে? ১৪
বা, মায়াজমের উপর বায়োকেমিক ঔষধের কার্যাবলী বর্ণনা লিখ। ১৭

উ. মায়াজমের উপর বায়োকেমিক ঔষধ নিম্নলিখিতভাবে কাজ ঃ

মায়াজমের উপর বায়োকেমিক

মহাত্মা ডাঃ হানিম্যান রোগের কারণ সম্বন্ধে অর্গানন অব মেডিসিনের ৫ম সং অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রোগের কারণ হচ্ছে মায়াজম। রোগ সৃষ্টির জন্য এই মায়াজমকে দায়ী করেছেন। দীর্ঘকাল গবেষণা করে ডাঃ হানিম্যান এই মায়াজম আবিষ্কার করেন। মায়াজম ৩ প্রকার। যথা- সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস। চিররোগ চিকিৎসায় তিনি এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ আবিষ্কার করেন। রোগারোগ্য ঔষধের ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেকটি ঔষধের আরোগ্যকর ক্ষমতা আছে। জার্মানীর ডাঃ উইলিয়াম এইচ. সুসলার বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বায়োকেমিক চিকিৎসার মূলনীতি হল মানবদেহে জৈব ও অজৈব পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ। এ জৈব এবং অজৈব পদার্থের প্রয়োজনীয় অনুপাতের সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মানব জীবন ধারাবাহিকভাবে চলছে। কোষের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য ধাতব লবণগুলি বিশেষ প্রয়োজন। ১২টি ধাতব লবণ দিয়ে মানবদেহ গঠিত ও পুষ্টি সাধন হয়ে থাকে। যদি কোন কারণে এ ধাতব লবণসমূহের অভাব হয় তা হলে যে ধাতব লবণের অভাব হয়েছে তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদার্থসমূহ অকার্যকরী হয়ে পড়ে। সুতরাং বায়োকেমিক ঔষধ মানবদেহের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ।

অতএব, মায়াজমের উপর বায়োকেমিক ঔষধ ক্রিয়া সুগভীর।

৯। প্রশ্ন ঃ সুসলারের বায়োকেমিস্ট্রি ও সাধারণ বায়োকেমিস্ট্রি এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১৩

উ. সুসলারের বায়োকেমিস্ট্রি ও সাধারণ বায়োকেমিস্ট্রি এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

সুসলারের বায়োকেমিস্ট্রি	সাধারণ বায়োকেমিস্ট্রি
মানবদেহকে দগ্ধ করলে জলীয়াংশ ও জৈব পদার্থসমূহ ধোঁয়া আকারে উড়ে যায় এবং ধাতব পদার্থসমূহই ভস্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। এই ভস্মবিশেষ বিশ্লেষণ করে ডাঃ সুসলার দেখলেন যে, ইহার মধ্যে ১২টি লবণ বিদ্যমান রয়েছে। এই লবণসমূহ মানবদেহের কোষের উপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া করে দেহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদন করে। ডাঃ সুসলার এই সকল লবণের অভাবে দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয় তা আবিষ্কার করেন। দেহের মধ্যে উক্ত ধাতব লবণের অভাব দেখা দিলে সেই লবণের সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগ আরোগ্য হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সুসলারের বায়োকেমিস্ট্রি নামে পরিচিত।	রসায়ন বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবদেহের বিভিন্ন উপাদান, গঠন, ক্রিয়া-বিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে সাধারণ বায়োকেমেস্ট্রি বলা হয়। এতে মানবদেহ কি কি রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত, কোন পদার্থ কি পরিমাণে বিদ্যমান, দেহের পুষ্টির জন্য কি কি খাদ্যের প্রয়োজন এবং কোন কোন খাদ্যে কি কি উপাদান রয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই শাখায় আলোচনা করা হয়। মানবদেহ কতগুলি জৈব ও অজৈব উপাদান দ্বারা গঠিত। এই জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার পদার্থের সাহায্যে মানবদেহের প্রকৃতিগত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষ, টিস্যু, অস্থি, অস্থিমজ্জা ইত্যাদি তৈরি হয়ে দেহকে পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও রক্ষা করে।

১০। সুসলারের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী বায়োকেমিক ঔষধের পরিমাণ ও শক্তি প্রয়োগ নীতি উল্লেখ কর। ০৮

সুসলারের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী বায়োকেমিক ঔষধের পরিমাণ ও শক্তি প্রয়োগ নীতি ঃ

ডাঃ সুসলারের মতে তরুণ রোগে বাইয়োকেমিক ঔষধ ৩x ও ৬x এবং পুরাতন রোগে ১২x, ৩০x এবং ২০০x শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করতে বলেন। ডাঃ সুসলার, তাঁর পুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণে বলেছেন যে, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা, ফেরাম ফস ও সাইলিসিয়া এই তিনটি ঔষধের ১২x শক্তির নিচে ব্যবহার নিষেধ করেছেন। রাত্রিতে ফেরাম ফস ব্যবহার করলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু একান্তই যদি রাত্রিকালে ফেরাম ফস ব্যবহার করতে হয়, তখন ১২x-এর উপর শক্তি ব্যবহার করতে হবে। ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কোন নির্দেশনা নাই। ইহা নির্ভর করে রোগীর বয়স, ধাতুপ্রকৃতি এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর। শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল রোগীদের ক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রা কম হবে। প্রখ্যাত ডাক্তারদের লেখা থেকে জানা যায় যে, রোগীকে ৫-৬ গ্রেন করে ঔষধ সেবন করা যায়। আবার প্রতিমাত্রায় এক গ্রেন করে ঔষধ প্রয়োগ করেও রোগারোগ্য সুফল পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিমাত্রায় এক গ্রেন এবং শিশুদের জন্য প্রতি মাত্রায় অর্ধগ্রেন এবং রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় ঔষধের মাত্রা আরও কম করতে হবে।

(1) ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা (ক্যাল. ফ্লোর)
Calcarea fluorica (Calc. fluor)

সাধারণ নাম- ফ্লোরাইড অব লাইম।
ভিন্ন নাম- ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরেটা।

১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোর কি কি রোগে ব্যবহার হয় ?

নিম্নলিখিত রোগে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকার ব্যবহার ঃ

আর্টারীর টিউমার, রক্তার্বুদ, জলীয় টিউমার, এনলার্জ গ্ল্যান্ড, স্তনগ্রন্থির কাঠিন্য, অস্থিরোগ, ক্যাটারাক্ট, কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, কাশি, সকল প্রকার গ্রন্থির এনলার্জ ও কাঠিন্য, রক্তোৎকাশ, লিভারের রোগ, লাম্বাগো বাত, বাগী, সিফিলিস, প্রসবের পর অতিশয় রক্তস্রাব, বিলম্বিত দন্তোদ্গম, চোখের পত্রের টিউমার, জরায়ুর কাঠিন্য, জরায়ুর প্রলাপস, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রসবব্যথার শিথিলতা, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্লীহার এনলার্জ, হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ এনলার্জ, হাঁপানি ও আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর। ১২, ১৪

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বর্ণনা ঃ

মানসিক অবস্থা বর্ণনা ঃ

মন অত্যন্ত উদাস ও অবসন্ন। অর্থনাশের ভয়ে সে সর্বদাই ভীত। অথচ এই অর্থনাশের ভয় তার সম্পূর্ণ অহেতুক। সে সদাই সন্দিগ্ধচিত্ত থাকে এবং তার বিবেচনা শক্তিও প্রায় লোপ পায়। তার নিকট টাকার মূল্য সাধারণের চেয়েও বেশি। কাল্পনিক অর্থনাশ হবার ভয়ে ভীত। রোগী কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে না।

শারীরিক অবস্থা বর্ণনা ঃ মাথায় কোন স্থান ফুলে শক্ত হয়ে উঠা। অস্থি ক্ষতের চারপার্শ্বের কাঠিণতা। পরিপক্ক ছানীর উৎকৃষ্ট ঔষধ। দাঁতের শিথিলতা, তারসাথে দন্তশূল, আহারে ব্যথার বৃদ্ধি। ব্যথাহীন শিথিল দন্ত, শিথিল দন্ত হতে রক্তস্রাব। শীঘ্র শীঘ্র দন্ত ক্ষয় হয়ে যাওয়া।

স্ফোটক, ব্রণ, গ্রন্থি, প্লীহা, লিভার প্রভৃতি শক্ত ও পাথরের ন্যায় কঠিন হলে। হার্নিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় কিনারা যুক্ত ক্ষত। অর্শরোগ (স্রাবী বা অস্রাবী) সহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে বিশেষ উপযোগী। গুহ্যদ্বার বিদারণ তৎসহ যান্ত্রণা। দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতা, মলবেগের একান্ত অভাব। অন্ডকোষ- পাথরের মত কাঠিন্যতা, পানিজমা বা শীর্ণতা।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের পরিচায়ক লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১০

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) শিশুর মাথায় প্যারাইটাল অস্থিতে রক্তাবুর্দ (Blood)
(ii) মাথায় কোন স্থান ফুলে শক্ত হয়ে উঠা।
(iii) অস্থি ক্ষতের চারপার্শ্বের কাঠিন্যতা।
(iv) পরিপক্ক ছানির উৎকৃষ্ট ঔষধ।
(v) দাঁতের শিথিলতা, তারসাথে দন্তশূল, আহারে ব্যথার বৃদ্ধি।
(vi) ব্যথাহীন শিথিল দন্ত, শিথিল দন্ত হতে রক্তস্রাব।
(vii) শীঘ্র শীঘ্র দন্ত ক্ষয় হয়ে যাওয়া।
(viii) স্ফোটক, ব্রণ, গ্রন্থি, প্লীহা, লিভার প্রভৃতি শক্ত ও পাথরের ন্যায় কঠিন হলে।
(ix) হার্নিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।
(x) অতিশয় কিনারা যুক্ত ক্ষত।
(xi) অর্শরোগ (স্রাবী বা অস্রাবী) সহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে বিশেষ উপযোগী।
(xii) গুহ্যদ্বার বিদারণ তৎসহ যান্ত্রনা।
(xiii) দুর্দমনীয় কোষ্ঠবদ্ধতা, মলবেগের একান্ত অভাব।
(xiv) অন্ডকোষ- পাথরের মত কাঠিন্যতা, পানিজমা বা শীর্ণতা।
(xv) জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও শিথিলতা।
(xvi) গর্ভাবস্থায় নিয়মিত সেবনে সুপ্রসব হয়।
(xvii) অজীর্ণ বমি, ফেরাম ফস বিফলে।
(xviii) সর্দি, কাশি, ওজিনা রোগে অস্থিক্ষত ও দলাদলা দুর্গন্ধ স্রাব।
(xix) চর্মে ফাঁটা ফাঁটা, পায়ের তলায় কড়া।
(xx) আর্দ্র বায়ু ও আর্দ্র স্থানে সকল যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের অভাবে কি কি রোগ হয় ? ১০

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের অভাবে রোগ ঃ

(i) হাড়ের উপর কঠিন গ্রন্থিময় স্ফীতি।
(ii) অস্থি ও দন্তের অপুষ্টতা।
(iii) গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও গ্রন্থিসমূহ পাথরের ন্যায় শক্ত।
(iv) দন্ত ক্ষয় বা কেরিজ।
(v) ধমনী ও শিরাসমূহের স্ফীতি।
(vi) প্লীহা ও লিভার এর কাঠিন্যতা।
(vii) জরায়ু প্রোলান্স, জরায়ু হতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব।
(viii) হার্ড শ্যাঙ্কার।
(ix) জিহ্বা, গুহ্যদ্বার, স্তনবৃন্ত ফাঁটাফাঁটা।
(x) চোখের ছানি।
(xi) অর্শ রোগ।
(xii) কটিবাত বা লাম্বাগো রোগ।

৫। প্রশ্ন ঃ টিউমারের উপর ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের কার্যকারিতা বর্ণনা দাও। ১০

টিউমারের উপর ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের কার্যকারিতা বর্ণনা ঃ

(i) হাড়ের উপর কঠিন গ্রন্থিময় স্ফীতি।
(ii) গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও গ্রন্থিসমূহ পাথরের ন্যায় শক্ত।
(iii) ধমনী ও শিরাসমূহের স্ফীতি।
(iv) প্লীহা ও লিভার এর কাঠিন্যতা।
(v) জরায়ু প্রোলান্স, জরায়ু হতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং জরায়ুর কাঠিন্যতা।

৬। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের চোখের কার্যকারিতা বর্ণনা দাও।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের চোখের কার্যকারিতা বর্ণনা ঃ

চোখের পাতায় প্রদাহ ও কনজাংটিভাইটিস। সিফিলিসজনিত চোখের পাতায় টিউমার। কিছুক্ষণ পড়ার পর চোখে ঝাপসা দেখে। আইবলে ব্যথা কিন্তু চোখ বন্ধ করলে বা চোখদ্বয়ে চাপ দিলে উপশমবোধ। চোখের পাতায় অঞ্জলি। চোখের পাতায় শক্ত টিউমার। চোখের সম্মুখে কোন বস্তু যেন নড়িতেছে অথবা ঠিক বিদ্যুতের মত কোন উজ্জ্বল বস্তু যেন হঠাৎ যাতায়েত করছে বলে মনে হয়। চোখের ছানি রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

৭। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের পাকাশয়ের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরের পাকাশয়ের লক্ষণাবলী ঃ

(i) ভুক্তদ্রব্য হজম না হয়ে বমি হয়ে গেলে ফেরাম ফসের বিফলে এই ঔষধ ব্যবহার করতে হয়।

(ii) গলা খেঁকারি দিলে হিক্কা হয় এবং হিক্কাসহ শ্লেষ্মা উঠে তৎসহ রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

(iii) পেট ফাঁপা- সকাল ৮টার সময় লিভার অঞ্চলে সূঁচ বেঁধার ন্যায় ব্যথা থাকে। উপবেশন করে থাকলে বা রাত্রিতে শয়ন করলে ঐ ব্যথা কমে যায়।

(iv) রেক্টামস্থ পেশির শিথিলতার জন্য মল বাহির হয়ে যাবার ক্ষমতা কমে যায় এবং তজ্জন্য অধিক পরিমাণে মল সঞ্চিত হয়ে প্রচন্ড কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা প্রায়ই গর্ভবতী বা মোটা থলথলে দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়।

(v) কোষ্ঠবদ্ধতাসহ মাথাঘোরা ও মাথাভারবোধ।

(vi) মলদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি, অত্যন্ত কোঁথ দেয়ার ফলে মলদ্বার ফাটা।

(vii) রক্তস্রাবী বা অস্রাবী সকল প্রকার অর্শসহ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

(2) ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকাম (ক্যাল. ফস)
Calcarea phosphoricum (Calc. Phos)

সমনাম (Synonyms) ঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট, ফসফেট অফ লাইম, ক্যালসিয়াম ফসফেট এর অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ। ফর্মূলা- $Ca_3(PO_4)_2$

উৎস ঃ খনিজ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী ফসফেট অফ লাইম এর অধঃক্ষেপ পদার্থের বিচূর্ণ দুগ্ধ শর্করার সাথে মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়।

১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) খিটখিটে স্বভাব ও রাগী শিশু।

(ii) স্মরণশক্তি হ্রাস। কোন বিষয় মনোনিবেশ করতে পারে না।

(iii) এক বিষয় হতে অন্য এক বিষয়ে মন ঘুরে বেড়ায়।

(iv) ভীত, হতবুদ্ধি, মেদামারা ও উৎসাহহীন।

(v) অতিশয় অবসন্নতা, বিবেচনা শক্তির সম্পূর্ণ হ্রাস, দুঃখ এবং নৈরাশ্যের পর নির্জনে একা চুপ করে বসে থাকতে ভালবাসে।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

চোখ ট্যারা ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে, কর্নিয়ার প্রদাহ ও ক্ষত এবং উহা হতে দুধের ন্যায় সাদা রসস্রাব হয়। শিশুদের দাঁত উঠার সময় যদি তাদের চোখে কেতো হয়। অর্থাৎ চোখ হতে পিচুটি বাহির হয় না, কিন্তু চোখের লালবর্ণ হয়,তা হলে এই ঔষধ কার্যকরী। গ্যাস বা হারিকেনের আলো সহ্য হয় না। মনে হয়, যেন চোখের মধ্যে কি রয়েছে। চোখের ছানি, ধোঁয়ার মত দেখে। ডান চোখের মধ্যে স্নায়ুবিক ব্যথা, প্রাতে বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থা হতে ব্যবহার করলে ছানিরোগ আর বৃদ্ধি হয় না এবং রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়ে যায়।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসের চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) যে কোন রোগে অন্তলালাবৎ চটচটে স্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ।

(ii) গন্ডমালা (scrofulous) শিশু শীর্ণ, মাথা বড়, হাড়গুলি অপরিপুষ্ট, মাথায় প্রচুর ঘাম।

(iii) শিশুদের দাঁত উঠায় বিলম্ব, দাঁত উঠাকালীন জ্বর কাশি, উদরাময়, তড়কা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

(iv) যে সকল ছেলে-মেয়ে দ্রুত লম্বা হয়ে উঠে কিন্তু তদ্রূপ পুষ্ট হয় না।

(v) শোক, দুঃখ, বিরক্তি, হতাশা, প্রেম প্রভৃতি হতে রোগ।

(vi) স্মৃতি শক্তি হ্রাস।

(vii) পরিপাক ক্রিয়ার বিশৃংঙ্খলা জনিত রক্তল্পতা।

(viii) যে সকল স্ত্রীলোক বহু সন্তান প্রসব করে ও বহুদিন স্তন্যদান করে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

(ix) মাথা ব্যথায় মস্তকে বরফের ন্যায় শীতলতা অনুভব হয়।

(x) ব্রণ, বয়ঃ ব্রণ, লাল লাল ব্রণে সমস্ত মুখমন্ডল ভরে যায়।

(xi) যে সকল বালিকা স্কুলে পড়ে, তাদের মাথা ব্যথা।

(xii) উদরাময়ের মল সবুজ বর্ণ, পিচ্ছিল, তরল, উষ্ণ এবং বায়ুসহ নির্গত হয়।

(xiii) শিশুর দুধ সহ্য হয় না, অম্লযুক্ত দুর্গন্ধ বমি করে।

(xiv) পিত্ত শিলার উৎপত্তি নিবারণ করে।

(xv) ছানি প্রারম্ভিক অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ (পরিপক্ক ছানি cale.flu)

(xvi) নৈশ ঘর্ম বিশেষত মাথায়

(xvii) বহুমূত্র রোগীর অতিশীর্ণতা, অদম্য পিপাসা ও ক্ষুধাহীনতা।

(xviii) রমনীগণের ঘনঘন বা বিলম্বিত রজঃস্রাব, অস্বাভাবিক কামেচ্ছা,

(xix) নিম্নক্রম দ্বারা যুবকদিগের স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

(xx) বাত আক্রান্ত স্থান শীতল ও অসাড়বোধ হয়, নড়াচড়ায় উপশম।

(xxi) সকল প্রকার রোগে বৃদ্ধি- রাত্রিকালে, ঠান্ডায়, পানিতে ভিজলে।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের উদরাময়ের প্রকৃতি বর্ণনা কর। ১৫

বা, উদরাময়ের ক্যালকেরিয়া ফসের ব্যবহার লিখ।

উদরাময়ের ক্যালকেরিয়া ফসের ব্যবহার ঃ

(i) মল- গরম, প্রচুর ও পানির মত (kail phos)

(ii) পেটে ব্যথা, সবুজাভ দুর্গন্ধ বায়ুসহ অজীর্ণ উদরাময়ের মল শব্দ করে নির্গত হয়।

(iii) নাভির চতুর্দিকে তীক্ষ্ম ব্যথা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হলে উপশম।

(iv) পেটে জ্বালা, শূল ব্যথাসহ মাথাঘোরা ও পেট কাঁপা।

(v) দন্তোৎগমকালীন উদরাময়, মল সবুজবর্ণ, তরল, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধযুক্ত, শূলবৎ ব্যথা।

(vi) শিশুদের গ্রীষ্মকালীন, দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণে, পরিপাক করতে না পারার কারণে।

(vii) উদরাময়ের পূর্বেই কর্তনবৎ, খামচানো তীক্ষ্ম শূল ব্যথা হয়ে তরল মলত্যাগে করে।

(viii) ডিম, দুষ্পাচ্য এবং লবণাক্ত মাংসাদি খাওয়ার প্রবল আকাংখা।

(ix) জিহ্বায় সাদা ময়লাযুক্ত, স্ফীত, অসাড় ও কঠিন, মুখের স্বাদ অম্ল ও তিক্ত এবং লালা জমে।

(x) জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা ও দানাযুক্ত ক্ষত এবং ঠান্ডা পানি ও খাদ্যে রোগের বৃদ্ধি।

৫। প্রশ্ন ঃ "ক্যালকেরিয়া ফসের শিশু দিন দিন পূঁয়ে যায়"- ব্যাখ্যা কর?

বা। ক্যালকেরিয়া ফসের একটি শিশু চিত্র বর্ণনা কর। ১৩

বা ক্যালকেরিয়া ফসের শিশু চিত্র অংকন কর।

ক্যালকেরিয়া ফসের শিশু চিত্র-

(i) শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ও রাগী।

(ii) স্মরণ শক্তির হ্রাস কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না।

(iii) ভীতু, হতবুদ্ধি ও উৎসাহহীন।

(iv) শিশুর মস্তকটি বৃহৎ, মাথার অস্থির জোড়াগুলো দীর্ঘকাল খোলা, মেরুদণ্ডের অস্থির বক্রতা ইত্যাদি।

(v) শিশু বিলম্বে হাঁটিতে শিখে ও দাঁত ওঠে।

(vi) শিশু শীর্ণ, অপরিপুষ্ট, মাথায় প্রচুর ঘাম।

(vii) দন্তোদগমকালীন বিবিধ উপসর্গ যেমন- জ্বর, কাশি, উদরাময়, তড়কা ইত্যাদি।

(viii) শিশু যথেষ্ট খায় তারপরও শীর্ণ হতে থাকে।

(ix) শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, অম্ল যুক্ত দুর্গন্ধ বমি করে।

(x) ঘাড়টি বড়ই দুর্বল, মাথাটি যেন ধরে রাখতে পারে না এবং সে জন্য সর্বদা ক্রন্দন করে।

৬। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের নাকের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া ফসের নাকের লক্ষণাবলী ঃ

নাকের পলিপাস। স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত শিশুদের নাকে ক্ষত। সর্দি ও হাঁচিসহ নাকের ব্যথা। ঠাণ্ডা ঘরে স্রাব বৃদ্ধি হয় এবং ঘরের বাহিরে বা উষ্ণ বায়ুতে গেলে স্রাব কমে যায়। এই প্রকার হাঁচি ও সর্দির সাথে লালা নিঃসৃত হতে থাকে। নাক হতে অন্ডলালাবৎ স্রাব ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। এই স্রাব গাঢ় ও চটচটে হয়। যে সমস্ত রক্তহীন ও স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির সহজেই ঠাণ্ডা লাগে তাঁদেরকে যদি ফেরাম ফস ও ক্যালকেরিয়া ফস পর্যায়ক্রমে সেবন করনো হয় তাহলে তাঁদের ঠাণ্ডা লাগার কারণ দুর হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি সহ অনুপূরক ঔষধ গুলির নাম লিখ। ১৩

হ্রাস ঃ উষ্ণগৃহে, বিশ্রামে, পা দোলালে বা দেয়ালে ঠেস দিলে।
বৃদ্ধি ঃ ঠাণ্ডায়, নড়াচড়ায়, ঋতু পরিবর্তনে, শীতল বাতাসে, পানিতে ভিজিলে ও বর্ষাকালে।
অনুপূরক ঃ রুটা, সালফার, জিংকাম মেটালিকাম।

(3) ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম (ক্যাল. সালফ)
Calcalca sulphuricum (Calc. sulph)

সমনাম- ক্যালসি আই সালফাস, ক্যালসিয়াম সালফেট।
সাধারণ নাম- জিপসাম, প্লাস্টার অব প্যারিস।
রাসায়নিক সংকেত বা ফর্মুলা- $CaSO_4$

১। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া সালফের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া সালফের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

স্মরণশক্তি হ্রাস ও পরিবর্তনশীল মন। মন স্থিরথাকে না। যাদের মতলবের কোন ঠিক নাই, তাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। হঠাৎ স্মরণশক্তি ও জ্ঞানের হ্রাস হয়ে যায়।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া সালফের নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।

ক্যালকেরিয়া সালফের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মানসিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস।

(ii) বালকদের মাথায় ক্ষতে হলুদবর্ণের মামড়ি পড়ে।

(iii) মাথায় খুস্কি, মরামাস।

(iv) ক্ষত হতে হলুদবর্ণের গাঢ় পুঁজ অথবা রক্তের ছিটাযুক্ত গাঢ় পুঁজ নির্গত হয়।

(v) সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ক্ষত, কর্ণরোগ, ফিশ্চুলা প্রভৃতি যে কোন রোগে হলুদবর্ণের রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গমন হয়।

(vi) কোন জিনিসের অর্ধাংশ মাত্র দেখা।

(vii) উদরাময় ও রক্তামাশয়ে রক্ত মিশ্রিত পুঁজযুক্ত মল।

(viii) ঋতুস্রাব অতিশয় বিলম্বে ও দীর্ঘস্থায়ী।

(ix) আর্দ্রতায় সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, শুষ্কতায় হ্রাস।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া সালফের পুঁজের বর্ণনা দাও। ১৭

ক্যালকেরিয়া সালফের পুঁজের বর্ণনা ঃ

ক্যালকেরিয়া সালফের পুঁজ হচ্ছে হলুদবর্ণের ও রক্তের ছিটাযুক্ত গাঢ় পুঁজ নির্গত হয়। ইহার পুঁজে দুর্গন্ধ থাকে না। ক্ষত হতে হলুদবর্ণের গাঢ় পুঁজ অথবা রক্তের ছিটাযুক্ত গাঢ় পুঁজ নির্গত হয়। সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া,ক্ষত, কর্ণরোগ, ফিশ্চুলা প্রভৃতি যে কোন রোগে হলুদবর্ণের রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গমন হয়।

৪। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া সালফের জিহ্বা ও স্রাবের প্রকৃতি বর্ণনা কর। ১৪

ক্যালকেরিয়া সালফের জিহ্বা ও স্রাবের প্রকৃতি বর্ণনা ঃ

ক্যালকেরিয়া সালফের জিহ্বা ঃ

জিহ্বায় প্রদাহ হয়ে যদি পুঁজোৎপত্তি দেখা দেয়, জিহ্বার গোড়ার দিকে হলুদবর্ণের ময়লায় আবৃত, স্বাদ সাবানের মত বা জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হয়ে পুঁজোৎপত্তির আশঙ্কা হয়।

ক্যালকেরিয়া সালফের স্রাবের প্রকৃতি বর্ণনা ঃ

ক্যালকেরিয়া সালফের পুঁজ- হলুদবর্ণের ও রক্তের ছিটাযুক্ত গাঢ় পুঁজ নির্গত হয়। ইহার পুঁজে দুর্গন্ধ থাকে না। সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ক্ষত কর্ণরোগ, ফিশ্চুলা প্রভৃতি যে কোন রোগে হলুদবর্ণের রক্ত মিশ্রিত পুঁজ নির্গমন হয়। লিউকোরিয়ার- স্রাব গাঢ় হলুদবর্ণ, পিচ্ছিল পুঁজ বা রক্তাক্ত পুঁজের মত নিঃসৃত হয়। ইহার সকল প্রকার স্রাবের প্রকৃতি হচ্ছে হলুদবর্ণের ও রক্তের ছিটাযুক্ত গাঢ় পুঁজযুক্ত।

৫। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া সালফের হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

ক্যালকেরিয়া সালফের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

বৃদ্ধি ঃ পানিতে কাজ করার পর বা পানিতে ধৌত হবার পর, পানিতে থাকলে বা পানি গেলে ইহার রোগীর সব রোগ নতুন করে দেখা দেয়।

হ্রাস ঃ শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুতে।

(4) ফেরাম ফসফোরিকাম (ফেরাম ফস)

Ferrum phosphoricum (Ferr. phos)

সমনাম- ফেরিক ফসফেট।

সাধারণ নাম- ফসফেট অব আয়রন।

মায়াজমেটিক অবস্থা- এন্টি-সোরিক এন্টি-টিউবারকুলার।

১। প্রশ্ন ঃ ফেরাম ফসের মানসিক লক্ষণাবলী ব্যবহার লিখ।

ফেরাম ফসের মানসিক লক্ষণাবলী ব্যবহার ঃ

রোগী গুরুতর বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে কিন্তু সামান্য বিষয়তে বাড়াবাড়ি করে। সামান্য কাজও তার পক্ষে বিরক্তিজনক হয়। সে আশাহীন ব্যক্তি। নিদ্রার পর সুস্থতা আসে। মনের মধ্যে একবার ভাল চিন্তা উদয় হয় আবার কিছুক্ষণের মধ্যে নানা কুচিন্তা উঁকি দিতে থাকে। স্মরণশক্তি কমে যায়, বিশেষভাবে পরিচিত বিষয় সে ভুলে যায়। নাম ভুলে যাওয়া তার মধ্যে বিশেষভাবেই প্রকাশ পায়। বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর নামও সে ঠিক মত বলতে পারে না। নিজের এই প্রকার মানসিক দুর্বলতাতেও সে নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কোনও বিষয় স্থিরভাবে ও সঠিকভাবে বিবেচনা করা তার আয়ত্বের বাহিরে। বাচাল- খুব বেশি কথা বলে। কখনও সে অত্যন্ত স্ফূর্তিতে থাকে, আবার কখনও সে অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়। তার মধ্যে ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স (প্রধান ঔষধ নেট্রাম মিউর) প্রকাশ পায়, অত্যন্ত বকে, মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কের আর্টারীতে রক্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় প্রলাপ দেখা দেয়। ক্রোধ বা বিরক্তভাব হলে তার মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয় এবং তার ফলে মাথা ঘুরতে থাকে। সে পাগলের মত হয়ে যায় এবং অবশিষ্টতাযুক্ত পাগলামি করতে থাকে।

২। প্রশ্ন ঃ ফেরাম ফসের রোগোৎপত্তির কারণ লিখ।

ফেরাম ফসের রোগোৎপত্তির কারণ ঃ আঘাতজনিত কারণ, গ্রীষ্মকালে ঘর্মরোধ হয়ে রোগ, ঠান্ডা লাগার জন্য প্রদাহিক রোগ।

৩। প্রশ্ন ঃ প্রদাহ রোগে ফেরাম ফসের ব্যবহার লিখ। ১২, ১৬
বা, "প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ"
ব্যাখ্যা কর। ১৪

প্রদাহ রোগে ফেরাম ফসের ব্যবহার ঃ

(১) সর্ব প্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস উপযোগী।

(২) প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদাহ বর্তমান থাকে। যেমন ঃ

(i) জ্বরের প্রথমাবস্থায় উচ্চ গাত্রতাপ, দ্রুত নাড়ী, চোখ, মুখ লালবর্ণ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চর্ম শুষ্ক, তৃষ্ণা।

(ii) রোগাক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, লালবর্ণ, দপদপানি ও টাটানি।

(iii) চোখের প্রদাহে চোখ লালবর্ণ, উত্তপ্ত, ব্যথাযুক্ত ও জ্বালাকর।

(iv) কর্ণপ্রদাহ ও দন্তমূল প্রদাহিত স্থান উত্তপ্ত লালবর্ণ, দপদপানি ও টাটানি ব্যথা, মাড়ি লালবর্ণ।

(v) পাকস্থলীর প্রদাহে সামান্য মাত্র খাদ্য গ্রহণেও ব্যথা, ভার ও টানবোধ।

(vi) টনসিল প্রদাহে মুখমন্ডল আরক্ততা, টনসিলদ্বয় লালবর্ণ, গিলতে কষ্টবোধ।

(vi) জিহ্বা প্রদাহে- জিহ্বা ঘোরা রক্তবর্ণ, ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত।

(vii) গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় মূত্রনালী অতিশয় প্রদাহিত, রক্তবর্ণ, অল্প পরিমাণে লালবর্ণ প্রস্রাব, প্রস্রাবকালীন ব্যথা ও জ্বালা।

(viii) জরায়ু প্রদাহে প্রদাহসহ জ্বর, ব্যথা ও তথায় উত্তাপবোধ, প্রসব ব্যথার ন্যায় ব্যথা।

(ix) কোমর, পিঠ ও কিডনীর উপর প্রাদাহিক ব্যথা।

(x) ফোঁড়া, ব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ, আঙ্গুল হাড়া প্রভৃতি রোগের প্রদাহ অবস্থায়, উত্তাপ, ব্যথা, দপদপানি, রক্তাধিক্য, স্ফীতি প্রভৃতি। ফেরাম ফসের প্রাদাহিক অবস্থার পরিচায়ক লক্ষণ।

৪। প্রশ্ন ঃ ফেরাম ফসের জ্বর ও ব্যথার লক্ষণসমূহ লিখ। ১৭

ফেরাম ফসের জ্বর ও ব্যথার লক্ষণসমূহ ঃ

ফেরাম ফসের জ্বর লক্ষণসমূহ ঃ

জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা, দ্রুত নাড়ী, চোখ, মুখ লালবর্ণ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, চর্ম শুষ্ক, তৃষ্ণা। সবিরাম জ্বরে যদি রোগী ভুক্তদ্রব্য বমি করে, বেলা ১টায় জ্বর আসে, প্রবল ও ভীষণভাবে জ্বর আরম্ভ হয়, উত্তাপ খুব বেশি দেখা যায়, দেহের সর্বত্র উত্তপ্ত ও শুষ্ক, চোখ ও মুখ ঘোর লালাবর্ণ, রাত্রিতে ঘর্ম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই স্থলে ফেরাম ফস কার্যকরী। সবিরাম জ্বরে ভুক্তদ্রব্যের বমি এবং সর্দিজ্বরে শীতভাব ও দ্রুত নাড়ী ইহার বিশেষ লক্ষণ।

ফেরাম ফসের ব্যথার লক্ষণসমূহ ঃ

সর্ব প্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস উপযোগী। বাতব্যথা সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে হ্রাস। কর্ণপ্রদাহ ও দন্তমূল প্রদাহিত স্থান উত্তপ্ত লালবর্ণ, দপদপানি ও টাটানি ব্যথা, মাড়ি লালবর্ণ। টনসিল প্রদাহে মুখমন্ডল রক্তবর্ণ, টনসিলদ্বয় লালবর্ণ, গিলতে কষ্টবোধ। জিহ্বা প্রদাহে- জিহ্বা ঘোর রক্তবর্ণ , ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত।

৫। প্রশ্ন ঃ ফেরাম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

ফেরাম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

ফেরাম ফসের বৃদ্ধি ঃ চাপ দিলে বা নড়িলে চড়িলে, আহার করার সময়, বাহিরে মুক্ত বাতাসে, উত্তাপে, উত্তপ্ত পানীয় পানে, কেক খাবার ফলে, রাত্রে, ভোর ৪ টা হতে ৬ টা পর্যন্ত।

ফেরাম ফসের হ্রাস/উপশম ঃ দাঁতের ব্যথা শীতলতায়, সামান্য সঞ্চালনে।

(5) ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম (ম্যাগ. ফস)
Magnesia phosphoricum (Mag. phos)

সমনাম- ফসফেট অব ম্যাগনেসিয়া
সাধারণ নাম- ম্যাগনেসিয়া ফসফরিকাম।
মায়াজমেটিক অবস্থা- এন্টি-সাইকোটিক।

১। প্রশ্ন ঃ ম্যাগ্নেসিয়া ফসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখ। ১২
বা ম্যাগনেসিয়া ফসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী লিখ। ০৮, ১০

ম্যাগনেসিয়া ফসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) অসহ্য শূলব্যথা ও আক্ষেপিক ব্যথা।
(ii) শূলব্যথা গরমে, চাপে, ঝুঁকে বসলে উপশম এবং ঠান্ডায় বৃদ্ধি।
(iii) অত্যন্ত দুঃখিত ও রোগ যন্ত্রণায় কান্না করে এবং ব্যথায় রোগী উন্মাদ প্রায় হয়।
(iv) চোখের স্পন্দন ও স্নায়ুশূল।
(v) পিত্তথলিতে ও কিডনীতে পাথরজনিত শূলব্যথা। পাথর নির্গমনকালে অসহ্য ব্যথা ও অব্যক্ত ব্যথা।
(vi) অসহ্য ঋতুশূল।
(vii) হৃৎশূল, মৃগী, আক্ষেপ, আক্ষেপিক পক্ষাঘাত ও কাশি।

২। প্রশ্ন ঃ " ম্যাগ্নেসিয়া ফসের সকল লক্ষণ তাপে ও চাপে উপশম" – ব্যাখ্যা কর। ১২

" ম্যাগ্নেসিয়া ফসের সকল লক্ষণ তাপে ও চাপে উপশম" – ব্যাখ্যা ঃ

(i) মাথা ব্যথা অত্যন্ত অসহ্য।
(ii) কানের ভিতর স্নায়ুশূল, ব্যথা সবিরাম ও আক্ষেপিক উত্তাপে উপশম এবং ঠান্ডায় বৃদ্ধি।
(iii) দন্তশূল বিছানায় গেলে বৃদ্ধি, ঠান্ডা দ্রব্য ও ঠান্ডা পানিতে বৃদ্ধি, উত্তাপে ও উত্তপ্ত দ্রব্য পানে হ্রাস।
(iv) পাকস্থলীর দুঃসাধ্য, অসহ্য শূলব্যথা, জিহ্বা পরিষ্কার, উত্তাপে ও চাপে উপশম।

(v) আমাশয়, রক্তামাশয়, কলেরা ও শূলব্যথা ইত্যাদিতে উপযোগী।
(vi) পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগকালে আক্ষেপিক ব্যথা, পেটে শূলব্যথা।
(vii) মলদ্বারে সুড়সুড়ানি ও চুলকানি, ছিন্নকর, কর্তনবৎ ব্যথায় রোগী মূর্ছা যাবার মত হয়। উত্তাপে উপশম।

৩। প্রশ্ন ঃ আমাশয়ে ম্যাগ্নেশিয়ার ব্যবহার লিখ। ০৮

আমাশয়ে ম্যাগ্নেশিয়ার ব্যবহার ঃ

(i) অত্যন্ত কোঁথানি, পেটে ব্যথা, আক্ষেপিক ব্যথা।
(ii) ঘন ঘন নিষ্ফল মলত্যাগের প্রবৃত্তি।
(iii) উত্তাপে ও চাপে আরামবোধ, ঠান্ডায় বৃদ্ধি।
(iv) ভীষণ কোঁথানিসহ পুনঃপুনঃ মলত্যাগের বেগ কিন্তু সামান্য আম বা শ্লেস্মা নির্গত হয়, মল বের হয় না।
(v) আমাশয়, রক্তামাশয়, কলেরা ও শূলব্যথা ইত্যাদিতে উপযোগী।
(vi) পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগকালে আপেক্ষিক ব্যথা, পেটে শূলব্যথা।
(vii) মলদ্বারে সুড়সুড়ানি ও চুলকানি, ছিন্নকর,কর্তনবৎ ব্যথায় রোগী মূর্ছা যাবার মত হয়। উত্তাপে উপশম।

৪। প্রশ্ন ঃ শূল বেদনায় ও বাত বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যবহার লিখ। ১০, ১৫

শূল বেদনায় ও বাত বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যবহার ঃ

শূল বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যবহার ঃ এবডোমেনের শূল, অন্ত্রশূল (ইনটেস্টাইন), ভীষণ তীক্ষ্ণ আপেক্ষিক ব্যথা, ব্যথার জন্য অতি অস্থিরতা, এমনকি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, উপুড় হয়ে শয়ন করে, পিত্তশূল প্রভৃতি ব্যথা ইহা বিশেষ উপকারী।

বাত বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যবহার ঃ তরুণ বাতরোগ, ব্যথা অত্যন্ত তীব্র হয়, গাঁটে গাঁটে বাত ব্যথা, স্থান পরিবর্তনশীল। হাত-পায়ে

ঝিনঝিনানি ব্যথা। পায়ের গোড়ালিতে কামড়ানো ব্যথা। সায়েটিকা- সংকোচন এবং হুলফোঁটানবৎ ব্যথা। চলতে পারে না, পায়ে অত্যন্ত ব্যথা থাকে এবং স্পর্শে ব্যথা বাড়ে।

৫। প্রশ্ন ঃ শূল বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়া ফসের ব্যবহার লিখ। ১৬

শূল বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যবহার ঃ এবডোমেনের শূল, অন্ত্রশূল (ইনটেস্টাইন), ভীষণ তীক্ষ্ণ আক্ষেপিক ব্যথা, ব্যথার জন্য অতি অস্থিরতা, এমনকি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, উপুড় হয়ে শয়ন করে, পিত্তশূল প্রভৃতি ব্যথা ইহা বিশেষ উপকারী।

৬। প্রশ্ন ঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যথার প্রকৃতি লিখ। ১৭

ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের ব্যথার প্রকৃতি ঃ ছিঁড়ে ফেলার মত, সূঁচফোটার মত, সংকোচনবৎ, হুলফোঁটার মত, স্থান পরিবর্তনশীল ব্যথা, ব্যথা হঠাৎ আসে ও যায়। এই সকল ব্যথা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি কিন্তু জোরে চাপ দিলে উপশম। ইহার সকল ব্যথাই ঠান্ডায় বৃদ্ধি ও উত্তাপে হ্রাস।

৭। প্রশ্ন ঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

ম্যাগ্নেসিয়াম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

বৃদ্ধি ঃ সামান্য সঞ্চালনে, স্পর্শে, চাপে, শীতল বায়ু, ঝড়, আর্দ্র বায়ু, ঠান্ডা পানিতে ধুইলে, খোলা আবহাওয়ায় ভ্রমণ করলে, চিৎ হয়ে শয়নে, আহারে, ডান দিকে।

হ্রাস ঃ উত্তাপে, চাপনে ও ঘর্ষণে, নুলে, সংকোচিত হলে, এবডোমেনে ব্যথা দ্বিভাঁজ হলে, জোরে চাপ দিলে ও উত্তাপে, মাথার লক্ষণ এবং মাথা ঘোরা উন্মুক্ত আবহাওয়ায় উপশম।

কেলি ফসফরিকাম

(6) Kali phosphorieum (Kali. Phos- K_2HPO_4)

সমনাম- পটাসিয়াম ফসফেট।

সাধারণ নাম- ফসফেট অব পটাশ।

কেলি ফসফরিকামের রাসায়নিক সংকেত বা ফর্মূলা- K_2HPO_4

মায়াজমেটিক অবস্থা - এন্টি সোরিক ও এন্টি টিউবারকুলার ঔষধ।

১। প্রশ্ন ঃ কেলি ফসের নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।

কেলি ফসের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) অত্যন্ত অবসন্নতা, তেজহীনতা ও অস্থিরতা।

(ii) স্মৃতি শক্তির হ্রাস, মানসিক পরিশ্রম হেতু মস্তিষ্কের ক্লান্তি।

(iii) সংজ্ঞাহীনতা, বিড়বিড় করে প্রলাপ (Nat mur) উচ্চ প্রলাপ (fer. phos)

(iv) সর্বপ্রকার উন্মাদ রোগ ও মানসিক বিকৃতি।

(v) হিষ্টিরিয়া- শোক, দুঃখ, প্রভৃতি হেতু পীড়া।

(vi) স্নায়ুবিক দুর্বলতা, তজ্জন্য শিরঃপীড়া, শিরঃপীড়াসহ ক্ষুধার উদ্রেগ, নিদ্রাহীনতা।

(vii) অর্ধশিরঃশূল রোগের প্রধান ঔষধ।

(viii) সর্বপ্রকার পক্ষাঘাতের প্রধান ঔষধ।

(ix) দুর্বল ব্যক্তির রক্তস্রাব, রক্ত কাল, তরল এবং জমাট বাঁধে না।

(x) দুর্গন্ধ- পুঁজে, মলে, লালায়, বমিতে, কর্ণস্রাবে, নাসিকাস্রাবে, অসহনীয় দুর্গন্ধ (পচন অবস্থা)

(xi) ডিপথেরিয়া, অবসন্নতা, ইহার কুফল নিবারণে উপযোগী,

(xii) দুর্গন্ধ মলসহ উদরাময়, পায়খানার বেগ ধারণ করতে পারে না, হারিস বাহির হয়।

(xiii) মল দুর্গন্ধযুক্ত, চোখ মুখ বসে যায়, নাড়ী লোপ পায়, সর্বাঙ্গে প্রভূত শীতল ঘর্ম- কলেরার শ্রেষ্ঠ মহাঔষধ।

(xiv) হস্তমৈথুন, অত্যধিক স্ত্রী সম্ভোগহেতু স্নায়ুবিক দৌবল্য, বিনা উত্তেজনায় স্বপ্নদোষ।

(xv) মূত্রাধারে মুখশায়ী পেশীর পক্ষাঘাত হেতু অবাধ মূত্র।
(xvi) স্ত্রীলোকগণের স্বল্পরজ, দুর্গন্ধ কালচে রক্ত, জমাট বাঁধে না।
(xvii) প্রসব ব্যথা অনিয়মিত ও দুর্বল।
(xviii) অনিয়মিত হৃদ কম্পন।
(xix) বাত আক্রান্ত স্থান কঠিন, অবশ ও টেনে ধরার মত অবস্থা।
(xx) সাংঘাতিক ও অবসন্নকর জ্বর, প্রলাপ, নাক ও মলদ্বারপথে রক্তস্রাব।
(xxi) জিহ্বায় বাসি সরিষা বাটার ন্যায় লেপ।

২। প্রশ্ন ঃ স্নায়ুতন্ত্রের উপর কেলি ফসের ব্যবহার লিখ। ১১, ১৬
বা, "দুর্বল ও পরিশ্রান্ত রোগীদের জন্য কেলি ফস একটি মহৌষধ"- ব্যাখ্যা কর। ১২, ১৪

স্নায়ুতন্ত্রের উপর কেলিফসের ব্যবহার ঃ

স্নায়ুতন্ত্রের উপর কেলি ফসের ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ

(i) অত্যন্ত অবসন্নতা, তেজহীনতা ও অস্থিরতা।
(ii) মানসিক পরিশ্রমহেতু মস্তিষ্কের ক্লান্তি, স্মৃতি শক্তির হ্রাস এবং দূর্বলতা ও স্নায়ুবিক অবসন্নতা।
(iii) সামান্য মানসিক চিন্তাতেই সে অবসন্ন হয়ে যায় সামান্য দৈহিক পরিশ্রমেই দুর্বলতা ও খিটখিটে হয়ে পড়ে।
(iv) হৃদকম্পনসহ উদ্বেগ, অনিদ্রা, অস্থিরতা ও দুর্বলতা।
(v) স্নায়ুবিক দুর্বলতার জন্য নাড়ী শিথিল, মৃদু দুইটি স্পন্দনের মধ্যে সময় অধিক।
(vi) সর্বপ্রকার ও সর্বস্থানের পক্ষাঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ কেলি ফস।
(vii) পক্ষাঘাতের শেষ অবস্থায় জীবনীশক্তি হ্রাস, সকল প্রকার স্রাবে দুর্গন্ধ যুক্ত।
(viii) স্নায়ুশূল, আলোক, শব্দ অসহ্য, সামান্য নড়াচড়ায় ব্যথা কমে, একা ও স্থির থাকলে বৃদ্ধি পায়।
(ix) স্নায়ুরোগ- রোগী অত্যন্ত খিটখিটে ও উত্তেজিত অধীর এবং চঞ্চল্যতাযুক্ত, দুঃখিত, হতাশ, ক্রন্দনশীল হয়।
(x) সর্বপ্রকার উন্মাদ রোগ ও মানসিক বিকৃতি।

৩। প্রশ্ন ঃ কেলি ফসকে অনিদ্রার মহৌষধ বলা হয় কেন?

কেলি ফসকে অনিদ্রার মহৌষধ বলার কারণ ঃ

(i) অনিদ্রার কয়েকটি বিশেষ কারণ থাকে। যেমন ঃ ক্রোধ, রাগ, দুঃখ, মনোভংগ, হতাশা, এবং অতিচিন্তা, পরিশ্রম, স্নায়ুদৌবল্য ইত্যাদি কারণে অনিদ্রা হলে ইহাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।
(ii) নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ স্বপ্নে, ক্রন্দন, চোর ডাকাত, ভূত বা নিচে পড়ে যাচ্ছে এরূপ লক্ষণে ইহা মহৌষধ।
(iii) স্নায়ুবিক কারণে অনিদ্রা হলে তখন কেবলমাত্র কেলি ফসই তা আরোগ্য করতে পারে।
(iv) মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য অনিদ্রা হয়। তবে ফেরাম ফস ১২x সহ কেলিফস ১২x পর্যায় ক্রমে দিতে হবে।
(v) মাথায় রস সঞ্চয় জন্য অনিদ্রা হয়, তবে নেট্রাম মিউর ১২x সহ কেলি ফস ১২x পর্যায় ক্রমে দিতে হবে।
(vi) শিশুদের রাত্রি ভীতি, গভীর নিদ্রার মাঝে ও হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে।
(vii) রাতের ভয় ইহার একটি বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।
(viii) স্ত্রী সহবাসের স্বপ্ন দেখে, প্রাতে উঠতে ইচ্ছা হয় না।
(ix) নিদ্রাবস্থায় সর্বদাই পার্শ্ব পরিবর্তন, শরীরে ব্যথা বোধ, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে বীর্যপাত, শেষরাতে ভাল নিদ্রা হয় না।

৪। প্রশ্ন ঃ দুর্বল ও পরিশ্রান্ত রোগীদের জন্য কেলি ফস একটি মহৌষধ- ব্যাখ্যা কর।

দুর্বল ও পরিশ্রান্ত রোগীদের জন্য কেলি ফস একটি মহৌষধ ঃ

(i) জীবনীশক্তি অবক্ষয় এর জন্য রোগের সূত্রপাত।
(ii) অত্যাধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম।
(iii) উত্তেজনা, মন-দুঃখ ও অবসন্নতার জন্য অজীর্ণ রোগ,
(iv) দুর্বল ব্যক্তিদের রক্তস্রাব, রক্ত কাল, তরল এবং জমাট বাঁধে না।
(v) হস্তমৈথুন, অত্যধিক স্ত্রী সম্ভোগহেতু স্নায়ুবিক দৌবল্য, বিনা উত্তেজনায় স্বপ্নদোষ।

(vi) ভীতি, অনিদ্রা, অস্থিরতা, বিড়বিড় করে, প্রলাপ বকা, মস্তিষ্কের কোমলতা, চিন্তা, উম্মত্ততা, খিটখিটে মেজাজ, হতাশগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে কেলি ফস একটি উত্তম ঔষধ।

(vii) দৈহিক ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও অবসন্নতার জন্য মাথাঘোরা, অনিদ্রা।

(viii) অতিরিক্ত চিন্তা, অধ্যায়ন, শুক্রক্ষয় করে দুর্বলতা প্রভৃতি এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতা, নিরোৎসাহিত, মানসিক অবসাদগ্রস্থ, উত্তেজিত, দুঃখিত ইত্যাদি।

উপরিউল্লেখিত লক্ষণাবলী হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত রোগীদের জন্য কেলি ফস একটি মহৌষধ।

৫। প্রশ্ন ঃ কেলি ফসের অভাবে কি কি রোগ হয় ? ১২

কেলিফসের অভাবে নিম্নলিখিত রোগ হয় ঃ

(i) মানসিক অবসন্নতা, বিরক্তি, শোক-দুঃখহেতু নৈরাশ্য, সহজেই উত্তেজনা, সামান্য কারণেই ক্রন্দন ও হতাশা। রোগী সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে, স্মরণশক্তি তার খুবই হ্রাস পায় এবং মস্তিষ্কের কোমলতা দেখা দেয়।

(ii) ইহার অভাবে বা ন্যূনতায় রোগীর নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম হয়ে পরে স্থগিত হয়।

(iii) ব্যথা ও পক্ষাঘাত, ব্যথা সঞ্চালনে হ্রাস হয় এবং স্থির হয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়।

(iv) স্নায়ু ও পেশীর অবসাদ, পক্ষাঘাত।

(v) পোষণ বন্ধ হওয়ায়, সহানুভূতিক স্নায়ুর কোমলতা।

(vi) শারীরিক কার্যাদি করতে অক্ষমতা।

(vii) সর্ব প্রকার স্রাবে অসহনীয় দুর্গন্ধ।

(7) কেলি মিউরিটিকাম (কেলি মিউর)
Kali muriaticum (Kali. mur)

সমনাম- পটাসিয়াম ক্লোরাইড, কেলি ক্লোরেটাম।
সাধারণ নাম- ক্লোরাইড অব পটাশ
রাসায়নিক সংকেত বা ফর্মূলা- KCl
মায়াজমেটিক অবস্থা - এন্টি সোরিক ও এন্টি টিউবারকুলার ঔষধ।

১। প্রশ্ন ঃ কেলি মিউরের চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ। ১১

চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের দ্বিতীয় অবস্থা, প্রদাহিত স্থানটি স্ফীত ঐ স্থানে রস প্রসেক।

(ii) নিঃসৃত স্রাব শ্বেতবর্ণ, আঠালো ও সৌত্রিক পদার্থযুক্ত।

(iii) জিহ্বায় সাদা বা পাংশু বর্ণ ময়লা দ্বারা আবৃত।

(iv) মেনিনজাইটিস ও মস্তিষ্কের পানি সঞ্চয় রোগ, রস সঞ্চয়ের পূর্বে দিলে পানি কমে না, আবার পানি জমলে উহা অশোষিত হয়ে যায়।

(v) চোখ হতে শ্বেতবর্ণ গাঢ়স্রাব, কর্ণিয়ার ফোস্কা।

(vi) আঘাত লাগার পরে কোমল ছানি।

(vii) কর্ণের বেদনাসহ কর্ণমূল স্ফীতি, মধ্যকর্ণের স্ফীতি হেতু বধিরতা,

(viii) টনসিল প্রদাহ, ডিপথেরিয়ায় জিহ্বায় গাঢ় শ্বেতবর্ণ লেপ।

(ix) অজীর্ণ পীড়ায় জিহ্বা শ্বেতবর্ণ লেপে আবৃত।

(x) লিভার রোগে সাদালেপ, কোষ্ঠবদ্ধতা, সাদা ফ্যাকাশে।

(xi) তৈলাক্ত গুরুপাক দ্রব্য আহারের পরে উদরাময়।

(xii) রক্তামাশয়ের কর্তনবৎ তীব্র বেদনা, শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মা অথবা রক্তমল।

(xiii) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রিমি, তার জন্য গুহ্যদ্বারে চুলকানি।

(xiv) প্রমেহ রোগে।

(xv) সিফিলিস পীড়ায়।

(xvi) শ্বেত প্রদর, সাদা আঠালো

(xvii) দুগ্ধ জ্বর ও সুতিকা জ্বর, প্রথম অবস্থায়।

(xviii) ঘুংড়ি কাশি ও হুপিং কাশির প্রধান ঔষধ। (আক্ষেপিক প্রকৃতির হলে magphos সহ)

(xix) পাকস্থলী বা লিভার বিকৃতি হেতু হাঁপানী, তৎসহ জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ, চটচটে আঠালো শ্লেষ্মা।

(xx) বাত আক্রান্ত স্থানে রসসঞ্চয়। সঞ্চালনে, শয্যায় উত্তাপে বৃদ্ধি।

(xxi) একজিমা হতে শ্বেতবর্ণ ময়দার গুড়ার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়।

(xxii) বয়ঃব্রণে সাদা ভাতের ন্যায় পদার্থ বাহির হয়।

(xxiii) টিকা দিবার কুফলে চর্মপীড়া, ফোস্কাকার উদ্ভেদ।

(xxiv) সর্ব প্রকার বসন্ত পীড়ার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। চর্মরোগ বসে গিয়ে মৃগী রোগ।

(xxv) চর্মরোগ চাপা পড়ে মৃগী রোগ। মৃগী রোগের অমোঘ ঔষধ।

(xxvi) টাইফয়েড জ্বরে জিহ্বায় শ্বেতবর্ণের লেপ, পাতলা সাদাটে মলত্যাগ।

২। প্রশ্ন ঃ কেলিমিউরকে কেন রোগের দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ বলা হয়? ১১, ১৩, ১৫
বা, "রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি মিউর ব্যবহৃত হয়"—ব্যাখ্যা কর।

কেলি মিউরকে রোগের দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ বলার কারণ নিম্নরূপ ঃ

(i) ফেরাম ফস ঃ সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের প্রথম অবস্থায়। যথা: জ্বরের প্রথম অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রা, নাড়ী দ্রুত, অস্থিরতা, পিপাসা, মাথা ব্যথা, চোখের বর্ণ লাল ইত্যাদি। তাছাড়া স্ফোটক, ব্যথা প্রভৃতিতে আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত লালবর্ণ দপদপানি ও টাটানি যুক্ত। পক্ষান্তরে কেলি মিউর সর্বপ্রকার প্রাদাহিক রোগের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ প্রাদাহিক স্থানটি স্ফীতসহ রস প্রসেক অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

(ii) রোগী মনে করে তাকে অনাহারে মরতে হবে।

(iii) নিঃসৃত স্রাব শ্বেতবর্ণের, আঠালো ও সৌত্রিক পদার্থযুক্ত।

(iv) মস্তিষ্কাবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ এবং মস্তিষ্কে পানি সঞ্চয় প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় রসক্ষরণ শুরু হলে ইহা দ্বারা স্রাব নির্গমন রোধ হয়।

(v) চক্ষু প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ ফোস্কার পর ক্ষত।

(vi) কর্ণের প্রদাহ, ডিপথেরিয়া, প্রমেহ ও কোমল ক্ষতের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার হয় এবং যে কোন নামের রোগকে আরোগ্য করে।

উপরিউক্ত কারণে কেলি মিউরকে রোগের দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ বলা হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ কেলি মিউরের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

কেলি মিউরের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

চোখ হতে গাঢ় শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ হলুদ পিচুটি নির্গমন। চোখের ফোস্কা হবার পর তথায় ক্ষত কিন্তু ক্ষত খুব গভীর নয়। চোখের প্রদাহে দ্বিতীয় অবস্থা। কর্ণিয়ার ফোস্কা। আইলেডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা হওয়া, তজ্জন্য মনে হয়, চোখে বালি পড়েছে ও সর্বদা চোখে করকর করে। (ফেরাস ফস সহ পর্যায়ক্রমে) ছানি হলে প্রথমে ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর পরে কেলি মিউর প্রযোজ্য। চোখের ক্ষতসহ সুতার মত লম্বা পুঁজ জমা। রেটিনার প্রদাহ এবং আইরিসের প্রদাহ। আঘাত লাগা কারণে চোখে ছানি আসে।

৪। প্রশ্ন ঃ কেলি মিউরের পুংজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী লিখ।

কেলি মিউরের পুংজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী ঃ

গনোরিয়া ও সিফিলিসের কোমল ক্ষতের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ঔষধ। গনোরিয়া রোগের স্রাব বন্ধ হয়ে যদি অন্ডকোষে প্রদাহিত হয়, তাহলে ক্যালকেরিয়া ফসসহ ইহাকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে। পুরাতন গনোরিয়া বা গ্লীট অবস্থা, ঐ সাথে একজিমা থাকলে ইহা অধিকতরভাবে নির্দিষ্ট হয়। সিফিলিসের সফ্‌ট স্যাঙ্কার, সাদা পুঁজ নিঃসরণ হয়, স্ফীতি থাকে এবং সেই সাথে যদি জিহ্বায় সাদা ময়লার আবৃত থাকে, তাহলে কেলি মিউরকেই অমোঘ ঔষধ জানতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ কেলি মিউরের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী লিখ।

কেলি মিউরের স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী ঃ

লিউকোরিয়া স্রাব দুধের মত সাদা, অবিদাহী, অনুত্তেজক ও গাঢ়। জরায়ুর মুখে ক্ষত বা জরায়ু গ্রীবার ক্ষত হতে যদি ঐরূপ সাদা, গাঢ়, অবিদাহী ও অনুত্তেজক রস নিঃসরণ হয়, তাহলে ইহার কার্যকরী। জরায়ু এনলার্জ। জরায়ুর প্রদাহের দ্বিতীয়াবস্থা। (জরায়ু কঠিন-ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর)। ঋতুস্রাব বন্ধ বা বিলম্বে বা শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হওয়া বর্তমান। ঋতুস্রাব আলকাতরার মত (কেলি ফস), বা কাল কাল চাপচাপ বা চটচটে কালবর্ণের হয়। অত্যধিক ঋতুস্রাব। গর্ভাবস্থা-গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমি এবং যদি সাদাবর্ণের ক্লেদ বমি করে। স্তনের প্রদাহে স্ফীতি ও পুঁজ হওয়া বন্ধ হয়। (নেট্রাম ফস, সাইলিসিয়া) সূতিকাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা। সুতিকা জ্বরে ইহা বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। (পাইরোজেন)।

৬। প্রশ্ন ঃ কেলি মিউরের শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী লিখ।

কেলি মিউরের শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

ক্রুপ কাশি বা যে কোনও কষ্টকর কাশি, এত কষ্টকর যে শিশুদের কাশির সময় নিজের গলা চেপে ধরে। কাশি-ঘং ঘং শব্দবিশিষ্ট, হুপিং কাশিসহ যদি সাদা চটচটে শ্লেষ্মা উঠে ও বুকে ঘড়ঘড় বা সাঁই সাঁই শব্দ শুনা যায় তখন ইহা কার্যকরী। হুপিং কাশির মত আক্ষেপিক খুকখুকে কাশি। স্বরভঙ্গ। ঠান্ডা লেগে স্বরভঙ্গ। প্লুরিসি- প্লুরার মধ্যে চটচটে আঠালো রস নিঃসৃত হতে আরম্ভ করে। এই লক্ষণে বহুদিনের দুরারোগ্য প্লুরিসি রোগীকে ক্যাল্কেরিয়া ফসসহ পর্যাক্রমে কেলি মিউর দিয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে সক্ষম হয়। রুক্ষ কষ্টজনক কাশি। কাশির সময়, যেন চোখ দুইটি বাহিরে আসছে মনে হয়। শ্বাসতন্ত্রের সব ধরনের রোগে বা প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় স্রাব গাঢ়, চটচটে সাদা শ্লেষ্মা হলে ইহা অত্যন্ত কার্যকরী।

(৪) কেলি সালফরিকাম
Kali sulphuricum (Kali. sulph)

সমনাম- পটাসিয়াম সালফেট, কেলি সালফাস, পটাশি সালফাস

সাধারণ নাম- সালফেট অব পটাশ

রাসায়নিক সংকেত বা ফর্মূলা- KSO_4

মায়াজমেটিক অবস্থা - এন্টি সোরিক ও এন্টি টিউবারকুলার ঔষধ।

১। প্রশ্ন ঃ কেলি সালফের নির্দেশক লক্ষণাবলী উল্লেখ কর। ০৮

কেলি সালফের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথায় অধিক পরিমাণে খুস্কি উঠে, ঐগুলো হলুদবর্ণের এবং চুলকানি হতে চটচটে রস বের হয়।

(ii) চোখের পত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হতে সবুজাভ আঠালো বা হলুদবর্ণের আঠালো স্রাব বের হয়।

(iii) কর্ণের শূল ব্যথা, কানের মধ্যে পলিপ হয়ে ছিদ্র বন্ধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হলুদ স্রাব, বিকালে ও উষ্ণ বদ্ধ ঘরে বৃদ্ধি পায় ও উন্মুক্ত বায়ুতে গেলে উপশম।

(iv) সর্দির তৃতীয় অবস্থায় সবুজ স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত নাক রুদ্ধ এবং স্বাদ পায় না।

(v) জিহ্বায় হলুদবর্ণের পিচ্ছিল ময়লা দ্বারা আবৃত থাকে।

(vi) উদরাময়ে হলুদ বা সবুজ পিচ্ছিল মল। প্রত্যেকবার মলের বর্ণ পরিবর্তন হওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ।

(vii) মূত্রনালী হতে হলুদ পিচ্ছিল শ্লেষ্মা। প্রমেহ রোগে হলুদ বা সবুজ পিচ্ছিল স্রাব হলে ইহা মহৌষধ।

(viii) শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া) হলুদ বা সবুজ বর্ণের পাতলা ও পুঁজের ন্যায় চটচটে এবং পিচ্ছিল স্রাব, জ্বালাকর ও ক্ষতকারক।

২। প্রশ্ন ঃ কেলি সালফের স্রাবে প্রকৃতি বর্ণনা কর। ১১

কেলি সালফের স্রাবে প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

(i) মাথায় অধিক পরিমাণে খুস্কি উঠে, ঐগুলো হলুদবর্ণের এবং চুলকানি হতে চটচটে রস বের হয়।

(ii) চোখের পত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হতে সবুজাভ আঠালো বা হলুদবর্ণের আঠালো স্রাব বের হয়।

(iii) কর্ণের শূল ব্যথা, কানের মধ্যে পলিপ হয়ে ছিদ্র বন্ধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হলুদ স্রাব, বিকালে ও উষ্ণ বদ্ধ ঘরে বৃদ্ধি পায় ও খোলা বায়ুতে গেলে উপশম।

(iv) সর্দির তৃতীয় অবস্থায় সবুজ স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত নাক বন্ধ এবং স্বাদ পায় না।

(v) জিহ্বায় হলুদবর্ণের পিচ্ছিল ময়লা দ্বারা আবৃত থাকে।

(vi) উদরাময়ে হলুদ বা সবুজ পিচ্ছিল মল। প্রত্যেকবার মলের বর্ণ পরিবর্তন হওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ।

(vii) মূত্রনালী হতে হলুদ পিচ্ছিল শ্লেষ্মা। প্রমেহ রোগে হলুদ বা সবুজ পিচ্ছিল স্রাব হলে ইহা মহৌষধ।

(viii) শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া) হলুদ বা সবুজ বর্ণের পাতলা ও পুঁজের মত চটচটে এবং পিচ্ছিল স্রাব, জ্বালাকর ও ক্ষতকারক।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কেলি সালফের সকল প্রকার স্রাব হলুদ বা সবুজ এবং পিচ্ছিল হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ কেলি সালফের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর।১৫

কেলি সালফের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বর্ণনা ঃ

মানসিক অবস্থা ঃ মানসিক অবস্থা পরিবর্তনশীল। একগুয়ে, খিটখটে ও রাগী। সহজেই রেগে যায়। লোকের সঙ্গ সে চায় না এবং পরিশ্রম করতেও ইচ্ছা করে না। সন্ধ্যাকালে তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ঐ সময় তার নিরানন্দভাব, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এবং ভীতি প্রবলভাবে দেখা দেয়। সে পড়ে যাবার ভয়ে ভীত হয় এবং নিদ্রার মাঝেই সে চমকে উঠে হাঁটিতে থাকে বা নিদ্রার মাঝেই সে কথা বলে। মানসিক কষ্টের সময় যদি সহানুভূতি দেখানো যায়, তবে মনের কষ্ট লাঘব হয়।

শারীরিক অবস্থা ঃ মাথায় অধিক পরিমাণে খুস্কি উঠে। ঐগুলো হলুদবর্ণের এবং চুলকানি হতে চটচটে রস বের হয়। চোখের পত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হতে সবুজাভ আঠালো বা হলুদবর্ণের আঠালো স্রাব বের হয়। জিহ্বায় হলুদবর্ণের পিচ্ছিল ময়লা দ্বারা আবৃত থাকে। সর্দির তৃতীয় অবস্থায় সবুজ স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত নাক বন্ধ এবং স্বাদ পায় না ইত্যাদি।

(9) নেট্রাম ফসফরিকাম

Natrum phosphoricum (Nat. phos)

১। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম ফসের সাধারণ পরিচিতি লিখ।

নেট্রাম ফসের রাসায়নিক সংকেত বা ফর্মুলা ঃ Natrum phosphoricum – $Na_2 PHO_4.12H_2O$)

সাধারণ নাম ঃ ফসফেট অফ সোডা।

সমনাম নাম ঃ সোডিয়াম ফসফেট, নেট্রাম ফসফেট ইত্যাদি।

মায়াজমেটিক অবস্থা- এন্টি সোরিক, এন্টিসাইকোটিক ও এন্টি সিফিলিটিক ঔষধ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ কার্বনেট অফ সোডিয়ামের সঙ্গে অর্থোফসফরিক এসিড মিশ্রিত করে ইহা তৈরি করা হয়।

২। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম ফসের মানসিক লক্ষণসমূহ লিখ।

নেট্রাম ফসের মানসিক লক্ষণসমূহ ঃ

স্মরনশক্তি কম, নৈরাশ্যে ভরা মন। উত্তেজিত, খিটখিটে ও সামান্য কারণেই বিরক্তি বোধ করে। সে উদ্বিগ্ন আশাহীন হয় কেলি ফস)। রোগী রাত্রির ভয়ে ভীত, রাত্রিকালে আসন্ন বিপদের ভয়ে সে মানসিকভাবে অতিঅবসন্ন হয়ে পড়ে, রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলেই সে ঘরের আসবাবপত্রগুলিকে মানুষ বলে মনে করে ও ভয় পায়, কখনও ভাবে যে পাশের ঘরে কোন মানুষ চলাফেরা করছে এবং তজ্জন্য সে অতি ভীত হয়। কখনও ভাবে তার জিহ্বায় যেন একটা চুল আছে। অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা।

৩। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম ফসের পরিচায়ক লক্ষণসমূহ লিখ। ১১

নেট্রাম ফসের পরিচায়ক লক্ষণাবলী ঃ

(i) রাত্রিকালে ভীতিজনক উৎকণ্ঠা, রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলে ঘরের আসবাব পত্রগুলিকে মানুষ বলে মনে করে ও ভয় পায়।

(ii) জিহ্বার পশ্চাৎ দিকে হলুদবর্ণের লেপ।

(iii) সমস্ত স্রাবই হলুদবর্ণের।
(iv) অম্ল লক্ষণ। মল ও বমি অম্লযুক্ত।
(v) সর্বপ্রকার কৃমি লক্ষণ। কৃমির জন্য অস্থির নিদ্রা, কৃমিজনিত কলেরা ও শয্যামূত্র।
(vi) পিত্তশীলা।
(vii) গনোরিয়া (প্রমেহ) রোগে হলুদবর্ণের পুঁজ স্রাব।
(viii) অম্লস্রাব নিঃসরণযুক্ত বন্ধ্যাত্ব।
(ix) অজীর্ণ ও অম্ল লক্ষণযুক্ত ক্ষয়কাশি
(x) সন্ধিবাত।

৪। প্রশ্ন ঃ "নেট্রাম ফস অম্ল রোগের মহৌষধ"- ব্যাখ্যা কর। ১১, ১৬

নেট্রাম ফস অম্ল রোগের মহৌষধ ঃ

(i) জিহ্বার পশ্চাৎ দিকে আর্দ্রতাসহ হলুদবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত।
(ii) জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিপূর্ণ ফোস্কা, যেন জিহ্বার উপর চুল আছে অনুভূতি।
(iii) মুখে অম্ল স্বাদ, তামা স্বাদ, ক্ষত, কথা বলতে কষ্ট হয়।
(iv) গলায় ক্ষত ও ব্যথা, পিন ফোঁটা পুটুলী আছে মনে হয়।
(v) পানি বা তরল পানীয় গিলতে খুব কষ্ট হয় কিন্তু কঠিন বস্তু গিলতে ব্যথা কমে।
(vi) পাকস্থলীর যেকোন অবস্থাতেই অম্ল বমি বা অম্ল উদ্গার উঠে ও চাপবোধ এবং বুকে জ্বালা, আহারের পর বৃদ্ধি।
(vii) অজীর্ণসহ অম্ল উদ্গার, ফেরাম ফসসহ সেবনে হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়।
(viii) পাকস্থলীতে ক্ষতসহ অম্ল বা কফি চূর্ণের ন্যায় বমি।
(ix) অম্লসহ মুখ দিয়ে পানি উঠা, তীক্ষ্ম তিক্ত, অম্ল, জ্বালাকর, পানি বমি, ডিম ও পোড়া মাছ খেতে প্রবল ইচ্ছা।
(x) পাকস্থলীর রোগে এবডোমেন স্ফীতি, শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা।

উপরিউক্ত লক্ষণাবলী দ্বারা নেট্রাম ফস অম্লজনিত লক্ষণ দূর করার এক মহৌষধ। ইহার অম্লনাশক ক্ষমতা অতুলনীয়।

৫। প্রশ্ন ঃ স্ত্রীরোগে নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী লিখ।

স্ত্রীরোগে নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী ঃ

(i) জরায়ু ও ভ্যাজাইনার স্রাব হলুদবর্ণের, পানির মত এবং অম্লযুক্ত।
(ii) লিউকোরিয়া- হলুদবর্ণের, অম্লগন্ধযুক্ত ও গন্ধে বমি আসে। সামনের কপালে শিরঃপীড়া ও এসিডিক বমি। জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত ও ব্যথা এবং চুলকায়।
(iii) হঠাৎ ঋতুস্রাব তৎসহ মুখে অম্লস্বাদ বা অম্লগন্ধযুক্ত বমি। ঋতুস্রাব শীঘ্র শীঘ্রই হয়। নিয়মিত সময়ের ৪/৫দিন আগে হয়। ঋতুর আগে উত্তেজনা ও অনিদ্রা আসে। ঋতু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ঋতুর স্রাব পাতলা ও পানির মত ফ্যাকাশে (নেট্রাম মিউর)। ঋতুকালে দিনের বেলায় পা ঠান্ডা থাকে কিন্তু রাত্রে পা জ্বালা করে। ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠ ও কোমরে ব্যথা করে। ঋতুস্রাবের পর বুক ধড়ফড়ানি আসে, মাথা ধরা, বাতরোগ দেখা দেয়।
(iv) মলত্যাগ করতে বসার পর মনে হয় জরায়ুর নির্গমন হচ্ছে। বাতব্যথাসহ জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে ইহা ভাল ঔষধ। জরায়ু অতি দুর্বল।
(v) ভ্যাজাইনা হতে অম্লস্রাব নির্গমনের কারণে শুক্রকীট (স্পার্ম) নষ্ট হওয়ার ফলে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

৬। প্রশ্ন ঃ পেটের বেদনায় নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী লিখ।

পেটের বেদনায় নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী ঃ

(i) খাদ্য দ্রব্য গ্রহনের পর অম্ল উদ্গার, বুকে জ্বালা।
(ii) জিহ্বার পিছনের অংশে আর্দ্রতাসহ হলুদবর্ণের ময়লা দ্বারা আবৃত থাকে।
(iii) মাথাঘোরা, মাথাব্যথাসহ পেট ফাঁপা।
(iv) অম্ল ও কৃমিজনিত পাকস্থলীর যাবতীয় রোগ, ব্যথা ও জ্বালা ইত্যাদি।
(v) ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ আহারের ২ ঘন্টা পর ব্যথা শুরু হয়।
(vi) ক্ষুধামন্দ্য, কৃমিজনিত পেট কামড়ানি।
(vii) অম্লজনিত মুখে পানি উঠা, তিক্ত, অম্ল, জ্বালাকর পানি বমি।
(viii) ডিম, ভাজা মাছ খাওয়ার আকাঙ্খা এবং রুটি, মাখন, তৈলাক্ত দ্রব্য খেতে অনিচ্ছা।
(ix) বাম ইলিয়াক অঞ্চলে তীক্ষ্ম কর্তনবৎ ব্যথা।
(x) পাকস্থলীতে ক্ষত, সামান্য আহারেই তীব্র ব্যথা।

(xi) মলদ্বারে টাটানি ও চুলকানি।

(xii) বমি বমিভাব ও অম্ল বমি, বমি কফি চূর্ণের মত কাল।

(xiii) শিশুদের অম্ল লক্ষণসহ ছানা ছানা বমি, সবুজবর্ণের তরল মল, দুধের সাথে বেশি পরিমাণ চিনি খাওয়ার কুফল।

(xiv) তৈলাক্ত দ্রব্য খাওয়ার ফলে অজীর্ণ।

(xv) কৃমিজনিত পাকস্থলীতে ব্যথা।

৭। প্রশ্ন ঃ ক্রিমি রোগ ও পেটে বেদনায় নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী লিখ। ১৫

ক্রিমি রোগ ও পেটে বেদনায় নেট্রাম ফসের লক্ষণাবলী ঃ

(i) বাম ইলিয়াক অঞ্চলে তীক্ষ্ম কর্তনবৎ ব্যথা।

(ii) পাকস্থলীতে ক্ষত, সামান্য আহারেই তীব্র ব্যথা।

(iii) মলদ্বারে টাটানি ও চুলকানি।

(iv) বমি বমিভাব ও অম্ল বমি, বমি কফি চূর্ণের মত কাল।

(v) শিশুদের অম্ল লক্ষণসহ ছানা ছানা বমি, সবুজবর্ণের তরল মল, দুধের সাথে বেশি পরিমাণ চিনি খাওয়ার কুফল।

(vi) অম্ল ও কৃমিজনিত পাকস্থলীর যাবতীয় রোগ, ব্যথা ও জ্বালা ইত্যাদি।

(vii) কৃমিজনিত পাকস্থলীতে ব্যথা।

৮। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম ফসের অভাবের কি কি রোগ হয় ? ১১

নেট্রাম ফসের অভাবে নিম্নলিখিত রোগ হয় ঃ

(i) এসিডিটি বা অম্ল, (ii) অজীর্ণ, (iii) চক্ষু প্রদাহ, (iv) টেরা দৃষ্টি, (v) বহুমূত্র, (vi) অন্ত্রশূল, (vii) পাকাশয়ের শূল, (viii) বাত, (ix) যক্ষ্মা, (x) ক্রিমি, (xi) গ্রন্থিস্ফীতি, (xii) গলগন্ড, (xiii) শ্বেতপ্রদর, (xiv) বন্ধ্যাত্ব, (xv) আমবার্ত, (xvi) জন্ডিস।

৯। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

নেট্রাম ফসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ বৃদ্ধি- ঋতুকালে, সন্ধ্যাকালে, বাম পাশে শুলে, তৈলাক্ত, ঘৃতপাককৃত খাদ্য দ্রব্য, অম্ল, দুধ, মিষ্টি, ভ্রমণে বিশেষতঃ ছাদের উপর বেড়াইলে, গরম ঘরের, খোলা বাতাস অসহ্য, গোসলে অনিচ্ছা, সহবাসে। হ্রাস ঃ আহারের পর।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম

(10) Natrum muriaticum (Nat. mur)

১। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের সাধারণ পরিচিতি লিখ।

সমনাম/প্রতিনাম (Synonyms) ঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড, নেট্রাম মিউরিয়েটিক, কমন সল্ট। রাসায়নিক সংকেত NaCl

উৎস (Source) ঃ খনিজ

প্রাপ্তিস্থান (Habitat) ঃ সমুদ্রের পানি হতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নিষ্কাশন করা হয়।

প্রুভার (Proved) ঃ ডা ঃ সুসলার।

প্রস্তুত ফরমূলা- এফ-৫-এ (তরল), বিচূর্ণ-৭।

মায়াজমেটিক অবস্থা - এন্টি সোরিক, এন্টিসাইকোটিক ও এন্টি সিফিলিটিক ঔষধ।

২। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের ক্রিয়াস্থল লিখ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

(i) মন (Mind), (ii) মস্তিষ্ক (Brain), (iii) রেসপিরেটরী সিস্টেম (Respiratory system), (iv) ডাইজেস্টিভ সিস্টেম (Digestive system) - স্প্লীন, লিভার (Spleen, liver) (v) ইউরিনারী সিস্টেম (Urinary system), (vi) চর্ম (Skin), (vii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি (Extremities) (viii) হার্ট (Heart), (ix) ব্লাড (Blood), (x) মাংসপেশি (Muscles), (xi) গ্ল্যান্ডস (Glands)

৩। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের রোগসমূহ লিখ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের রোগসমূহ (Disease):

এনিমিয়া, এট্রপি, কাশি, হুপিংকাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, লিউকোরিয়া, ঋতুস্রাবের গোলযোগ, ম্যারাসমাস, রিকেট, শ্বাসতন্ত্রের গোলযোগ, বন্ধ্যাত্ব, সবিরাম জ্বর, হার্টের গোলযোগ, আঁচিল, চর্মরোগ, মূত্র সম্বন্ধীয় গোলযোগ ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের সারাংশ লিখ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের সারাংশ ঃ

দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করার ফলে শরীরের পুষ্টি সাধন সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং এর ফলে শরীরের ভিতরে লবণের সঞ্চয়জনিত কারণে শোথাবস্থা দেখা দেয় তা নয় এতে রক্তের পরিবর্তনও ঘটে থাকে, ফলে রক্তাল্পতা ও শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা দেয়া। এছাড়াও সন্ধিস্থানে ক্ষয়িত পদার্থসমূহ সঞ্চিত থেকে যায়, ফলে গেটে বাতের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ঔষধ পরীক্ষাকালে এই জাতীয় লক্ষণগুলি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ কয়েক ধরনের সবিরাম জ্বর, রক্তাল্পতা, ক্লোরোসিস, পাকাশয়িক নালীর নানা প্রকারের গোলযোগসমূহ এবং চর্মরোগের ক্ষেত্রে এটি একটি মহৌষধ। প্রচন্ড দুর্বলতা, সকালে বিছানায় থাকা অবস্থায় প্রচন্ড দুর্বলতার অনুভূতি। শীতলতা। শীর্ণতা ঘাড়ের কাছে সব থেকে বেশি বোঝা যায়। খুব সহজেই ঠান্ডা লাগে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের শুষ্কতা। সারা শরীরে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। প্রচন্ড দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ। সকল প্রকার প্রভাবে অনুভূতি প্রবণ। থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। অ্যাডিসনস্ ডিজীজ। বহুমূত্র রোগ।

৫। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।
বা, নেট্রাম মিউরের মনের প্রকৃতি বর্ণনা কর। ০৮

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ-

(i) মানসিক কারণে রোগের উদ্ভব, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির কুফলসমূহ।

(ii) বিষাদগ্রস্ত, বিশেষ করে পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে। সান্ত্বনা দিলে বৃদ্ধি। খিটখিটে, সামান্য কারণে রেগে যায়।

(iii) সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, ব্যস্তবাগীশ।

(iv) একা থাকলে কাঁদার ইচ্ছা করে।

(v) হাসির সঙ্গে চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

৬। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের পরিচায়ক/নির্দেশক/চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের পরিচায়ক/নির্দেশক/চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) মানসিক কারণে রোগের উদ্ভব, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির কুফলসমূহ।

(ii) রক্তাল্পতা জনিত কারণে স্কুলে পড়া বালিকাদের মাথার যন্ত্রণা, স্নায়বিক, উৎসাহহীন, স্বাস্থ্য দুর্বল।

(iii) চোখের সামনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে। বস্তুটির দুই ধারে সামনে আঁকাবাঁকা আগুনের রেখাসমূহ দেখা যায়।

(iv) প্রচুর পাতলা, সর্দি, যা এক থেকে তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এর পরে নাক বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

(v) জিহ্বার উপর সাদা ফেনাযুক্ত লেপ, তৎসহ কিনারায় বুদবুদ থাকে। শুষ্কতার অনুভূতি। জিহ্বা মানচিত্রের মত (আর্সেনিক, ন্যাট্রাম, ট্যারাক্স)।

(vi) সমগ্র বুকে সূঁচবিদ্ধবৎ ব্যথা। কাশি, তৎসহ মাথার ভিতরে ফেটে যাবার মত ব্যথা।

(vii) শুষ্ক উদ্ভেদসমূহ, বিশেষ করে মাথার চর্মের চুলযুক্ত কিনারায় এবং সন্ধিস্থানের ভাঁজ হওয়া অংশে।

(viii) হৃদপিন্ডের ভিতরে ধড়ফড় করে, হৃদকম্পন, নাড়ী থেকে থেকে স্থগিত হয়ে যায়।

(ix) গোড়ালি দুটি দুর্বল সহজেই ভেঙ্গে যায়। হস্ত-সন্ধি পেশীর ব্যথাপূর্ণ সঙ্কোচন (কষ্টিকাম)।

৭। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের চোখের লক্ষণাবলী লিখ।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামের চোখের লক্ষণাবলী ঃ

(i) পেঁচিয়ে যাবার মত অনুভূতি, তৎসহ স্কুলে পড়া শিশুদের মাথার ব্যথা।

(ii) চোখের পাতা দুটিতে ভারবোধ। পেশীসমূহের দুর্বলতা ও আড়ষ্টতা।

(iii) অক্ষরগুলি পড়ার সময় একটির উপর আর একটি গিয়ে পড়ে।

(iv) চোখের সামনে আগুনের ফুলকি দেখে। যাবতীয় দৃষ্ট বস্তুর সামনে আঁকাবাঁকা আগুনের রেখাসমূহ দেখা যায়।

(v) চোখের ভিতর জ্বালাকর অনুভূতি। পড়ার সময় বা লেখার সময় দৃষ্টিশক্তিলোপ পায়।

(vi) অশ্রুস্রাবী নালীর (ল্যাক্রিমাল ডক্ট) সংকীর্ণতা তৎসহ পুঁজোৎপত্তি। থলির উপরে চাপ দিলে শ্লেষ্মাযুক্ত পুঁজের নির্গমন।

(vii) অশ্রুস্রাব- জ্বালাকর ও ক্ষতকর। চোখের পাতার স্ফীতি। চোখদুটি পানিতে ভিজে থাকে।

(viii) কাশির সময় চোখের পানি মুখমন্ডলের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে (ইউফ্রেসিয়া)।

(ix) ব্যথাদায়ক ক্ষীণ দৃষ্টি, এর কারণ হল চোখের ভিতরের পেশীসমূহের স্বল্পতা।

(x) নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে চোখের ব্যথা অনুভূতি হয়। ছানির প্রথমাবস্থা (সিকেল)।

৮। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম মিউরের হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

বৃদ্ধি ঃ শব্দে, সঙ্গীতে, উষ্ণ ঘরে, শুয়ে পড়লে, প্রায় সকাল ১০টায়, সমুদ্র তীরে, মানসিক পরিশ্রমে, সান্ত্বনায়, গরমে, কথা বলায়।

হ্রাস ঃ মুক্ত বাতাসে, শীতল পানি পানে, স্নানে, যথাসময়ে খাইতে না পেয়ে, ডান পাশে চেপে শয়নে, পিঠে চাপ দিলে, বস্ত্রাদি কষে বাঁধলে।

(11) নেট্রাম সালফিউরিকাম

Natrum sulphurieum (Nat. sulph)

১। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফিউরিকামের সাধারণ পরিচিতি লিখ।

সমনাম/প্রতিনাম (Synonyms) ঃ সোডিয়াম সালফেট (Sulphate of Sodium), গোবার্স সল্ট (Glauber`s Salt).

উৎস (Source) ঃ খনিজ

প্রাপ্তিস্থান (Habitat) ঃ প্রাকৃতিক খনিতে পাওয়া যায়।

প্রুভার (Proved) ঃ ডাঃ সুসলার নেট্রাম সালফিউরিকামের প্রুভ করেন।

২। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফিউরিকামের ক্রিয়াস্থল লিখ। ১০

ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ

(i) মন (Mind), (ii) নার্ভস (Nerves), (iii) মাথা (Head), (iv) রেসপিরেটরী সিস্টেম (Respiratory system), (v) ইউরিনারী সিস্টেম (Urinary system), (vi) চর্ম (Skin), (vii) এবডোমেন (Abdomen), (viii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি (Extremities), (ix) প্যানক্রিয়াস (Pancreas)

৩। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফিউরিকামের রোগসমূহ লিখ।

রোগসমূহ (Disease): এ্যাজমা, কাশি, উদরাময়, ডায়বেটিস, এপিলেপসী, গনোরিয়া, নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, মেনিনজাইটিস, এবডোমিনাল ডিসওডার, লিভারের রোগ ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফিউরিকামের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।
বা, নেট্রাম সালফের মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর। ১৪

নেট্রাম সালফিউরিকামের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) উদ্দীপক গান-বাজনা রোগীকে বিষন্ন করে তোলে।

(ii) বিষাদ, তৎসহ নির্দিষ্ট সময় পর পর মানসিক উন্মাত্ততা দেখা দেয়।

(iii) আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত- আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন করার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

(iv) কোন বিষয়ে চিন্তা করতে অক্ষম।

(v) কথা বলতে বিরক্ত হয় বা অন্যের কথা বলা পছন্দ করে না।

৫। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফের উৎস কি ? ইহার নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।
বা, নেট্রাম সালফের চরিত্রগত লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১০
বা, নেট্রাম সালফিউরিকামের পরিচায়ক/নির্দেশক/চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ।

নেট্রাম সালফিউরিকামের পরিচায়ক/নির্দেশক/চরিত্রগত লক্ষণাবলী ঃ

(i) আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত- আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন করার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

(ii) কাশির সময় মাথা ফেটে যাবে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার উপরের অংশে উত্তাপ অনুভূতি।

(iii) মুখগহ্বরে পিচ্ছিল, গাঢ়, চটচটে, সাদা শ্লেষ্মা, তিতো স্বাদ এবং তালুর উপর ফোস্কাসমূহ।

(iv) লিউকোরিয়া (প্রদরস্রাব)- হলুদ-সবুজ বর্ণের, স্ত্রীলোকের গনোরিয়া রোগের পরে প্রদরস্রাব সহ স্বরভঙ্গ।

(v) পিত্তযুক্ত বমি, অম্লযুক্ত অজীর্ণ তৎসহ গলা বুক জ্বালা করে ও পেট ফাঁপা থাকে।

(vi) লিঙ্গের উপর আঁচিল সদৃশগুটি, কোমল, মাংসল। সবুজবর্ণের স্রাব।

(vii) কাশি তৎসহ পুরু দড়ির মত, সবুজাভ শ্লেষ্মা, বুকের ভিতরে শূন্যতার অনুভূতি।

(viii) গেঁটে বাত- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথার জন্য বার বার অবস্থানের পরিবর্তন করতে রোগী বাধ্য হয়।

(ix) মেরুদন্ডের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, দেহ ধনুকের মত পিছনদিকে বেঁকে যায়।

৬। প্রশ্ন ঃ শ্বাসতন্ত্রের উপর নেট্রাম সালফের ব্যবহার লিখ। ১২
বা, হাঁপানীতে নেট্রাম সালফের ব্যবহার লিখ। ১০
বা, হাঁপানিতে নেট্রাম সালফের লক্ষণাবলী লিখ। ০৮

শ্বাসতন্ত্রের উপর নেট্রাম সালফের ব্যবহার ঃ

(i) আর্দ্র আবহাওয়ায় শ্বাসকষ্ট।

(ii) কাশির সময় বুক চেপে ধরতে বাধ্য হয়।

(iii) আর্দ্র আবহওয়ায় উৎপন্ন হাঁপানী। ভোর ৪টা বা ৫টার সময় বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় শব্দ।

(iv) কাশি তৎসহ পুরু দড়ির মত, সবুজাভ শ্লেষ্মা, বুকের ভিতরে শূন্যতার অনুভূতি।

(v) অবিরাম গভীর, লম্বা-লম্বা শ্বাস নেবার ইচ্ছা।

(vi) শিশুদের হাঁপানীর ক্ষেত্রে একটি ধাতুগত ঔষধ।

(vii) নিউমোনিয়ায় প্রদাহিত অবস্থা যখন দীর্ঘ সময় ধরে চলে। কাশির সময় বুকের ভিতরে এত বেশী ব্যথা লাগে যে, রোগী বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসতে বাধ্য হয়। ব্যথাপূর্ণ দিক চেপে ধরে (ব্রায়োনিয়া)।

(viii) ব্যথা বুকের বাম দিকের নিম্নাংশ দিয়ে উঠানামা করে। প্রতিবার নতুন করে ঠান্ডা লাগার পরে হাঁপানী দেখা দেয়।

৭। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফ একটি সাইকোটিক দোষঘ্ন ঔষধ বর্ণনা কর।
বা, নেট্রাম সালফের ধাতুগত লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ০৮

নেট্রাম সালফ একটি সাইকোটিক দোষঘ্ন ঔষধ- বর্ণনা ঃ

(i) বদমেজাজী। খিটখিটে। রাগের পর খিঁচুনি।

(ii) আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় মন ভারাক্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

(iii) সন্দেহবাতিক। যখন আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখন সন্দেহপ্রবণতা হয়ে পড়ে।

(iii) আর্দ্র আবহওয়ায় উৎপন্ন হাঁপানী। ভোর ৪টা বা ৫টার সময় বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় শব্দ।

(iv) গেঁটে বাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথার জন্য বারে বারে অবস্থানের পরিবর্তন করতে রোগী বাধ্য হয়।
(iii) দুইটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে খোঁচামারার মত ব্যথা।

৮। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফকে কেন হাইড্রোজেনয়েড ধাতুর ঔষধ বলা হয়? ১২

নেট্রাম সালফকে হাইড্রোজেনয়েড ধাতুর ঔষধ বলার কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। হাইড্রোজয়েড কনস্টিটিউশন অর্থাৎ শ্লেস্মাধিক্য ধাতু। এ ধাতু ডাঃ হ্যানিম্যানের বর্ণিত সাইকোসিস মায়াজমের ন্যায়। এ ধাতুর মানুষের টিস্যুসমূহ ও রক্তে অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বর্তমান থাকে। এ ধাতুগ্রস্থ রোগীরা বর্ষাকালে শীতল খাদ্য আহারে বা শীতল পানীয় পানে অসুস্থ্যতা বোধ করে।

২। জলীয় পদার্থ, স্যাঁতসেঁতে গৃহে বাস, আর্দ্র বায়ু বা যাতে শারীরিক রক্তে জলীয়াংশ বৃদ্ধি হয় তাতে উহাদের রোগের বৃদ্ধি হয়।

৩। হাইড্রোজেনয়েড ধাতুর ব্যক্তি, আর্দ্রগৃহে, আর্দ্র ঋতুতে, মাটির নীচের ঘরে বা স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাসজনিত কারণে সৃষ্ট রোগে নেট্রাম একটি কার্যকরী ঔষধ। দেহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ নেট্রাম সালফ থাকলে উহার ক্রিয়ার দ্বারা অপ্রয়োজনীয় পানিটুকু দেহ হতে নিঃসৃত করে দেয়। নেট্রাম সালফ এর অভাব ঘটলে অপ্রয়োজনীয় জলীয়াংশ নিঃসৃত না হয়ে দেহে জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত লক্ষণাবলী এবং ধাতুগত অবস্থার কারণে নেট্রাম সালফ একটি উপযোগী ঔষধ। তাই নেট্রাম সালফকে হাইড্রোজেনয়েড ধাতুর ঔষধ বলা হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ নেট্রাম সালফেরহ্রাস-বৃদ্ধি লিখ। ১০

নেট্রাম সালফেরহ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

বৃদ্ধি ঃ গানবাজনায়, গানবাজনা তাকে (স্ত্রী) বিষন্ন করে তুলে, বামদিকে শয়নে, মেঝের আর্দ্রতায়, আবহাওয়ার আর্দ্রতায়।
হ্রাস ঃ শুষ্ক জলবায়ুতে, প্রচাপনে, স্থান পরিবর্তনে।

(12) সাইলিসিয়া
Silicea (Sill)

১। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার সাধারণ পরিচিতি লিখ।

সমনাম/প্রতিনাম (Synonyms) ঃ সিলিকা, কোয়ার্টজ, গ্লাস স্যান্ড, সাইলিসিক এনহাইড্রাইড।
উৎস (Source) ঃ খনিজ। রাসায়নিক ফর্মুলা-SiO_2
প্রাপ্তিস্থান (Habitat) ঃ খনিতে পাওয়া যায়।
প্রস্তুত প্রণালী (Preparation) ঃ প্রস্তুত formula F-4 & F-7 (বিচূর্ণ) সিলিকা ও কার্বোনেট অফ সোডা একত্রে গরম করে দ্রবীভূত করতে হবে। পরে উহা ছাঁকিয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিডসহ অধঃপাতিত করতে হবে। ইহা এক প্রকার স্বাদগন্ধহীন সাদাবর্ণের পদার্থ। এই পদার্থকে ফার্মাকোপিয়ার ফর্মুলা অনুযায়ী দুগ্ধশর্করার সাথে মিশ্রিত করে শক্তিকরণ করতে হবে।

২। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার ক্রিয়াস্থল লিখ।

সাইলিসিয়ার ক্রিয়াস্থল (Affinities) ঃ (i) ব্রেন (Brain), (ii) নার্ভস (Nerves), (iii) গ্ল্যান্ডস (Glands), (iv) ইউস্টেশিয়ান টিউবস (Eustachian Tubes), (v) হাড় (Bones), (vi) ল্যাক্রিমাল ডাক্ট (Lachrymal duct), (vii) মিউকাস মেমব্রেন (Mucous membranes), (viii) চর্ম (Skin)।

৩। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার কারণতত্ত্ব লিখ।

সাইলিসিয়ার কারণতত্ত্ব (Aetiology) ঃ

(ক) মূলকারণ (Fandamental cause) ঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস এবং স্ক্রোফিউলা ডায়াথেসিস।
(খ)উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ (Exiting/Accessory/Auxiliary cause) ঃ টিকা দেয়ার কুফলজনিত কারণে, পায়ের ঘর্মস্রাব চাপা পড়ার ফলে, পাথর কাটারদের শ্বাসতন্ত্রের রোগে।

৪। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

সাইলিসিয়ার গঠনগত/ধাতুগত বৈশিষ্ট্য (Constitution) ঃ

Appearance ঃ ফ্যাকাশে চেহারা, শীর্ণ পাতলা দেহ, অসুস্থ্যকর অবস্থা প্রায়ই চর্ম, দুর্বল ও ঝুলন্ত মাংসপেশীযুক্ত ব্যক্তি। ওষ্ঠদ্বয় ফাটে। মুখের স্নায়ুশূল, দপদপ করে, ছিন্ন করে ব্যথা। মুখমন্ডল লাল, ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি। শীত ও গরমে অত্যানুভূতি প্রবণতা (Over Sensitiveness) ঃ শীতকাতর। মায়াজমেটিক অবস্থা- এন্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক, এন্টিসিফিলিটিক এবং এন্টিস্ক্রোফিউলা ডায়াথেসিস।

৫। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার রোগসমূহ/প্রয়োগক্ষেত্র লিখ।

সাইলিসিয়ার রোগসমূহ (Disease)/প্রয়োগক্ষেত্র ঃ এবসেস, কার্বাংকল, দাঁতের ক্যারিস, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, মৃগী, ফিস্চুলা, হার্নিয়া, প্লুরিসি, রিকেট, আলসার, চর্মরোগ, এবডোমিনাল ডিসঅর্ডার, রিউমেটিজম প্রভৃতি রোগ লক্ষণ সাদৃশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

সাইলিসিয়ার মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) সহজেই নমনীয় অপরের বশ্যতা স্বীকার করে, দুর্বল চিত্ত, উদ্বিগ্নপূর্ণ।

(ii) স্নায়ুবিক প্রকৃতি এবং উত্তেজনা প্রবণতা।

(iii) সব কিছুতেই ভাব প্রবণতা।

(iv) মস্তিষ্কের জড়তা। অবাধ্য, গোয়ার প্রকৃতির শিশু অন্যমনস্ক।

(v) কোন ধারণা জন্মালে তা দূর হয় না।

(vi) সর্বদা আলপিন সম্বন্ধেভাবে, উহাকে ভয় করে, আলপিন খোঁজে এবং গুনে দেখে।

৭। সাইলেসিয়ার শিশুর চিত্র অংকন কর। ০৮

সাইলেসিয়ার শিশুর চিত্র ঃ

শিশুকে বৃদ্ধদের মত দেখায়। তলপেট বড়, হাঁটু সরু, গোড়ালি দুর্বল এবং দেহ শীর্ণ। শিশু খাই খাই করে কিন্তু দুধ পানে অনিহা।

৮। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার নির্দেশক/চরিত্রগত লক্ষণাবলী লিখ। ০৮

বা, সাইলিসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণাবলী বর্ণনা কর। ১৬

সাইলিসিয়ার নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) আলপিনের কথা চিন্তা করে, আলপিন পেলে সেগুলো গননা করে।

(ii) মাথাব্যথা ঘাড় হতে মাথার তালু পর্যন্ত যায় বা ডান চোখের উপর পর্যন্ত ডানদিকেই বেশী এবং তৎসহ বমি বমিভাব থাকে। গোলমাল ও আলোকে, পরিশ্রমে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে উপশম।

(iii) শিশুর বৃদ্ধদের মত দেখায়। তলপেট বড়, হাঁটু সরু, গোড়ালি দুর্বল এবং দেহ শীর্ণ।

(iv) শিশু খাই খাই করে কিন্তু দুধ পানে অনিহা।

(v) অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির যে কোন রোগে ইহা প্রধান ঔষধ।

(vi) শীতল ও খোলা বাতাসে চোখ থেকে পানি পড়ে।

(vii) কানপাকা- পুঁজ গাঢ় সাদাবর্ণের, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত ও ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

(viii) নাক হতে গাঢ় হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ হয়।

(ix) নাক থেকে রক্তস্রাব।

(x) পায়ে ঠান্ডা লেগে বা ঘাম লোপ পেয়ে দাঁতে ব্যথা।

(xi) টনসিলদ্বয়ে প্রদাহ, থাইরেয়ড গ্রন্থি বৃদ্ধি।

(xii) গলনালীতে প্যারালাইসিস।

(xiii) সর্বদা শীত শীতবোধ ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ।

(xiv) শিশু খাওয়া মাত্র বমি করে।

(xv) মল- রেক্টামের দুর্বলতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা।

(xvi) কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য শুলব্যথা। পায়ে দুর্গন্ধ।

(xvii) কোথ দিয়ে মলত্যাগ করলে অর্শ বের হয়।

(xviii) মলদ্বারে ক্ষত, ভ্রমনকালে মলদ্বারে তীব্র ব্যথা, উত্তাপে উপশম।

৯। চর্মরোগে সাইলিসিয়ার ব্যবহার লিখ। ১২

চর্মরোগে সাইলিসিয়ার ব্যবহার/সাইলিসিয়ার চর্মের লক্ষণাবলী ঃ

চর্মরোগে সাইলিসিয়ার ব্যবহার/সাইলিসিয়ার চর্মের লক্ষণাবলী ঃ চর্মরোগে সাইলিসিয়ার ব্যবহার হয় ফোঁড়া, নালী ঘা।

(i) আঙ্গুলহাড়া, ফোঁড়া, ছোট আকারের ফোঁড়া, নালী ঘা।
(ii) চর্ম কোমল, সাদাটে, মোমের মত।
(iii) আংগুলের অগ্রভাগ ফাঁটা ফাঁটা।
(iv) গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও ব্যথা। গোলাপী বর্ণের দাগ।
(v) ক্ষতচিহ্ন হঠাৎ ব্যথাপূর্ণ হয়ে উঠে। পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত।
(vi) শরীরবিধানের কোন তন্তুতে কিছু বিদ্ধ হয়ে থাকলে সাইলেসিয়া উহা বের করে দেয়।
(vii) সামান্য আঘাতে পেকে উঠে। দীর্ঘকাল ব্যাপী পুঁজ ও নালী ঘা।
(viii) আংগুলের ডগার শুষ্কতা। উদ্ভেদগুলো কেবলমাত্র দিনে ও সন্ধ্যায় চুলকায়।
(ix) নখগুলো বিকৃত। কঠিন টিউমার, গ্রন্থিস্থানে ফোঁড়া, টিকার কুফল।

১০। সাইলিসিয়ার অভাবে কি কি রোগ হয়? ০৮

সাইলিসিয়ার অভাবে নিম্নলিখিত রোগ হয় ঃ এবসেস, কার্বাংকল, দাঁতের ক্যারিস, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, মৃগী, ফিস্চুলা, হার্নিয়া, প্লুরিসি, রিকেট, আলসার, চর্মরোগ, এবডোমিনাল ডিসঅর্ডার, রিউমেটিজম প্রভৃতি রোগে লক্ষণ সাদৃশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ সাইলিসিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি লিখ।

উপশম/হ্রাস (Amelioration) ঃ মাথায় আবরণ দিলে, মাথায় চাপনে, বিশ্রামে, গরমে, ঘরের মধ্য, প্রচুর প্রস্রাবে, গ্রীষ্মকালে, আর্দ্র আবহাওয়া, উষ্ণপানে।

বৃদ্ধি (Aggravation) ঃ ঠান্ডা বাতাসে, প্রতি পূর্ণিমায়, টিপিলে, মাথা আচ্ছাদিত রাখলে, ঋতুস্রাবের সময়, ডানদিক চেপে শুলে, উপরের দিকে তাকালে, গোসলে, পায়ের ঘাম চাপা পড়লে, সঞ্চালনে, স্নায়ুবিক ও মানসিক উত্তেজনায়, রাত্রিকালে।

সাইলিশিয়ার চোখের লক্ষণাবলী ঃ

ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের অর্থাৎ অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির যে কোন রোগে এটি প্রধান ঔষধ। চোখ দিয়ে পানি পড়ে, ঠান্ডা বাতাস সহ্য হয় না। অশ্রুগ্রন্থির নালীক্ষত বা ফিস্চুলা ল্যাক্রাইমালিসে নেট্রাম মিউরের পরে ব্যবহার্য্য। শীতল ও খোলা বাতাসে চোখ দিয়ে পানি পড়ে। চোখের পাতায় ক্ষুদ্র ব্রণ বা পানিপূর্ণ আব। চোখের মধ্যে দানা হওয়ার জন্য প্রদাহ। কর্ণিয়ার ক্ষত। চোখে আঁইশের মত পদার্থ জন্মে। চোখ হতে গাঢ় পীতবর্ণের স্রাব। কর্ণিয়ার ক্ষত হতে পঁচাগন্ধ। চোখের প্রদাহ ও রেটিনার প্রদাহ। কর্ণিয়ার ক্ষুদ্র ও গোল ক্ষত, এটি ক্রমশঃ ছিদ্র করতে থাকে। কর্ণিয়া পুরু, খসখসে ও তথায় যেন আঁচিল হয়েছে। চোখের পিউপিলে বসন্ত হয়ে ক্ষতের দাগ ও পিউপিল অস্বচ্ছ। চোখ যেন শুষ্ক হয়ে গেছে। চোখে আঞ্জনি। পায়ের ঘাম বন্ধ হয়ে বা কোনও চুলকানি বা চর্মরোগ বসে যাওয়ায় দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। মনে হয় যেন কুয়াশা বা মেঘের ভিতর দিয়ে সব জিনিস দেখছে। হঠাৎ দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। আলো অসহ্য। দৃষ্টবস্তুসমূহ ফ্যাকাশে দেখায়। পড়ার সময় মনে হয় অক্ষরগুলি সব জড়ায়ে আছে। অনেক গর্ভবর্তীদের হঠাৎ সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, তখন এটি ব্যবহারে উপকারে আসে। পায়ের ঘাম বন্ধ হয়ে ছানি হলে এটি অব্যর্থ ঔষধ।

সাইলিশিয়ার কানের লক্ষণাবলী ঃ

কানের প্রদাহ বা কান পাকা। মনে হয় যেন কানে যেন পিঁপড়ে প্রবেশ করছে। কানে করকর শব্দ হয়। শ্রবণশক্তি হ্রাস। গোসলের পরে কানে প্রদাহ। কানপাক, পুঁজ গাঢ়, দধির মত চাপ চাপ, পীতবর্ণ, কখনওবা পানির মত পাতলা, রক্ত মিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত। শীতল বায়ুতে পুঁজ বাড়ে। উচ্চ শব্দ ও চিৎকার অসহ্য। কানে শিষ দেয়ার মত শব্দ হয়। মনে করে কান বন্ধ হয়েছে এবং নাক ঝাড়লেই কান খুলবে এটিই তার ধারণা। কানে তালা লেগে বধিরতা হয় এবং কখনও কখনও হঠাৎ জোরে শব্দ হয়ে কানের তালা ভাল হয়। পূর্ণিমার

সময় শ্রবণশক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। শ্রবণশক্তি হ্রাস হওয়ায় তাকে কিছু বলতে হলে জোরে বলতে হয় কিন্তু বেশি জোরে চেঁচালে কানে কষ্ট ও বিরক্তি জন্মে।

সাইলিশিয়ার নাকের লক্ষণাবলী ঃ

নাক হতে গাঢ় হলুদ দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ হয়। ঐ স্রাব কখনও হলুদ পুঁজের মত আবার কখনও বা রক্ত মিশ্রিত থাকে। অজিনা। নাকে ব্রণ। নাক দিয়ে রক্তস্রাব। নাকের হাড়ে কেরিজ জন্য দুর্গন্ধ স্রাব (ক্যালি ফস)। রাত্রে নাকের ভিতর শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত থাকে। সন্ধ্যায় নাকে সুড়সুড়ানি হয়। নাকের ডগা চুলকায়। সর্বদা অতিরিক্ত হাঁচি। নাক বন্ধ- কিন্তু নাক দিয়ে পানি পড়লে নাক খোলাসা হয়। মাথায় ও পায়ে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘামসহ সিফিলিসযুক্ত নাকের অস্থিক্ষত ও কেরিজে এটি প্রায়ই অব্যর্থ।

সাইলিশিয়ার মুখমন্ডলের লক্ষণাবলী ঃ

মুখের অস্থিতে টিউমার জন্য তীব্র ব্যথা। চোয়াল বা মুখের কোনও অস্থির কেরিস, নেক্রোসিস। মুখের চর্ম ফাটা ফাটা দেখায়, ঠোঁটে আব হয়, মুখমন্ডলে ব্রণ হয় (রক্তপূর্ণ ব্রণ)। মুখমন্ডলে সাদা সাদা দাগ কখনও কখনও দেখা দেয়। দাড়িতে ব্রণ বা হার্পিস নামক উদ্ভেদ হয়। গোঁফে চুলকানি। মুখে ও ঠোঁটে ক্যান্সার জনিত শক্তভাব। ঠোঁট ফুলা ফুলা। ঠোঁটে চুলকানি ও তীব্র ব্যথা- নিচের ঠোঁটে লালবর্ণ ও ক্ষত। মুখের কোণ ফাটা।

সাইলিশিয়ার মুখগহ্বরের লক্ষণাবলী ঃ

প্যালেট অস্থিতে ছিদ্র। মুখের মধ্যে নানা জাতীয় ক্ষত। মুখে সর্বদা পানি জমে।

দাঁত ঃ পায়ে ঠান্ডা লেগে বা পায়ের ঘাম বন্ধ হয়ে দাঁতে শূলব্যথা। দাঁত লম্বা ও শিথিলবোধ। ভীষণ কষ্টকর দন্তশূল। রাত্রে অতিশয় বৃদ্ধি। শীতলতা বা উত্তাপ কিছুতেই উপশম নাই। দাঁত হতে সহজেই রক্তস্রাব হয়।

জিহ্বা ঃ জিহ্বায় ক্ষত। মনে হয় যেন জিহ্বায় একটা চুল লাগানো আছে। জিহ্বায় ক্যান্সার। জিহ্বায় স্বাদ নাই। জিহ্বা বাদামীবর্ণের শ্লেষ্মা দ্বারা ঢাকা। জিহ্বা শক্ত ও স্ফীত।

গলাভ্যন্তর ঃ থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। টনসিলাইটিস অর্থাৎ টনসিলের প্রদাহ। টনসিল প্রদাহে পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা হলেই এটি প্রযোজ্য। শক্ত টনসিলাইটিস রোগে সাইলিশিয়া ১২ এক্স একমাত্র ঔষধ। টনসিলাইটিস রোগে রোগী মনে করে যে, তার গলায় যেন একটা পিন ফুটে আছে, সেই কারণে তার খুব কষ্ট হয়, গিলার সময় ঐ কষ্টটা খুব বৃদ্ধি পায়। ডিপথেরিয়া রোগের শেষেও রোগী যদি গলার মধ্যে পিন ফোটানবৎ ব্যথা অনুভব করেন তবে সাইলিশিয়া তাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করবে। গিলিতে কষ্ট হয়- মনে হয় যেন খাদ্যনালীতে পক্ষাঘাত হয়েছে, মনে হয় যেন কোনও খাদ্য গিলিতে গেলে এটি নাক দিয়ে বের হয়ে আসবে। অনেক সময় নাক দিয়েও খাদ্যবস্তু বের হয়ে আসে।

সাইলিশিয়ার পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ঃ

শিশু খাওয়া মাত্রই বমি করে (ফেরাম ফস, ক্যালকেরিয়া ফস), কিন্তু ঐ বমি টক গন্ধ নয়। তবে সাইলিশিয়াতে পুরাতন অজীর্ণ রোগসহ টক ঢেকুর (নেট্রাম ফস) ও বুকজ্বালা আছে। সর্বদা শীত শীতবোধ এটির একটি বিশেষ লক্ষণ। শিশু মায়ের দুধ খেতে চায় না- খেলেই সে বমি করে। অত্যন্ত ক্ষুধা- কিন্তু শীতল খাদ্যই সে খেতে চায়। গরম খাদ্য বা রান্না খাদ্য চায় না, তাতে বৃদ্ধি হয়। সে শুধু ঠান্ডাই খেতে চায়। দুধ খেলে তার উদরাময় হয়। দুধ পান করলে পাকস্থলীর ভিতরে জ্বালা করে।

আগেই জানিয়েছি যে, সাইলিশিয়ার রোগীর ক্ষুধা বেশি আছে। কিন্তু ক্ষুধা বেশি হলেও রান্না খাদ্য সে খেতে চায় না। ঠান্ডা বস্তু,

ফল ইত্যাদি খেতে চায়। আহারের পরক্ষণেই আবার খেতে চায়
সময় তার তৃষ্ণাও প্রবল হয়। রাত্রিতে এই অতি ক্ষুধা জন্য রো
হতে চায় না। সন্ধ্যাকালেই তার ক্ষুধা খুব বাড়ে, ক্ষুধার জন্য সে দু
হয়ে পড়ে, এমন কি তার হাত-পা কাঁপতে থাকে এবং পরে ক্রমশঃ
হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে যায়। কেবল বক্ষঃস্থল ঠান্ডা হয় না। ক্ষু
সময় তার মুখে পানি জমে। আহারে পরই মুখে অম্ল ও পঁচাটে
আসে। প্রাতে মুখে তিক্ত থাকে। মাছ ও মাংস খেতে চায় না।
তার অজীর্ণ হয়। আহারের পর মুখ দিয়ে পানি উঠা এবং হিক্কা
রাত্রে শয়নকালেও হিক্কা হয়, আহারের পর পেটব্যথা ও কামড়ানি।

সাইলিশিয়ার এবডোমেন ও মল-এর লক্ষণাবলী ঃ

কোষ্ঠবদ্ধতা, রেক্টামের দুর্বলতা জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা। মল অ
কষ্টে কিছুটা বের হয়ে পুনরায় ঢুকে যায়। ঋতুর আগে বা প
কোষ্ঠবদ্ধতা। মল শক্ত ও গুটলে। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য শূলব্যথা
কোষ্ঠবদ্ধতাসহ পায়ে দুর্গন্ধ ঘাম। কোষ্ঠবদ্ধতাসহ দুর্গন্ধি বায়ুনিঃসরণ
সর্বদা নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি (নাক্স-ভম), কোঁথ দিয়ে মলত্যাগে বসলে অর্শ
বের হয় এবং অর্শ ব্যথা থাকে। রেক্টামে বহুদিন মল জমে থাকে
শিশুদের পেট বড়, কুঁচকির গ্রন্থিগুলি বড় ও প্রদাহযুক্ত, এটি ফো
ফোলা শক্ত ও ব্যথা হয়। টিকা দেয়ার পর উদরাময়। শিশুদের মাথা
দুর্গন্ধযুক্ত ঘামসহ উদরাময়। যা খায় তাই মলের সাথে অপাচ্য অবস্থায়
বের হয়ে যায় (চায়না)। উদরাময়ে পরিবর্তনশীল পাতলা মল বিশে
লক্ষণ (পালসেটিলা)। ঐ সাথে ভীষণ পঁচাটে দুর্গন্ধ (পাইরোজেন)।
ঠান্ডা বায়ুতে উদরাময়ের বৃদ্ধি। শিশুদের কৃমিশূল (নেট্রাম ফস)
শূলব্যথাকালে হাত হলুদ বা নীলবর্ণ হয়। টেপওয়ার্ম। অজীর্ণ ও
উদরাময়ের শিশুর মাথার হাড়ের জোড়া লাগে না। মলদ্বার চুলকায়। দু
পানে উদরাময়।

অজীর্ণতা ঃ পুরাতন অজীর্ণ রোগ, অম্ল উদ্গার, বুকজ্বালা ও শী
শীতবোধ (ক্যালকেরিয়া ফস, নেট্রাম ফস), মাঝে মাঝে ক্ষুধাহীন হয়

যায়। সকালে মুখ তিক্ত থাকে। এবডোমেনে (উদরে) বায়ু জমে হড়হড়
শব্দ করে (নেট্রাম সালফ)। দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ হয়।

লিভারে ফোটক। লিভারে টাটানি ব্যথা। নড়লে চড়লে ঐ ব্যথার বৃদ্ধি
হয়, দপদপানি ব্যথা। স্পর্শ সহ্য হয় না।

ভগন্দর ঃ মলদ্বারের নালীক্ষত। ক্ষতে পুঁজ। ভ্রমণকালে মলদ্বারে তীব্র
সূঁচফোটার মত ব্যথা। উত্তাপে উপশম।

অতিশয় দুর্গন্ধ আমাশয়। শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত মল। মলে
সেই সাথে পচা দুর্গন্ধ ও খিটখিটে মেজাজ।

সাইলিশিয়ার মূত্রতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

কিডনীতে পুঁজ উৎপাদন হয় এবং প্রস্রাব পুঁজ ও শ্লেষ্মাপূর্ণ
থাকে। পাথুরী রোগে সাইলিশিয়া দিলে পাথর গলে যায় এবং আর
পাথর উৎপন্ন হয় না। (ক্যালকেরিয়া ফস) প্রস্রাব ত্যাগের পরও সামান্য
প্রস্রাব আপনা আপনি হতে থাকা সাইলিশিয়ার লক্ষণ। রাত্রে শয্যামূত্র
কৃমি হেতু বা কোরিয়া হেতু (নেট্রাম ফস সেবনের পর)। ব্লাডারে প্রদাহ
এবং পরে পুঁজ ও শ্লেষ্মাসহ প্রস্রাব। প্রস্টেট প্রদাহ। প্রস্রাবে ইউরিক
এসিড বা লালবর্ণ বালুকার মত তলানি।

সাইলিশিয়ার পুং জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণাবলী ঃ

পুরাতন উপদংশ- পুঁজ শক্ত (ক্যালকেরিয়া সালফ)। প্রস্টেট
গ্রন্থিও ব্যথাহীন শক্তভাব ও প্রদাহ- পুঁজ উৎপত্তি আরম্ভ হয়। কোঁথ
দিলে বা নারীর কথা আলোচনা কালে প্রস্টেট রস ক্ষরণ হয়। মলত্যাগ
করার সময় কোঁথ দিলেও ঐ মত রস লিঙ্গ হতে নিঃসৃত হতে থাকে।
অতিরিক্ত হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের কুফল স্বরূপ রেতঃস্খলন।
এটির উত্তেজনা অতিরিক্ত থাকায় দিনরাত কেবল স্ত্রী সহবাসের বিষয়ে
চিন্তা করে, কিন্তু আবার এটির বিপরীত অবস্থাও এতে আছে, অর্থাৎ
সহবাসের ইচ্ছা একেবারে থাকে না।

পুরাতন উপদংশ রোগে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, রোগীর ক্ষতের চারদিক উচ্চ, ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত এবং ঐ স্থান হতে পাতলা রক্তাক্ত দূর্গন্ধ পুঁজস্রাব হয়। বাঘী- পুঁজ জন্মান অবস্থা। পারদ দোষ দূর করতে সাইলিশিয়া অতুলনীয় ঔষধ। অত্যধিক পারদ সেবনের কুফলে শরীরে দাগ হলে এটি দ্বারা সেই দাগ দূর করা যায় (হিপার সালফ)।

গণোরিয়া- পুরাতন গণোরিয়ায় গাঢ় দূর্গন্ধ পুঁজ নিঃসরণ, কোঁথ দিলে রক্তাক্ত পুঁজ নির্গত হয়। কখনওবা লিঙ্গ হতে সূতার ন্যায় পদার্থ বের হয়। সর্বদাই প্রশ্রাব করার ইচ্ছা হয় এবং খুব কম পরিমাণে প্রশ্রাব হতে থাকে। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সাইলিশিয়ার রোগী সর্বদাই শীতার্ত থাকে।

অন্ডকোষ প্রদাহ হয়ে পুঁজ হবার সম্ভাবনা (৬এক্স)। একশিরা। কোরন্ড। অন্ডকোষের মধ্যে পানি সঞ্চয় (নেট্রাম সালফ ব্যবহারের পরে দিতে হয়)। অন্ডকোষে ঘাম ও চুলকানি। পূর্ণিমার সময় বা অমাবস্যায় কষ্টকর অন্ডকোষ প্রদাহ। গন্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুদের রোগে উৎকৃষ্ট। অন্ডকোষে শোথ ও চুলকানিসহ মাথায় দুর্গন্ধ ঘাম থাকলে এটি উপযোগী।

স্ত্রীসহবাসের পর হাত-পা এত ক্লান্ত ও দেহ এত দুর্বল মনে হয়, যেন তার পক্ষাঘাত হয়েছে। জননেন্দ্রিয় দুর্বল ও সহবাস ইচ্ছা আদৌ থাকে না। কিন্তু আগেই বলেছি যে, এটির বিপরীত লক্ষণও আছে, যথা কখনও দেখা যায় যে, সে স্ত্রী সহবাস ইচ্ছারহিত আবার কখনওবা দেখা যায় যে, সে অযথা অত্যন্ত কামোত্তেজিত ও স্ত্রী সহবাসের চিন্তায় নিমগ্ন।

লিঙ্গমুন্ডে লালাবর্ণের দাগ ও চুলকানি। লিঙ্গমুন্ডের আচ্ছাদন চর্মের চুলকানি হয় এবং ছাল উঠে লালাবর্ণ দেখায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে সর্বদাই স্ত্রী সহবাসের চিন্তা হয়ে স্বপ্নদোষ হয়। ধ্বজভঙ্গ।

সাইলিশিয়ার স্ত্রী-জননতন্ত্রের লক্ষণাবলী :

ঋতুস্রাবে এ কয়েকটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে-

(i) ঋতুকালীন দুর্গন্ধযুক্ত পায়ে ঘাম।
(ii) ঋতুস্রাবের আগে বা ঋতুস্রাবকালে কোষ্ঠবদ্ধতা।
(iii) যারা শীতল পানির মধ্যে কাজ করে তাদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব।
(iv) ঋতুকালীন ঋতুস্রাবসহ সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল।
(v) সন্তানকে দুধ দেয়ার সময়েও ঋতুস্রাব হয়।
(vi) দুই ঋতুর মধ্যে রক্তমিশ্রিত স্রাব নিঃসরন হয়।
(vii) ঋতুর বদলে সাদা পানির মত স্রাব।

দুই তিন মাস অন্তর ঋতু। ঋতুস্রাবের রক্ত খুব বেশি এবং তা জ্বালাকর ও ক্ষতকর (নেট্রাম সালফ)। আবার কখনও বা ঋতু বন্ধ থাকে। কখনও বা নিয়মিত সময়ের আগে ঋতুস্রাব হয়ে যায়। অত্যধিক ঋতুস্রাব (মেট্রোরেজিয়া)। ঋতুস্রাবের আগে উদরাময় হয়। ঋতুকালে পেটে ব্যথা দেখা দেয়, মুখমন্ডল ফ্যাকাশে ও এনিমিয়াগ্রস্ত হয়, যৌনিতে জ্বালা হয় এবং যৌনির উপরিস্থিত চুল উঠে যায়। যৌনিদ্বারে জ্বালাযুক্ত ও ক্ষতকারক চুলকানি প্রকাশ পায়। নারী পুরুষ সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়। স্তনের বোঁটাটি স্তনের মধ্যেই ঢুকে যায়।

এতে শ্বেতপ্রদর ভাল হয়-স্রাব অত্যন্ত বেশি হয় এবং এটি ক্ষতকর ও জ্বালাকর। ছাল উঠে যায়। স্রাব হবার আগে নাভিস্থলে কামড়ানি ব্যথা। দুধের ন্যায় সাদা সাদা স্রাব (ক্যালকেরিয়া কার্ব) থেকে থেকে নির্গত হয়। প্রশ্রাবত্যাগ কালে বা ঋতুস্রাবের পর ক্ষত ও জ্বালাকর শ্বেতপ্রদরস্রাব। উত্তাপে উপশম। স্রাব অম্লাত্মক, তীক্ষ্ণ ক্ষতকর ও জ্বালাকর, পরিমাণে বেশি ও সাদা।

যৌনি অঞ্চলে বা জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে পানিপূর্ণ অর্ব বহ্যান্ত, লেবিয়া বা যৌনিকপাটে ফোড়া এবং ক্রমশঃতা নালীক্ষতে পরিণত হবার প্রবণতাযুক্ত। জরায়ুর বা ফ্যালোপিয়ান টিউবের পুঁজ বা পানি সঞ্চয়।

গর্ভাবস্থা ঃ স্তনের ক্যান্সার। স্তনপ্রদাহ। স্তন লালবর্ণ, স্ফীত ও ভীষণ ব্যথাযুক্ত। স্তনে অত্যন্ত জ্বালা, সেজন্য ঘুমাতে পারে না। জ্বরও থাকে। স্তনের স্ফোটক ফেটে নালী ক্ষত হয়ে যায়। স্তনবৃন্ত ফাটা ফাটা (ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা)। স্তন কঠিন ও ভারী এবং তথায় ব্যথা থাকে (কেলি মিউর)। গর্ভবতীরা পায়ের তলায় ব্যথার জন্য চলতে কষ্টবোধ করলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। ঠুনকো (মাস্টাইটিস)।

অতি দুর্বলতা হেতু যদি নারীর গর্ভ না হয়-অথবা যদি গর্ভস্রাব হবার প্রবণতা থাকে তবে ডাঃ কেন্টের মতে, সাইলিশিয়া প্রযোজ্য।

প্রসবকালে কোনও ঔষধেই সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে সাইলিশিয়ার উচ্চশক্তি প্রয়োগে সুপ্রসব হয়ে থাকে।

সাইলিশিয়ার শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

প্রবল কাশি। গাঢ় হলুদ বা সবুজাভ হলুদ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন। গয়ের দুর্গন্ধময়। পাথর খোদাইকারীদের কাশি। কাশিবার সময় বুকে ব্যথা। কাশির সাথে স্বরভঙ্গ। শীতল পানি পানে, সকালে ও রাত্রে শয়নকালে কাশির বৃদ্ধি। গলা সুড়সুড়ানিযুক্ত কাশি। কাশিবার সময় মনে হয় যেন গলায় একগোছা চুল রয়েছে। গলা ঘড়ঘড় করে ও কাশলে সহজেই শ্লেষ্মা উঠে। পুঁজজনিত জ্বর, অতিরিক্ত দুর্বলতা ও নৈশঘাম (নেট্রাম মিউর, ক্যালকেরিয়া ফস)।

ক্ষয় কাশি ঃ ক্ষয় কাশি তৎসহ বুকে ভীষণ ব্যথা। এত কাশি যে মনে হয় গলা বন্ধ হয়ে যাবে। দিবারাত্র কাশি। নড়লে চড়লে কাশি বাড়ে ও অতি সামান্য শ্লেষ্মা বের হয়। রাত্রিতে নৈশ ঘাম। আক্ষেপিক কাশি, মনে হয় এখনি তার শ্বাসবন্ধ হয়ে যাবে। হলুদ সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা, কখনওবা কঠিন, চটচটে, তীক্ষ্ম, জ্বালাকর ও দুধের মত সাদা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। শুষ্ককাশি, মনে হয় বুকের ভিতরে যেন ছাল উঠে গিয়েছে। হাঁচি ও কাশিতে বুকে তীক্ষ্ম ব্যথা।

ফুসফুসের স্ফোটক। নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে পুঁজ উৎপত্তি হওয়ার পরে এটি দিতে হয় (ক্যালকেরিয়া সালফ)। বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটিস রোগ।

হাঁপানি- মনে হয় বুকটা যেন দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা আছে। শ্বাস কাশি, শয়নে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি (নেট্রাম সালফ)। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট। উন্মুক্ত দরজা বা জানালার কাছে মুখ দিয়ে থাকে। যারা পাথর কাটে তাদের হাঁপানি রোগ। সুপ্ত প্রমেহ হেতু হাঁপানি। সাইকোসিস দোষযুক্ত পিতামাতার সন্তানদের হাঁপানি। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বৃদ্ধি। যক্ষ্মা বা থাইসিস। ক্ষয়কাশি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, পায়ের তলায় জ্বালা ও নৈশঘাম এই তিনটি বিশেষ নির্দেশক লক্ষণ। যক্ষ্মাকাশি রোগের শেষ অবস্থার ঔষধ। কিন্তু এই ঔষধটি থাইসিস রোগীকে ব্যবহার করতে হলে অত্যন্ত সাবধানতা দরকার। অজ্ঞতার সাথে ব্যবহারে বহুস্থানে সর্বনাশ ঘটেছে।

সাইলিশিয়ার রক্ত সঞ্চালনতন্ত্রের লক্ষণাবলী ঃ

ক্রনিক হার্ট ডিজিজ। হৃৎস্পন্দন। সামান্য নড়লেই হৃৎস্পন্দন মৃদু হয় ও নাড়ী সহজে পাওয়া যায় না। সামান্য সঞ্চালনেই নাড়ী লুপ্ত হয়।

সাইলিশিয়ার ঘাড় ও পৃষ্ঠদেশের লক্ষণাবলী ঃ

ঘাড়, পিঠ ইত্যাদি স্থানে কার্বাঙ্কল বা পুঁজযুক্ত ক্ষত। বগলে, গলায় বা ঘাড়ের গ্রন্থিতে কাঠিন্য বা পুঁজ উৎপত্তি। রিকেটস রোগে (ক্যালকেরিয়া ফস)। অস্থির কোমলতা। মেরুদন্ডের বক্রতা। কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি ও শক্তভাব। রাত্রে কাঁধে ব্যথা হয়- উত্তাপে বা কাপড় জড়ালে উপশম। হাতের ও আঙ্গুলের চর্ম ফাটা ফাটা। নখের গোড়ায় ক্ষত। হাতের তালুতে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। নখে ক্ষত ও সাদা সাদা দাগ। নখ ভঙ্গুর, অস্থিতে ক্ষত। অস্থির পচন। আঙ্গুলহাড়া। হাত খুব দুর্বল কিছু ধরে রাখতে পারে না। আঙ্গুলের অগ্রভাগ শুষ্ক হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়।

হিপ জয়েন্ট রোগে, হাতে পায়ে তীক্ষ্ণ স্নায়ুবিক ব্যথা। রাত্রে সন্ধিস্থানগুলিতে এত ব্যথা যে পাগল করে দেয়। তার মনে হয় যে, তার হাত-পা যেন ভেঙ্গে গেছে, অথবা মনে হয় যে তার পক্ষাঘাত হয়েছে। গোড়ালিতে ক্ষত। হাঁটুর সাইনোভাইটিস। হাঁটুতে পানি সঞ্চয় (ক্যালকেরিয়া ফস)। হাঁটু খুব স্ফীত ও নড়তে পারে না।

সায়েটিকা- কোমর হতে পা পর্যন্ত ব্যথায় যে কাতর হয়। সে উঠে বসতে পারে না, শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

পায়ের দুর্গন্ধ ঘাম। হঠাৎ ঐ ঘাম বন্ধ হয়ে যে কোনও রোগ। পদতলে কড়া ও অত্যন্ত ব্যথা। রাত্রে পায়ের তলায় জ্বালা। পায়ের ঘাম বন্ধ হয়ে চোখের ছানি। হাত-পা সর্বদাই ঘামযুক্ত। হাত-পা শীতল (ক্যালকেরিয়া ফস)। গোড়ালির জোর কম, খুব আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। সিঁড়িতে উঠতে খুব কষ্ট হয়। লিখার সময় হাতটা সজোরে আক্ষেপিত হয় ও হাত খেঁচিয়ে ধরে। বেশি দুর পথ চললে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও পা খেঁচিয়ে ধরে। পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে শীতল বাতাস লাগলে যে সকল রোগ হয় তাতে এটি কর্যকরী। গোদ।

সাইলিশিয়ার স্নায়ুমন্ডলীর লক্ষণাবলী :

ভীষণ কষ্টকর স্নায়ুশূল- রাত্রে আরম্ভ হয় বা রাত্রে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঠান্ডা বা গরম দুইটির কোনটিতেই উপশম হয় না। কোরিয়া (ম্যাগ ফস)। মেরুদন্ডের আঘাতজনিত স্নায়ু রোগ। স্নায়ুদৌর্বল্য (১২, ২৪ এক্স), মূর্ছা ও আক্ষেপ- অতি কষ্টসাধ্য অবস্থা, রাত্রে এবং সামান্য পরিশ্রমে বাড়ে। মূর্ছা রোগ পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি হয়। হিস্টিয়া ও দুর্দম্য নিউর‍্যালজিয়া। দুর্বলতার জন্য শয়ন করে থাকতে চায়। পক্ষাঘাতসহ হাত-পায়ের কম্পন। সন্ধিস্থানের বাত। স্ত্রী সহবাসের পর সমস্ত দেহটা আড়ষ্ট হয়ে যায়। হঠাৎ ঠান্ডা লাগে। মাথা বা পা খোলা রাখলেই তার ঠান্ডা লাগে, পায়েই হঠাৎ ঠান্ডা লাগে।

সাইলিশিয়ার ত্বকের লক্ষণাবলী :

সমস্ত শরীর চুলকায়। মনে হয় যেন পোকা চলছে। ত্বকের উপর লাল লাল দাগ হয়। জলবসন্তের মত বড় বড় ফোস্কা হয়। বসন্তকালে শরীরের স্থানে স্থানে ব্রণ হয়। পৃষ্ঠব্রণ, ব্রন, আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি হতে গাঢ় হলুদবর্ণের পুঁজ নিঃসরণ। ব্রন আরোগ্য হবার পরও শক্তভাব বর্তমান থাকে। সামান্য আঘাতেই ক্ষত, ঐ ক্ষত সহজে সারে না তথা হতে খুব বেশি পুঁজ নিঃসৃত হতে থাকে (হিপার সালফ)। চর্মে সহজেই পুঁজ হয় এবং দেরিতে আরোগ্য হয়। ক্ষতের পুঁজ যেখানে লাগে সেখানেই আবার ক্ষত হয়।

সাইলিশিয়ার টিস্যুর লক্ষণাবলী :

পুঁজ উৎপত্তির পূর্ব অবস্থায় পর্যন্ত কেলি মিউর প্রধান ঔষধ। কিন্তু কেলি মিউর দ্বারা স্ফীতি ইত্যাদি যদি না কমে তবে সাইলিশিয়া দিতে হবে। পাথরের মত শক্ত গ্রন্থিস্ফীতি (ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা) গন্ডমালা ধাতুগ্রস্ত লোকদের গ্রন্থিবিবৃদ্ধি।

অস্থিতে ক্ষত, নালীক্ষত, অস্থির পচন (কেরিজ)। অস্থিতে টাটানি ও ব্যথা, অস্থির কোমলতা ও শক্তভাব, পচনশীল কষ্টদায়ক প্রদাহ (কেলি ফস)। লিম্ফেটিক গ্রন্থির স্ফীতি, রিকেট রোগ, শোথ, টেন্ডনের টিউমার, ঘাম উৎপাদন গ্রন্থির প্রদাহ ও পুঁজ উৎপত্তি- ইত্যাদি রোগে সাইলিশিয়া সর্বাগ্রে বিবেচ্য ঔষধ। শরীর হতে পারদ দোষ দুর করতে এটির অপেক্ষা ভাল ঔষধ আর নাই। পাথর কাটা লোকদের ফুসফুসের রোগ এটি ব্যবহার্য। পায়ের ঘাম বন্ধ হয়ে যে কোনও রোগে সর্বাগ্রে সাইলিশিয়াকে স্থান দিতে হবে। যে কোনও স্রাবলুপ্ত হেতু যে কোনও রোগ উৎপন্ন হয়। নখকুনি।

সাইলিশিয়ার নিদ্রা ও স্বপ্ন এর লক্ষণাবলী :

যক্ষ্মা রোগীর রাত্রে অনিদ্রা। নিদ্রাকালে অতিঘর্ম। স্বপ্নেদেখে যে, সে নৌকায় বেড়াতেছে। পূর্ণিমার সময় যে নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে।

নিদ্রাবস্থায় কথা বলে। চোর ডাকাত (নেট্রাম মিউর), জলাশয়, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি স্বপ্ন দেখে। নিদ্রার ঘোরে নাক ডাকা। নিদ্রাবস্থায় হাত-পায়ের উৎক্ষেপণ চলে। নিদ্রা যাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমাতে পারে না। মাথায় রক্তাধিক্য হওয়া হেতু বা মাথা গরম হওয়া হেতু তার ঘুম আসতে চায় না। অনেক সময় সে সন্ধ্যাবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু দুপুর রাতের পর আর ঘুম হয় না। বৃদ্ধদের অনিদ্রা ও ক্ষয়কাশি। সর্বদাই হাই উঠে। হঠাৎ নিদ্রা হয়। সারারাত কেবল ঢুলতে থাকে। অনিদ্রা রোগে কেলি ফসের পর এটি দিলে ভাল ফল হবে। ভীষণ দৃশ্যযুক্ত উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে এবং নিদ্রাভঙ্গ হলে কাঁদতে থাকে। (নেট্রাম মিউর)। নিদ্রাবস্থায় লিঙ্গোচ্ছাস হয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায় ও তাকে বাধ্য হয়ে প্রস্রাব করতে বসতে হয়। নিদ্রাবস্থায় চমকে উঠে ও কাঁপতে থাকে।

সাইলিশিয়ার জ্বরের লক্ষণাবলী ঃ

নালীক্ষত, অস্থিরোগ, স্ফোটক, ক্ষয়কাশি ইত্যাদির সাথে জ্বর। সারাদিন ধরেই শীতশীত ভাব থাকে। পায়ে ঘাম চাপা পড়ে জ্বর। পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, শয়নে, শীতলতায় ও মাথা খুলে রাখলে বৃদ্ধি। পূর্ণিমার সময় জ্বর। শীতাবস্থায়- সারাদিন ধরেই শীতভাব। একটু নড়তে চড়তে গেলেই শীত লাগে (নাক্স-ভম)। শীত, দাহ ও অতি ক্ষুধা। নাক খুব শীতল। সন্ধ্যাকালে শীত ও কম্প।

প্রশ্ন ঃ পুঁজের উপর সাইলিশিয়ার কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

পুঁজের উপর সাইলিশিয়ার কার্যকারিতা বর্ণনা ঃ

ঘাড়, পিঠ ইত্যাদি স্থানে কার্বাঙ্কল বা পুঁজযুক্ত ক্ষত। বগলে, গলায় বা ঘাড়ের গ্রন্থিতে শক্তভাব বা পুঁজ উৎপত্তি। মেরুদন্ডের বক্রতা, কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি ও শক্তভাব। রাত্রে কাঁধে ব্যথা হয়- উত্তাপে বা কাপড় জড়ালে উপশম। হাত ও আঙ্গুলের চর্ম ফাটা ফাটা। নখের গোড়ায় ক্ষত। হাতের তালুতে, বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। নখে ক্ষত ও

সাদা সাদা দাগ। নখ ভঙ্গুর, অস্থিতে ক্ষত ও পচন। আঙ্গুলহাড়া, ব্রন পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি হতে গাঢ় হলুদবর্ণের পুঁজ নিঃসরণ হয়। পুরাতন উপদংশ- পুঁজ কাঠিন্যযুক্ত (ক্যালকেরিয়া সালফ)। প্রস্টেট গ্রন্থির ব্যথাহীন কাঠিন্য ও প্রদাহ- পুঁজ উৎপত্তি আরম্ভ হয়। পুরাতন উপদংশ রোগে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, রোগীর ক্ষতের চারদিক উচ্চ, ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত এবং ঐ স্থান হতে পাতলা রক্তাক্ত দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব হয়। বাঘী- পুঁজ জন্মান অবস্থা। পুরাতন গণোরিয়ায় গাঢ় দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃসরণ, কোঁথ দিলে রক্তাক্ত পুঁজ নির্গত হয়। হাত খুব দুর্বল- কিছু ধরে রাখতে পারে না। আঙ্গুলের অগ্রভাগ শুষ্ক হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়।

২। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্ব এর শারীরিক ও ঘর্মের অবস্থা বর্ণনা কর।

ক্যালকেরিয়া কার্ব এর শারীরিক ও ঘর্মের অবস্থা বর্ণনা ঃ

ক্যালকেরিয়া কার্বের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা ঃ

(i) এটির রোগী ফেয়ার, ফ্যাটি ও ফ্লাবি।
(ii) সামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়।
(iii) সহজে প্রচুর ঘাম, বিশেষতঃ মাথায় প্রচুর ঘাম এটির বৈশিষ্ট্য।
(iv) ক্যাল্কে-কার্বের ধাতুর শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির চেহারা মোটাসোটা, থলথলে, নড়তে-চড়তে বিশেষ কষ্ট হয়।
(v) শিশুর হাড়গুলি নরম এবং মেদের অংশ অত্যধিক, কিন্তু মাংসপেশী শিথিল, গলা ও হাত-পা সরু, গ্রীবার গ্রন্থি ফুলা।
(vi) মোটাসোটা থলথলে দেহ কিন্তু দুর্বল ও অলস প্রকৃতি হয়।
(vii) দুর্বলতার জন্য সিঁড়িতে উঠার সময় মাথাঘোরে।
(viii) ঠান্ডা ভিজা জায়গায়, ঠান্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করার কারণে রোগ। সামান্য ঠান্ডাতেই সর্দি লাগে, গলায় ব্যথা হয়।
(ix) মাথা ও পেট বড়, মাথার হাড় ফাঁক সহজে জোড়া না লাগা, হাড় নরম, মোটা থলথলে। ফ্যাকাশে চর্ম, এরূপ শিশু।

ক্যালকেরিয়া কার্বের ঘর্মের অবস্থা বর্ণনা ঃ

(i) মাথায় অত্যন্ত ঘাম, জ্বরের মধ্যে ঘামে বালিশ ভিজে যায়।

(ii) মাথার পিছনদিকে ও ঘাড়ে ঘাম বেশী।

(iii) রক্ত সঞ্চালনের অসমতা, সমস্ত শরীরে ঠান্ডাভাব বা শীতলতা। যেন পায়ে ভিজা মোজা পরানো আছে।

(iv) দুধ হজম হয় না। দুধ খেলে বমিবমিভাব ও বমি, টক ঢেঁকুর উঠে।

(v) ডিম অতি প্রিয় খাদ্য।

(vi) গয়ার গাঢ়, শ্লেষ্মা ধূসরবর্ণ, হলুদ, পঁচাগন্ধ, রক্তময় পুঁজের ন্যায়। ব্যথাহীন স্বরভঙ্গ, তা হতে যক্ষ্মার সম্ভাবনা।

(vii) দুর্বলতার জন্য সিঁড়িতে উঠার সময় মাথাঘোরে।

(viii) মাথার মধ্যস্থল গরম, এজন্য ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে চায়। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

(ix) খোলা হাওয়ায় থাকতে চা না, শীতকাতর।

৩। প্রশ্ন ঃ ক্যালকেরিয়া কার্ব হাড়ের কার্যকারী- ব্যাখ্যা কর।

ক্যালকেরিয়া কার্ব হাড়ের কার্যকারী- ব্যাখ্যা ঃ

(i) ক্যাল্কে-কার্বের ধাতুর শিশু এবং পূর্ণবয়ষ্ক ব্যক্তির চেহারা মোটাসোটা, থলথলে, নড়তে-চড়তে বিশেষ কষ্ট হয়।

(ii) শিশুর হাড়গুলি নরম এবং মেদের অংশ অত্যধিক, কিন্তু মাংসপেশী শিথিল, গলা ও হাত-পা সরু, গ্রীবার গ্রন্থি ফুলা।

(iii) মাথা ও পেট বড়, মাথার হাড় ফাঁক সহজে জোড়া না লাগা, হাড় নরম, মোটা থল্থলে। ফ্যাকাশে চর্ম, এরূপ শিশু।

(iv) মাথার মধ্যস্থল গরম, এজন্য ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে চায়। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।

(v) খোলা হাওয়ায় থাকতে চায় না, শীতকাতর।

৪। প্রশ্ন ঃ রক্তক্ষরণে হেমামেলিস ও মিলিফোলিয়ামের ব্যবহার লিখ।

রক্তক্ষরণে হেমামেলিস ও মিলিফোলিয়ামের ব্যবহার ঃ

রক্তক্ষরণে হেমামেলিসের ব্যবহার ঃ

(i) মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব হয়।

(ii) চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, এটি রক্তস্রাব শোষণ দ্রুততর করে। মনে হয় চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

(iii) নাক থেকে প্রচুর রক্তস্রাব, জমাট বাঁধে না, তৎসহ নাকের অস্থির উপর চাপবোধ।

(iv) বমির সঙ্গে কালোবর্ণের রক্ত উঠে। পাকস্থলীর ভিতর দপদপানি ব্যথা। মলদ্বারে টাটানি ব্যথা ও ক্ষত হবার মত অনুভূতি।

(v) অর্শ- প্রচুর রক্তস্রাব হয় তৎসহ টাটানি ব্যথা।

(vi) জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এ জাতীয় ব্যথা অনুভূত হয়।

(vii) ঋতুস্রাব কালো প্রচুর তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুইটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

(viii) কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে, সুড়সুড় কর কাশি। বুকের ভিতর টাটানি ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।

রক্তক্ষরণে মিলিফোলিয়ামের ব্যবহার ঃ

(i) রক্তস্রাব- আক্রান্ত স্থানে কোন ব্যথা থাকে না, জ্বর হয় না।

(ii) রক্ত তরল ও উজ্জ্বল লালবর্ণের (একোনাইট, ইপিকাক, স্যাবাইনা), ফুসফুস হতে, বায়ুনালী, স্বরযন্ত্র, মুখ, নাক, পাকস্থলী, মূত্রথলি, রেক্টাম, জরায়ু হতে ঐরূপ রক্তস্রাব হলে এটি উপকারী ঔষধ।

(iii) আঘাত লেগে, যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায়, অর্শরোগে, রক্তবাহী শিরা ফেটে গিয়ে মুখ হতে ঐরূপ ব্যথাহীন রক্তক্ষরণ হলে এটি ব্যবহার্য্য।

(iv) প্রসবের পর রক্তস্রাব এ ঔষধে বন্ধ হয়।

(v) ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে হয়, পরিমাণে বেশি ও অনেকদিন ধরে হতে থাকে। ঋতু বন্ধ হয়ে পেটে শূল ব্যথা হয়।

(vi) কাশি সাথে উজ্জ্বল রক্ত উঠলে এ ঔষধ উপকারী ।

(vii) ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে বা অর্শরোগের স্রাব বন্ধ হয়ে কাশি ঐ সাথে বুকে চাপবোধ ও বুক ধড়ফড়ানি, উচুস্থান হতে পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে (আর্নিকা), প্রচন্ড পরিশ্রম করে প্রতিদিন বিকাল ৪টায় কাশি হয়ে রক্ত বের হলে (লাইকো) উপযোগী।

৫। প্রশ্ন ঃ শিরঃপীড়ায় নেট্রাম মিউরের ব্যবহার লিখ।

শিরঃপীড়ায় নেট্রাম মিউরের ব্যবহার ঃ

মাথার ব্যথায় মনে হয় মাথায় যেন হাতুড়ি মারছে- সকালবেলাই সাধারণতঃ তার বৃদ্ধি। স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মাথায় তালুতে জ্বালা ঋতুকালীন মাথাব্যথা, শিরঃপীড়াসহ চোখ দিয়ে পানি পড়া, মুখ ও জিহ্বা সরস থাকা কিন্তু মল শুষ্ক ও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। আবার কখনও বা শিরঃপীড়া চোখ দিয়ে পানি পড়া, জিহ্বায় থুথু হওয়া এবং উৎসাহহীনতা প্রকাশ পায়। সূর্য উঠার সময় যান পাশের শিরঃশূল আরম্ভ হয় কিন্তু বাম পাশে পেরেক মারা ব্যথা, মাথাব্যথাসহ থুথু নির্গত হওয়া বা পানির মত বমি হওয়া এটির একটি বিশেষ লক্ষণ। এটির মাথাব্যথা অতি সাংঘাতিক। রোগী বলে যে, তার মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে বা মাথায় যেন হাতুড়ি মারা হচ্ছে, ঘাম হলে পর উপশম বোধ করে কিন্তু ঘামের পর তার অতিশয় দুর্বলতা আসে। চোখের অতিরিক্ত ব্যবহার, যথা- সেলাই বা বোনাকাটা করার জন্য শিরঃপীড়া- সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরই তা বুঝতে পারা যায়। শিরঃপীড়া যত প্রচন্ড হয় তার অবসন্নতাও তত বেশি হয়। মাথায় খুস্কি ও সাদা মামড়ি পড়ে, ঐ সময় চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। হস্তাদির কম্পন ও অজ্ঞানতাসহ অর্ধ শিরঃশূল। মাথার বামদিকে পেরেকমারাবৎ ব্যথা। চোখ বুজলে শিরঃপীড়া। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য শিরঃপীড়া। মাথা ব্যথা মনে হয় সব বস্তু চোখের সামনে ঘুরছে-শয্যা হতে উঠার পর এবং বেড়ানোর সময় ঐরূপ হতে থাকে। ঐ সময় চোখের সামনে যেন বিদ্যুৎ দেখা যায়। মাথার মধ্যে দপদপানি ব্যথা (বেলেডোনা)। মাথায় ঘাম। মুখ তৈলাক্ত ও চকচকে।